আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

৭ মাস পর মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত মসজিদুল হারাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারিরোধে নিষেধাজ্ঞা জারির পর প্রথম বারের মতো সর্ব



(বাকি অংশ ৫ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ০৪ || সোমবার || কার্তিক ৪ || ১৪২৭ || রবিউল আৎ ২ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 04 || October 19 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

হারলে আদালত চত্বরেই দিন কাটবে তাঁর

বাইডেন জিতলে দেশ ছাড়তে হবে আমাকে ঃট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনে জয়ী হতে না পারলে আদালত চত্বরেই কাটবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিন। বহু মামলায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্য আদালতপাড়ার এ বাড়ি-ও বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে জুতোর তলা ক্ষয়ে যাবে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে একরোখা এই প্রেসিডেন্টের। কারণ, সব কিছুতেই গোঁয়ার্তুমি আর চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে ২৬টি নারী কেলেংকারি মামলা, ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল না করা, আর্থিক প্রতারণাসহ অনেক দুর্নীতির মামলায় ভারি হয়ে উঠেছে আদালত। আছে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে ব্যবহার করার মতো কয়েকটি অভিযোগও। এসব মামলা বর্তমানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে আটকে রেখেছেন তিনি। কিন্তু নির্বাচনে হেরে গেলে যখন আর প্রেসিডেন্ট থাকবেন না, তখন নতুন করে ফণা তুলবে এসব মামলা। প্রেসিডেন্ট বলে ভয়ে আর হাত গুটিয়ে থাকবে না বাদীরাও। রোববার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আশুবিপদের এ অশনি সংকেত সামনে আনল সিএনএন। (বাকি অংশ ৫ পাতায়)

ওয়াশিংটনে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে নারীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে কয়েক হাজার নারী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন। তারা বলছেন, কোনোভাবেই ট্রাম্পকে আমেরিকান নারীদের ভোট দেয়া উচিত নয়। এবারও যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর রাস্তায় ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে নেমেছেন নারীরা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের (বাকি অংশ ৫ পাতায়)



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় উঠল বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: এবার আনুষ্ঠানিকভাবেই করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন উদ্ভাবক হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় বাংলাদেশও (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ভোটার হয়েও ভোটবঞ্চিত ৫২ লাখ আমেরিকান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না দেশটির প্রায় ৫২ লাখ নাগরিক। আইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'সেনটেন্সিং প্রজেক্ট'র নতুন এক রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান ও আগের ক্রিমিনাল রেকর্ড তথা অপরাধ খতিয়ানের কারণে নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এ বিশাল সংখ্যক ভোটার। শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকরাই বেশি ভোটবঞ্চিত। ২০১৬ সালে ভোট দিতে না পারা ব্যক্তিদের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। দেশজুড়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ভোটাধিকার সুরক্ষার উদ্যোগের ফলে গতবারের চেয়ে এবার এ সংখ্যা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

যে কারণে এরদোগানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে

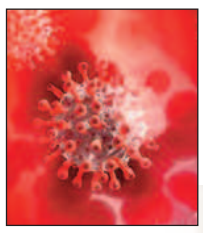
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আরব শাসকদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশগুলোর সাধারণ জনগণের মাঝে হু হু (বাকি অংশ ৫ পাতায়)

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী মডেল খুন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির পশ্চিমাঞ্চলে ঘর থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক বাংলাদেশী তরুণীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার অস্ট্রেলীয় (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

বিশ্ব করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্ব করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি ছুঁইছুঁই। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যমতে, রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সারাবিশ্বে (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ভোটারদের সুসংহত হওয়ার আহ্বান ওবামার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ডেমোক্রেট দলের প্রার্থী জো বাইডেনের পক্ষে নির্বাচনের আগে ভোটারদের সুসংহত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ডেমোক্রেটদের মধ্যে এখনও তুমুল জনপ্রিয় ওবামা মঙ্গলবার প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেন, এই নির্বাচনে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। তিনি বলেন, ইতিহাস দেখায় যে (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ভুল স্বীকার করে বিএনপি হাইকমান্ডকে শাহ মোয়াজ্জেমের চিঠি



ঢাকা ডেস্ক: নিজের ভুল স্বীকার করে বিএনপি হাইকমান্ডের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার, কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ী ও বিজনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার
ডিডিসি
মানি অর্ডার
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
নোটারী পাবলিক
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800, Fax :718-472-9801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR SERVICES
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
6 WEEKS DDS
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ষ্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেভ $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal




BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //October 19 // 2020

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

“দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থায়ন অপরিহার্য”



নিউইয়র্ক: “বিশ্বের সকল স্থান থেকে সব ধরনের দারিদ্র্য দূরীভূত করাই এজেন্ডা-২০৩০ এর সর্বোচ্চ লক্ষ্য। আর এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন বা দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থায়ন অপরিহার্য”। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ৭৫তম সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির আওতায় দারিদ্র্য-বিমোচন বিষয়ক ভার্চুয়াল এক সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার ফুটবল লীগ

৮টি দল নিয়ে শুরু হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনাল:ওমরের হ্যাট্রিক





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত চলতি ফুটবল লীগ-২০২০ এর তৃতীয় সপ্তাহের খেলা শেষে আগামী সপ্তাহে শুরু হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। এতে ৮টি দল অংশ নেবে। দলগুলো হলো: ব্রঙ্কস ইউনাইটেড, যুবসংঘ (এ), আইসাব, ব্রঙ্কস স্টার, বিবিএ, যুব সংঘ (বি), টুডোর এফসি এবং বৈরাগী বাজার এফসি। এদিকে গত ১১ অক্টোবর রোববার ব্রুকলীনের রেডহুক পার্ক সকার ফিল্ডে অনুষ্ঠিত লীগের শেষ খেলাগুলোতে আইসাব, যুব সংঘ (এ), বৈরাগীবাজার এফসি এবং টুডোর এফসি জয়লাভ করে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করেই লীগের খেলাগুলো হচ্ছে বলে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা কর্মকর্তারা জানান। খবর ইউএনএ'র।

দিনের প্রথম খেলায় আইসাব সহজেই ৬-০ গোলে বেঙ্গল ওয়ারিয়র-কে পরাজিত করে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। এদিনের খেলায় ওমর লীগের একমাত্র খেলোয়ার হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেন। খেলার প্রথমার্ধে ৩টি এবং দ্বিতীয়ার্ধে ৩টি করে গোল হয়। খেলা শুরু হতে না হতেই সংঘবদ্ধ আক্রমন থেকে ২ মিনিটেই প্রথম গোল করেন অয়ন (১-০)। এরপর ১৭ মিনিটের সময় মুনা দ্বিতীয় গোল করেন (২-০)। খেলার ২৪ ও ৩১ মিনিটের সময় ওমর পরপর ২টি গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান (৪-০)। এরপর খেলার ৪০ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের শরীফ আরো একটি গোল করেন (৫-০) এবং শেষ মুহুর্তে অর্থাৎ খেলার ৪৯ মিনিটের সময় নিজের তৃতীয় গোল করে ওমর তার হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন (৬-০)। খেলয় আইসাব-এ সামনে বেঙ্গল ওয়ারিয়র দাঁড়াতেই পারেনি।

দিনের দ্বিতীয় খেলায় যুব সংঘ (এ) ২-০ গোলে সোনার বাংলা-কে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। খেলার প্রথমার্ধের ২১ মিনিটের সময় আত্মঘাতি গোলে যুব সংঘ এগিয়ে যায় (১-০)। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটের সময় বিজয়ী দলে পক্ষে খালেদ গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। (২-০)।

দিনের তৃতীয় খেলায় বৈরাগী বাজার এফসি আর জলডুপ এফসি অংশ নেয় এবং এতে কোন দল গোল করতে না পারলেও আত্মঘতি গোলে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়। খেলাটি ছিলো অকর্ষনীয়। আরো ছিলো পাল্টাপাল্টি আক্রমন। খেলার প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের সময় আত্মঘাতি গোলের ফলে জলডুপ পরাজিত আর বৈরাগী বাজার বিজয়ী হয়ে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।

দিনের চতুর্থ ও শেষ খেলায় টুডোর এফসি ১-০ গোলে যুব সংঘ (বি)-কে পরাজিত কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। আকর্ষনীয় এই খেলার প্রথমার্ধ গোল শূণ্য ড্র থাকে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের পক্ষে নাজমুল জয়সূচক গোলটি করেন।

লীগের খেলাগুলো পরিচালনা করেন নিউইয়র্কের রেজিষ্টার্ড রেফারী যথাক্রমে অস্কার, হেক্টর ও লিয়ো।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী দর্শক খেলাগুলো উপভোগ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম বাদশা, উপদেষ্টা হাজী এনাম, আব্দুল হাসিম হাসনু, জুলফিকার চৌধুরী ও আজম চৌধুরী, সভাপতি মিসবা আবদীন, সিনিয়র সহ সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সহ সভাপতি খায়রুল ইসলাম খোকন, সহ সভাপতি শাহারিয়ার উদ্দিন,, সাধারণ সম্পাদক রশিদ রানা সহ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জহির উদ্দিন জুয়েল, শফিকুল আলম, জুয়েল আহমেদ, মইনুল ইসলাম, তারেক ইসলাম, সাবুল উদ্দিন, রাজিব আহমেদ, জয়নাল প্রমুখ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই চলতি বছরের লীগ-২০২০ শুরু হয়। এবারের লীগে ১২টি দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হলো: যুব সংঘ (এ), যুব সংঘ (বি), ব্রঙ্কস ইউনাইটেড, বিবিএ, সোনার বাংলা এফসি, আইসাব, ব্রঙ্কস স্টার, জ্যামাইকা এফসি, বৈরাগীবাজার এফসি, বেঙ্গল ওয়ারিয়র, টুডোর এফসি এবং জলডুপ এফসি।

‘ওই যে আকবরের অট্টালিকা’

বিশ্বজিৎ পাল বাবু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: দেশজুড়ে এখন আলোচিত নাম আকবর হোসেন ভূঁইয়া। তিনি সিলেটের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সদ্য বরখাস্ত হওয়া উপপরিদর্শক (এসআই)। ইউটিউব চ্যানেলে নাটকের মাধ্যমে সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরাই ছিল ওই পুলিশ কর্মকর্তার শখ। চাকরিজীবনেও ‘ভালো মানুষ’ বলেই ধারণা ছিল অনেকের। কিন্তু সিলেটে নির্যাতন করে যুবক হত্যার অভিযোগ ওঠার পর ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে সবাই অন্য চোখে দেখছেন। আলোচনা-সমালোচনা চলছে এসআই আকবরের নিজ গ্রাম ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের বগইর গ্রামেও। তাঁর নয়নাভিরাম বাড়ি আর নির্মাণাধীন সুবিশাল গেটে চোখ আটকে যাচ্ছে পথচারীর। কেউ কেউ আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছেন এটাই ‘ভিলেন’ আকবরের বাড়ি।



বাড়ির লোকজন বলছেন, ছোটবেলা থেকেই শান্ত স্বভাবের আকবর হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে- সেটা তারাও বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বের করার দাবিও জানিয়েছেন তারা। মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য রায়হান নামে এক যুবককে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ উঠলে আকবরসহ চারজন এখন সাময়িক বরখাস্ত। আশুগঞ্জের বগইর গ্রামের জাফর আলী ভূঁইয়ার তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে সবার বড় আকবর। ২০০৫ সালে কনস্টেবল হিসেবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর আকবর ২০১৪ সালে এসআই পদে পদোন্নতি পান।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে বগইরের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় ১৫ শতাংশ জায়গার ওপর নয়নাভিরাম একটি একতলা ভবন। বাড়ির সামনেই কাজ চলছে সুবিশাল গেটের। বাড়ির উঠানে বেশ কিছু মানুষের আনাগোনা। তবে ভবনের দরজা-জানালা সব লাগানো। আকবরের বাবা অসুস্থ, মা কথা বলবেন না বলে জানানো হয়। আকবরের এক ভাই থাকেন সিঙ্গাপুর। দূর থেকে ছুটে আসা কয়েকজন আত্মীয় ও এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, আকবরের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠায় তারা ‘থ’। আকবর এমন কাজ করতে পারেন সেটা তারা ভাবতেও পারছেন না। তবে গ্রামেরই দু-একজন আত্মীয় এসআইয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্য হতে পারে বলে অভিমত দেন। তারা আকবরের বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জাফর আলীর বিরুদ্ধে অনেক আগে ধর্ষণের মামলা হয়েছিল বলেও জানান।

কথা হয় আকবরের বন্ধু ও আত্মীয় মো. পারভেজুর রহমান ভূঁইয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আকবরের পক্ষে এমন হত্যাকান্ড ঘটানো সম্ভব বলে মনে করি না। আমরা চাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক।’ আকবরকে একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি।

আমেনা বেগম নামে বগইর গ্রামের এক নারী জানান, বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের পূর্বপাড়ার বাড়ি তার ছেলের কাছে বিক্রি করে দক্ষিণ পাড়ায় এসে নতুন বাড়ি করেন আকবরের বাবা। আকবরকে তারা ভালো ছেলে হিসেবেই চেনেন।

তবে হাবিবুল্লাহ ভূঁইয়া নামে এক ব্যক্তি বলেন, ‘এমনিতেই তো কাউকে বরখাস্ত করার কথা না। নিশ্চয় পেছনে কোনো ঘটনা আছে। তদন্ত করলে সব বের হবে।’ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আকবরের যে ভাই সিঙ্গাপুর থাকে সে প্রায়ই দেশে চলে আসে। তার আয়-রোজগার খুব ভালো না বলে জানি।’

আকবরের ছোট ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আরিফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ‘ভাইয়ের সঙ্গে গত রোববার কথা হয়। তিনি বিপদে আছেন জানিয়ে দোয়া চান। এখন গণমাধ্যমে বিভিন্ন খবর আমরা দেখতে পাচ্ছি।’ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসরে যাওয়ার টাকায় দোতলা ভিতের ভবনের নিচের অংশ কাজ করি। এর পাঁচ বছর পর মেজো ভাই সিঙ্গাপুর থেকে এসে একতলার কাজ শেষ করেন। এখানে বড় ভাইয়ের (আকবর) কোনো অংশীদারি নেই। বাড়ির জায়গাটিও আমাদের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।’ ভবন নির্মাণ করতে প্রায় ২০ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় গ্লোব

বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক আবিষ্কৃত করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন 'ব্যানকোভিড'কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত করার সংবাদ প্রশংসনীয়। গত ১৫ অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্লোব বায়োটেক আবিষ্কৃত তিনটি ভ্যাকসিনকে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে জানা গেছে। এগুলো হল, ডিভ১৪জি ভিএআরআইইএনটি এমআরএনএ ভ্যাকসিন, ডিএনএ প্লাসমিড ভ্যাকসিন এবং অ্যাডিনোভাইরাস টাইপ-৫ ভেক্টর ভ্যাকসিন।

উল্লেখ্য, গ্লোব বায়োটেকই বিশ্বের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাদের সর্বোচ্চ তিনটি ভ্যাকসিনের নাম তালিকায় রয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে এবং এ সংক্রমণে 'ডিভ১৪জি ভ্যারিয়েন্ট' শতভাগ দায়ী বলে সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদও (বিসিএসআইআর) আমাদের দেশে সংক্রমণের জন্য 'ডিভ১৪জি ভ্যারিয়েন্ট' দায়ী বলে নিশ্চিত করেছে। গর্ব করার বিষয় হল, গ্লোব বায়োটেকের নিজস্ব প্রদ্ধতিতে উদ্ভাবিত ব্যানকোভিড ভ্যাকসিনটি 'ডিভ১৪জি ভ্যারিয়েন্ট'-এর বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র আবিষ্কৃত টিকা, যা প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বে এখন সব আলোচনা, কর্মযজ্ঞ, ধ্যান-জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। তবে মানুষ হাল ছাড়েনি; যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ সংকট কাটিয়ে নতুন ছন্দে জীবন সাজানোর চেষ্টা করছে। এর প্রতিরোধ, প্রতিকারে দেশে-দেশে বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, আরও করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তালিকায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজের ভ্যাকসিনসহ ১৫৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিশ্চয়ই এসবের সুফল একদিন আমরাও ভোগ করব। তবে এ নিদানকালে গ্লোব বায়োটেক আবিষ্কৃত করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে আশার আলো হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশের জন্য বয়ে এনেছে সম্মান ও মর্যাদা, যা নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি।

এ মুহূর্তে করোনামুক্ত বিশ্ব পেতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন অন্যূন ৭ বিলিয়ন কার্যকর ভ্যাকসিন। অথচ বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাত্র দেড় বিলিয়ন ভ্যাকসিন উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। যদিও এ ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ইতোমধ্যে ৩ বিলিয়ন করা হয়েছে; তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রয়োজনের তুলনায় এটি একেবারেই অপ্রতুল।

বাংলাদেশ ভ্যাকসিনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাত্র ৩ শতাংশ ভ্যাকসিনের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, যেখানে দেশে কমপক্ষে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষকে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। এ অবস্থায় দেশীয় প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক সুযোগ পেলে সর্বাগ্রে দেশবাসীর চাহিদা অনুযায়ী ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য।

এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই, গ্লোব বায়োটেক প্রথম যখন করোনাভাইরাসের টিকা সম্পর্কিত গবেষণা ও এর উদ্ভাবন সম্পর্কে ঘোষণা দিল, তখন অনেকেই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়েছেন। সন্দেহবাদীদের তালিকায়ও নাম লিখিয়েছে অনেক মানুষ। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমরা কোনো জিনিসকে কীভাবে দেখছি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি। গ্লাসটি অর্ধেক পূর্ণ অথবা অর্ধেক খালি- এ বিতর্কে আমরা যদি গ্লাসটি অর্ধেক পূর্ণ, এ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হই, তখন সবকিছুই আমাদের কাছে ইতিবাচক হিসেবে প্রতিভাত হবে।

একটা প্রবাদ আছে, 'এমন কী অলৌকিক ঘটনা ঘটতেও সময় নেয়।' গ্লোব বায়োটেক সব সমালোচনা, সন্দেহ উপেক্ষা করে নিরলস সাধনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় করোনাভাইরাসের কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সুসংবাদ দেবে, এটাই প্রত্যাশা।

আমেরিকান নির্বাচন নিয়ে যত কথা

আবু এন এম ওয়াহিদ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে দেশ-বিদেশে সাধারণ মানুষের মাঝে অপরিসীম কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা যায়। ২০০৮ সালে বারাক ওবামা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আমি তাইওয়ানে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে গিয়েছিলাম। তাইপে এয়ারপোর্ট থেকে যে ছেলেটি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসেছিল, প্রেসিডেন্ট ওবামাকে নিয়ে তার আগ্রহ, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছিল, সে-ই যেন ভোট দিয়ে কৃষ্ণকায় এ ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিটিকে তার নিজের দেশের প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে।

২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প জেতার পরের মাসেই আমি পোল্যান্ডের স্ট্যাচিনে আরেকটি কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বার্লিন থেকে আগত এক জার্মান প্রফেসরের মাঝে একই রকম বাঁধভাঙ্গা কৌতূহল দেখে বিস্মিত হয়েছি। তবে তার কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ট্রাম্পকে নিয়ে তাচ্ছিল্য, হাস্যরস ও কৌতুকের এক উপাখ্যান। আমেরিকা নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় মানুষের এ আগ্রহের একাধিক কারণ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নির্বাচন একটি অপরিহার্য, সাধারণ ও স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এ নিয়ে জনগণের মাঝে কোনো রকম অনিশ্চয়তা, ভয়ভীতি কিংবা শঙ্কা কাজ করে না। নির্বাচনের দিন-তারিখ সাংবিধানিকভাবে আড়াইশ' বছর আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। প্রতিটি লীপ ইয়ারের নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার হল সেই দিন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! তবে ওই মঙ্গলবার যদি মাসের পয়লা তারিখ পড়ে, সেক্ষেত্রে ভোটাভুটি হয় দ্বিতীয় মঙ্গলবার- ৮ তারিখ। অর্থাৎ মাসের প্রথমদিন কোনো অবস্থাতেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে পারে না।

ভোটের দিনটি নভেম্বরের মঙ্গলবার কেন, তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। আমেরিকার জাতীয় জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ তারিখটি ঠিক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ, প্রকৃতি, জলবায়ু, ধর্মীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে। দিনটি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাখা হয়েছে এজন্য যে, এ সময় সারা দেশে মৌসুমের ফসল কাটা শেষ হয়ে যায় এবং ঠান্ডা থাকে সহনীয় ও নমনীয় পর্যায়ে, তখনও বরফ, শীতল বাতাস ও হাড়কাঁপানো শীতের তীব্রতা শুরু হয় না। দিনটি মঙ্গলবার হওয়ার কারণ হল,



রোববারে মানুষ চার্চে ব্যস্ত থাকে, সোমবারে ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি চড়ে দূরে নির্বাচন কেন্দ্রে যায়, মঙ্গলবারে ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরে। যে সময় এ নিয়ম করা হয়েছিল সে সময় এদেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না এবং মোটরগাড়িও বের হয়নি। কিন্তু মাসের পহেলা তারিখ এ নির্বাচনে মানা কেন, সে রহস্যের জট আমি আজ অবধি খুলতে পারিনি।

সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। এ দুই পদে যারা লড়ে থাকেন, তাদের জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব থাকতে হয় এবং কমপক্ষে ১৪ বছর আমেরিকার মাটিতে পদচারণার ইতিহাস লাগে। প্রার্থীদের বয়স ৩৫-এর কম হলে চলে না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে কেউ পরপর দুই মেয়াদ পূর্ণ করলে তৃতীয়বারের জন্য তিনি আপনাআপনি খারিজ হয়ে যান।

নির্বাচনের দশ মাস আগে থেকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া বড়ই বিচিত্র, দীর্ঘ, ব্যয়বহুল ও জটিল। আরম্ভ হয় 'আইওয়া' 'পার্টি-কোকাস'-এর মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় নির্বাচনের মাস দুয়েক আগে পার্টি কনভেনশনে চূড়ান্ত মনোনয়নের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পার্টির ডেলিগেটদের ওপর ন্যস্ত করা আছে। কোন প্রার্থীর পক্ষে কত ডেলিগেট, সেটি বোঝা যায় বাছাইপর্বে রাজ্যে রাজ্যে 'পার্টি কোকাস' ও 'প্রাইমারি'র চড়াই-উতরাই পথ বেয়ে বেয়ে।

ডেলিগেট বাছাইয়ের কাজও সব রাজ্যে এক তরিকাতে হয় না। একেক রাজ্যের একেক নিয়ম। কোনো রাজ্যে পার্টি সদস্যরা 'ককাস-ভোট' অথবা দলের ভেতর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেয় কোন প্রার্থীর পক্ষে কতজন ডেলিগেট- সংক্ষেপে এ পদ্ধতিকে বলে 'পার্টি ককাস'। কোনো রাজ্যে সাধারণ ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে ঠিক করে কে কতজন ডেলিগেটের আস্থা পেল- এটাকে বলে 'প্রাইমারি'।

'প্রাইমারি'র সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও এক দলের ভোটার অন্য দলের দুর্বল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দেয়, যাতে ওই প্রার্থী মনোনয়ন পেলে তার দলের তার প্রিয় প্রার্থী নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সহজে জিততে পারে। আমেরিকার জাতীয় রাজনীতির পরিভাষায় এটাকে বলে 'গড়হশবু ইঁংরহবংং'.

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। প্রাইমারিতে একজন ভোটার শুধু এক দলের প্রার্থী বাছাইয়ে অংশ নিতে পারে, একই মৌসুমে উভয় দলের হয়ে ভোট দিতে পারে না। বাছাইপর্ব শেষ হলে ডেলিগেটরা পার্টির জাতীয় কনভেনশনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। ডেলিগেটদের সংখ্যা একেক পার্টিতে একেক রকম এবং বছর বছর এর হেরফেরও হতে পারে।

২০২০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের মোট ডেলিগেট সংখ্যা ২,৫৫১। চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য দরকার কমপক্ষে ১,২৭৬ ডেলিগেট। ডেমোক্রেটদের মোট ডেলিগেট ৩,৯৮৯। নমিনেশনের জন্য পেতে হয় ন্যূনতম ১,৯৯৫ জনের আস্থা। বাছাইপর্বে পোর্টোরিকো, ভার্জিন আইল্যান্ডস, গোয়াম এবং অন্যান্য আমেরিকান টেরিটরির গণপ্রতিনিধিরা অংশ নেয় বটে; কিন্তু মূল নির্বাচনে তাদের কোনো ভোটাধিকার নেই, কারণ তারা ফেডারাল আয়করের আওতার বাইরে। কনভেনশনের আগেই ককাস ও প্রাইমারির মাধ্যমে ডেলিগেটেরা তাদের পছন্দের প্রার্থীর (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

শারদীয় দূর্গা পূজার ইতিহাস

নওশের আলী হিরা

শারদীয় দূর্গা পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। দূর্গা পূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা) দেবীমাতা, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দূর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী সে হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসাবে পূজা হতে পারে। তবে কৃত্তিবাসের রামায়নে আছে, শ্রী রাম চন্দ্র কালিদহ সাগর (বগুড়ার?) থেকে ১০১ টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে সাগর কূলে বসে বসন্তকালে সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শক্তি তথা দুর্গোৎসবের (বাসন্তি পূজা বা অকাল বোধন) আয়োজন করেছিলেন। মারকেন্দীয়া পুরান (Markandeya Purana) মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরাথা (Suratha) খ্রীষ্ঠের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে ওড়িষ্যা) Duseehera নামে দূর্গা পুজা প্রচলন করেছিল। নেপালে আজও Duseehera বা Dashain নামেই পুজা হয়। যদিও প্রাচীন ওরিষ্যার সাথে নেপালের পূজার কোন যোগসূত্র আছে কিনা জানা নাই।

মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দূর্গা পূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১১শ শতকে অভিনির্ণয়-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দূর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল কিনা ভালভাবে জানা যায় না। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক দূর্গা পূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ম শতকে নানা বাদ্য যন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দূর্গা পূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দূর্গা পূজা হয়ে আসছে। বার ইয়ার বা বারোয়ারী পূজা প্রথম হুগলীর গুপ্তিপাড়ার ১২ জন বন্ধু মিলে ১৭৬১ সালে আয়োজন করেছিল। সম্ভবত সেই থেকে বারোয়ারী পূজা শুরু। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্মউৎসাহিনী সভা ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে এবং একই জেলায় অন্যান্যরা রামধন মিত্র লেন, সিকদার বাগানে একই বছরে ঘটা করে প্রথম বারোয়ারী পূজার আয়োজন করে।



১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরে শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লার আক্রমনে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংশ হবার পর সেখানে কোন উৎসব করা অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভা বাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সন্মানে দূর্গা পূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আযোজন করেছিলেন। ১৯২৬ সালে অতীন্দ্রনাথ বোস জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে পূজা উৎসবে অংগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে দূর্গা পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (যেমন, কবি নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, বঙ্কিচন্দ্রের বন্দে মাতরম কবিতা, পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সংগীত...)। বৃটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দূর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর স্বাধীনতার পর এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়। সরকারী বা জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দূর্গা পূজা বা দূর্গা উৎসব হিসাবে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাকে শরৎ কালের বার্ষিক মহা উৎসব হিসাবে ধরা হয় বলে ইহাকে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। কার্তিক মাসের ২য়দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত এই উৎসবকে মহালয়া, ষষ্ঠি, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমী নামে পালন করা হয়। অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে বসন্তকালের এই উৎসবকে বাসন্তি পূজা বা অকালবোধনও বলা হয়।

দূর্গা পূজা ভারতে অসম, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে উৎযাপন করা হয়। সেখানে ৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় (যেখানে বাঙালী হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস করে) সবচেয়ে বড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে ইহা পালিত হয়। এ ছাড়াও পূর্ব ভারতের বা বঙ্গেও কলকাতা, হুগলী, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, লতাগুড়ি, বাহারাপুর, জলপাইগুড়ি এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল যেমন, আসাম, বিহার, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালায় ঘটা কওে এই উৎসব পালন করা হয়। নেপালে ও ভুটানেও স্থানীয় রীতি-নীতি অনুসারে প্রধান (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	১৫
ফজর	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০৩	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬
সূর্যোদয়	৭.১৪	৭.১৫	৭.১৬	৭.১৭	৭.২০	৭.২০	৭.২১
জোহর	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪০	১২.৪০	১২.৪০
আসর	৪.২৪	৪.২৩	৪.২১	৪.২০	৪.১৯	৪.১৮	৪.১৬
মাগরিব	৬.০৭	৬.০৫	৬.০৪	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৮
এশা	৭.২২	৭.২১	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৭	৭.১৬	৭.১৪

বাইডেন জিতলে আমাকে দেশ ছাড়তে হতে পারে ঃ

(প্রথম পাতার পর)

একেবারে অলৌকিক কিছু না ঘটলে এবারের এ নির্বাচনে কপাল পুড়তে পারে ট্রাম্পের। সে পূর্বাভাসই দিচ্ছে মার্কিন নির্বাচনের ভোটধামাকা জরিপ।

জনমত জরিপগুলো বলছে, এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের জয়ের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। সব জরিপেই ট্রাম্পের চেয়ে গড়ে অন্তত নয় পয়েন্ট এগিয়ে আছেন বাইডেন। সুতরাং পরাজয় নিশ্চিত। আর এমন হলে ঝিমিয়ে পড়া মামলাগুলো সব দল বেঁধে ঝাপিয়ে পড়বে ট্রাম্পের ঘাড়ে। শান্তিতে ঘরেও থাকতে পারবেন না, আবার দেশও ছাড়তে পারবেন না।

আদালত চত্বরগুলোই হবে তার সারাদিনের সঙ্গী। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির অভিযোগে অন্তত ২৬টি মামলা রয়েছে। বিভিন্ন সময় ওইসব নারীকে হয়রানি করেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। এসব নারীর মধ্যে আছেন সাবেক ম্যাগাজিন কলামিস্ট ই জিন ক্যারোল। তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন।

ট্যাক্স রিটার্ন জমা না দেয়া ও কর ফাঁকির অভিযোগের মতো মামলাগুলো 'প্রেসিডেন্টের দায়মুক্তি ও প্রেসিডেন্ট কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়'- সংবিধানের এসব ধারা কাজে লাগিয়ে থামিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প।

অন্যদিকে যৌন নির্যাতন ও হয়রানির মতো অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে বাদীরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহস না রাখলেও ক্ষমতা হারিয়ে যখন সাধারণ নাগরিকের হবেন, তখন তারা বসে থাকবেন না বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। বেশির ভাগ সাধারণ অভিযোগকারী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এমন দিনেরই অপেক্ষা করছেন।

ম্যানহ্যাটনের সাবেক ফেডারেল প্রসিকিউটর হ্যারি স্যান্ডিক বলেন, আদালত তাকে তলবের অধিকার রাখে না বলে বর্তমানে দাবি করে থাকেন ট্রাম্প। কিন্তু ক্ষমতার মেয়াদ শেষে সে পরিস্থিতি থাকছে না। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান এরিক সোয়ালওয়েল পরামর্শ দিয়েছেন, প্রেসিডেন্সিয়াল ক্রাইম কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে ট্রাম্পের অনিয়ম, অপরাধ ও তার মামলাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য। এরিক বলেন, 'আমি এটি হালকাভাবে বলছি না।

হয়তো এসব হিসাব-নিকেশ থেকেই হেরে গেলে দেশ ছাড়তে হবে বলে নিজের সম্পর্কে এখন থেকেই ব্যঙ্গ উক্তি শুরু করেছেন ট্রাম্প। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ম্যাকোনে নির্বাচনী প্রচারণায় উল্লসিত সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প জোকস করে বলেন, নির্বাচনে হেরে গেলে তাকে দেশ ছেড়ে যেতে হতে পারে।

৭ মাস পর মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত মসজিদুল হারাম

(প্রথম পাতার পর)

সাধারণকে নিয়ে আজ থেকে নামাজ আদায় শুরু হয়েছে মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে। দীর্ঘ সাত মাস পর সৌদি নাগরিক ও দেশটিতে অবস্থানরতদের এ অনুমোদন দেয় সৌদি সরকার। রোববার (১৮ অক্টোবর) থেকে শুরু হওয়া দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অংশ নিতে পারবেন সৌদিতে অবস্থানরত সব নাগরিক। সৌদির রাষ্ট্রীয়াত্ত টিভি চ্যানেল আল ইখবারিয়া আজকের ফজর নামাজ সরাসরি সম্প্রচার করে।

গত মার্চ থেকে করোনা মহামারিরোধে সৌদির সব মসজিদে জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ স্থগিত করে। এর কিছু দিন পর সীমিত পরিসরে মসজিদগুলোতে জামাত আদায় হতে থাকে। হজের সময় সীমিত পরিসরে হজ পালনের ব্যবস্থা করে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এরপর ৪ অক্টোবর থেকে চার ধাপে সীমিত আকারে ওমরা পালনের ব্যবস্থা করে। হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতে আগামী এক নভেম্বর থেকে নির্ধারিত দেশ থেকে ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত ৩৪ লাখ ১৮ হাজার ৫৪জন করেনায় আক্রান্ত হন। এদের মধ্যে সুস্থ হন তিন লাখ ২৮ হাজার ১৫৬জন এবং মৃত্যু বরণ করেন পাঁচ হাজার ১৬৫জন।

ওয়াশিংটনে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে নারীরা

(প্রথম পাতার পর)

আগে ট্রাম্পের অবস্থান বেশ নড়বড়ে। গণমাধ্যমের জরিপও বলছে সে কথাই। বলা হচ্ছে, মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন অনেকটাই।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতা করে একের পর এক স্লোগান শোনা যায় তাদের মুখে। হাতে ছিল ট্রাম্পবিরোধী নানান প্যাকার্ড। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, ট্রাম্পের পরাজয় ঘটানোর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমেরিকান নারীরাই।

বিক্ষোভকারীরা সুপ্রিমকোর্টের সামনেও সমাবেশ করেন। বিরোধিতা করেছেন সুপ্রমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে ট্রাম্পের মনোনয়ন দেয়া অ্যামি কনি ব্যারেটেরও।

বিক্ষোভকারীদের একজন বলেন, 'ট্রাম্পের বিচারপতি মনোনয়ন এতটাই বাজে হয়েছে, যে আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে রীতিমত চিন্তিত । তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না । এর বাইরে আর কি করতে পারি আমি!'

সমাবেশের আয়োজকরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিকোর মতো বড় শহুরগুলোতে বেশ কয়েকটি সমাবেশ করা হবে।

যে কারণে এরদোগানের জনপ্রিয়তা

(প্রথম পাতার পর)

করে জনপ্রিয়তা বাড়ছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগানের। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত আরব জনমতের ওপর একটি ব্যাপক-ভিত্তিক জরিপের ফলাফলের বরাত দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এ খবর প্রকাশ করেছে। খবর বিবিসির।

এতে বলা হয়, মিসরকে সঙ্গে নিয়ে উপসাগরীয় অধিকাংশ আরব দেশ তুরস্ককে কোণঠাসা করার উপায় খুঁজতে তৎপর হলেও সিংহভাগ আরব জনগণ মনে করছে এরদোগানই তাদের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী। তুরস্ক এবং প্রেসিডেন্ট এরদোগানের ব্যাপারে আরব দেশের সরকার ও জনগণের এই বিপরীত অবস্থান উন্মোচিত হয়েছে ওই জরিপের ফলাফলে। আরব বিশ্বের ১৩টি দেশে পরিচালিত হয় এই জনমত জরিপ।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৫৮ শতাংশই মনে করেন, অন্য যে কোনো দেশের নীতির তুলনায় তুরস্কের মধ্যপ্রাচ্য-নীতি আরব স্বার্থের পক্ষে। ফিলিস্তিন ইস্যু তো বটেই, এমনকি সিরিয়া এবং লিবিয়ায় তুরস্কের বিতর্কিত সামরিক হস্তক্ষেপও সিংহভাগ আরব জনগণ সমর্থন করছে।

তুরস্কের পর চীন ও জার্মানীর মধ্যপ্রাচ্য নীতির প্রতি আরবদের মনোভাব সবচেয়ে ইতিবাচক। চীনের নীতির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন ৫৫ শতাংশ, আর জার্মানির নীতির পক্ষে ইতিবাচক মতামত দেন ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা। উল্টো দিকে, সবচেয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য-নীতির ব্যাপারে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় আরব বিশ্বের ১৩টি আরব রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সাধারণ আরব জনগণের মনোভাব জানতে এই জরিপটি করেছে দোহা এবং বৈরুতভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'আরব সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ'।

লন্ডনে রাজনৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রধান এবং মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতির বিশ্লেষক সামি হামদি মনে করেন, তুরস্ক রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট এরদোগান যে সাধারণ আরব জনগণের বিরাট একটি অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছেন, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তিনি বলেন, 'সন্দেহ নেই তুরস্কের গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষ করে সাধারণ প্রান্তিক আরব জনগোষ্ঠীর কাছে, বাড়ছে। এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার পেছনে তুরস্ক রাষ্ট্রের চেয়ে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ভাবমূর্তি প্রধান ভূমিকা রাখছে।'

সামি হামদি বলেন, 'এরদোগানের আগের তুরস্ক এবং এরদোয়ান পরবর্তী তুরস্ক যে অনেক আলাদা আরবরা তা বুঝতে পারছে। তারা জানে তুরস্কের নতুন যে বিদেশ নীতি তার স্রষ্টা এককভাবে এরদোয়ান।'

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

প্রকৃতির বিস্ময় গ্রেট ওসান রোড



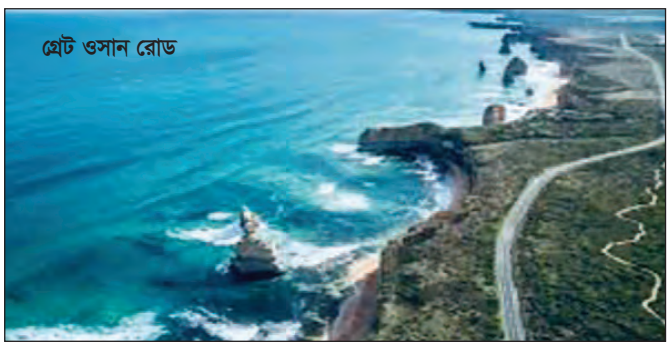
ন্যাশনার মিউজিয়াম অব অষ্ট্রেলিয়া ভবনের সামনে লেখক

হাবিব রহমান: পৃথিবীটা যত বড় জীবন তত বড় নয়। তাই এই বিপুলা এই বিশ্বটাকে যত দ্রুত দেখার একটা প্রচেষ্টা। জীবন সংগ্রাম টিকে থেকে একটু সময় বের করে ছুটে চলা দেশ থেকে দেশান্তরে। তৃতীয় বিশ্বের একটা সুবিধা বঞ্চিত দেশে জন্ম নেয়ার কারণে ইচ্ছে থাকলেও ভ্রমনের সুখটাকে পুরোপুরি উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। একে তো ভিসা পাওয়ার জটিলতা, দ্বিতীয়ত আর্থিক সক্ষমতা। জীবনের সূর্যটা যখন মধ্যগগনে আর ঠিক তখনই ভাগ্য দেবী সুযোগটা হাতের কাছে এনে দিলেন। আমেরিকার মত একটা দেশের শক্তিশালী পাসপোর্ট ভ্রমণের ইচ্ছেটাকে নতুন করে জাগিয়ে দিলো। তার পর থেকেই নিরন্তর ছুটে চলা। এ চলার শেষ কবে কে জানে!

মেলবোর্নে আজ আমার তৃতীয় দিন। সকাল ৮টায় গাইড আমাদের তুলে নিয়েছে হোটেল থেকে। গাড়ী ছুটে চলেছে গ্রেট ওশান রোড ধরে। সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে গ্রেট ওসান ভ্রমনের একটা স্বপ্ন থাকে। আমিও সে স্বপ্ন পুরণ করতে চলেছি ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি। ১ম বিশ্ব যুদ্ধ থেকে ফেরা সৈন্যরা ১৯১৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্য এটা তৈরি করে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের উদ্দেশ্য এটা উৎস্বর্গ করেন। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্মৃতি সৌধ। সবচেয়ে বড় ওয়ার মেমোরিয়াল। রাস্তাও যে স্মৃতিসৌধ হতে পারে এটা দেখার আগে আমার জানা ছিলোনা।

পৃথিবী দুটো বিশ্ব যুদ্ধ দেখেছে। এতে নিহত হয়েছে বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মানুষ। কিন্তু কয়টা দেশ তাদের সৈন্যদের মনে রেখেছে। অনেক দেশেই বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তাদের সৈনিকদের স্মরণে বিভিন্ন শহরে যেভাবে ওয়ার মেমোরিয়াল করেছে তা চোখে পড়ার মত। সিডনি ওয়ার মেমোরিয়ালে আমি গিয়েছি। মনে হয়েছে কত দরদ দিয়ে যে এসব এয়ার মেমোরিয়াল তৈরি হয়েছে যা সম্ভবত অন্য কোন দেশ করেনি। পাশাপাশি আমার নিজের দেশের কথা মনে আসে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমরা কয়েক লাখ মানুষকে হারিয়েছি। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মনে রাখবে সে জন্য আমরা কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তথা বলেন কিন্তু বাস্তবে এই চেতনা তারা নিজেরা ধারন করেন কি!

বলছিলাম গ্রেট ওসেন রোড়ের কথা। এটি বিশ্বের সেরা দশটি সিনিক ভিউ রোড়ের একটি। ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কটির প্রতি বাঁকে বাঁকে যেন অবাক করা সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। রাস্তায় প্রথমেই যে শহরটি চোখে পড়লো তার নাম টরকি। এটি মেলবোর্ন সিটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে। ছিমছাম আর কোলাহলহীন এই শহরটি সেই ১৯০০ সাল থেকে একটি অন্যতম জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র। মেলবোর্ন থেকে বেরিয়ে পথে আমরা কোথাও থামিনি। ভোর সকালে বেরিয়েছি বলে গাড়ীতে ঘুমানোর সুযোগটা করে দিয়েছিলো গাইড। এখানে একটু ক্ষনের জন্য বিরতি। ব্রেকফাস্ট করে পাখীর চোখে গাড়ীতে বসেই শহরটি 'চেখে দেখা'।



গাইড জানালো উপকুলীয় এই টরকি শহরটিতে ২০ টির বেশী সৈকত রয়েছে। আর এগুলো সার্ফিং এর জন্য আদর্শ। বিশ্ব বিখ্যাত জানজাক আর বেলস সার্ফিং বীচের অবস্থান এই টর্কিতেই। আর এখানেই রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় সার্ফিং যাদুঘর। এই যাদুঘরটি শুধু অস্ট্রেলিয়ায় নয় সারা পৃথিবীতেউ বিখ্যাত। গত ১০০ বছরে অস্ট্রেলিয়াতে গড়া উঠা বীচ আর সার্ফিং সংস্কৃতির নানা উপাদানে যাদুঘরটি সমৃদ্ধ। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি সার্ফারদের অর্জন আর তাদের বোর্ডগুলি এই যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গাইড জানালো এই যাদুঘরে প্রবেশ মূল্য বড়দের জন্য ১২ অস্ট্রেলিয়ান ডলার আর ছোটদের ৮ ডলার। সময় স্বল্পতার জন্য সার্ফিং যাদুঘরটি ঘুরে দেখা সম্ভব হলোনা। জানা গেলো শীত-গ্রীস্ম সব ঋতুর রৌদ্রোজ্জল দিনেই সার্ফার আর প্যারাগ্লাইডারদের মেলা জমে এই বীচগুলোতে।

গাইড আরো জানালো এই টরকীতেই রয়েছে সাগরের কোল ঘেঁষে ৪৪কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ। পুরো পথটাই সমুদ্র পাশে থাকবে। আছে স্কাই ডাইভিংএর সুযোগ, সেরা রিসোর্ট, আংগুর বাগানে বসে তাজা ওয়াইন পানের ব্যবস্থা। এ কটা রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার আমরা পথে নামলাম। সমুদ্রের গা ঘেঁসে রাস্তা। জল কোথাও নীল আর কোথাও সবুজ। রাস্তার পাশে সমুদ্র ঘেসা উঁচু নীচু পাহাড়। সেই পাহাড়ে হাইকিং করে উঠে শত শত পর্যটক সমুদ্র দেখছে। অনেকে আবার গাড়ী নিয়েও পাহাড়ে উঠছে। পাহাড়ের উপরে সমুদ্র ঘেসে পর্যটকদের সুবিধার জন্য কাঠ দিয়ে পাটাতন করে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে রেলিংয়ের ব্যবস্থা। গাইড জানালো গ্রেট ওশান রোডে রাস্তায় অনেক লুক আউট পয়েন্ট রয়েছে যেখানে গাড়ী নিয়ে উঠে উপর থেকে সমুদ্র দর্শন করা যায়। আমাদের সময় কম তাই উপরে উঠা গেলোনা বলে মনে দু:খ বোধ রয়ে গেলো। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আগামীতে আবার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সুযোগ এলে বাড়তি কটা দিন বরাদ্দ রাখবো এই গ্রেট ওসান রোড বেশী সময় নিয়ে দেখার জন্য।

গ্রেট ওসান রোডে দেখার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো আইকনিক পিলার নামে খ্যাত টুয়েলভ অ্যাপস্টল। সমুদ্রের পাড়ে চুনা পাথরের বেশ কিছু অংশ সমুদ্রের ঢেউ, লবনাক্ততা আর প্রতিকুল আবহাওয়ায় ক্ষয়ে গিয়ে অদ্ভুত আঁকার ধারন করেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কিছু লোকজন বা কয়েকটা উঁচু বাড়ি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

সাগরের ঢেউ আর লবণাক্ততার কারণে এই রকগুলোর ফরমেশন প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে প্রতি বছর প্রায় ২ সেন্টিমিটার করে। শুরুতে ১২টি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হয়ে এখন দাঁড়িয়ে আছে ৮টি। ভবিষ্যতে এগুলোর অস্তিত্বও একসময় হুমকির মাঝে পড়বে। গাইড জানালো এই টুরিস্ট স্পটটিকে বহির্বিশ্বে আরও বেশি বেশি করে তুলে ধরার জন্য গত কয়েক বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে ক্যাডেল ইভান গ্রেট ওশান রোড রেস (সাইক্লিং)।

ভালো লাগা নাকি ভাষা দিয়ে স্পর্শ করা যায়না। তাই এই গ্রেট ওসান রোড়ের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়-বিশেষ করে আমার জন্য। একপাশে পাহাড়, একপাশে সমুদ্র, কখনো রেইন ফরেস্ট, কখনো বা ছবির মত শহর-বলা যায় এককথায় অপূর্ব। আঁকা বাঁকা বিপদ সঙ্কুল রাস্তা হলেও ড্রাইভার তার নিপুন দক্ষতা নিয়ে গাড়ী ড্রাইভ করছিলো। রাস্তার পাশের সমুদ্রের সৌন্দর্যে মনোনিবেশ না করলে হয়তো ভয়ংকর রাস্তার ড্রাইভিং উদ্বিগ্ন করে তুলতো।

ওসেন রোডের এক জায়গায় ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বল্লো গাইড। এখানে একটা জায়গা দেখালো সে-নাম দ্য গ্রেটো। পাহাড়ের ধাপ বেয়ে ১০০ গজের মত নীচে নেমে গেছে রাস্তা। দূর থেকে মনে হলো পাহাড়ের মাঝে একটা গর্ত। চারপাশে পাথর। সামনে ফ্রেম করা সমুদ্র। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায়না।

একটু পরে গাড়ী এসে থামলো আর একটা লুক আউটের সামনে। গাইড জানালো এর নাম-বার্ড রক লুক আউট। এখানেও পাটাতন নির্মান করে টুরিস্টদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে রেলিং। দূর থেকে মনে হবে পাটাতনটা যেন সাগরের উপর ঝুলে রয়েছে। সাগরের জল এখানে খুবই স্বচ্ছ। পানির নীচের পাথর আর উদ্ভিদগুলো স্পস্ট দেখা যায়। গাইড জানালো অক্টোবর নভেম্বর এর দিকে এই বার্ড রক থেকে তিমি মাছ দেখা যায়। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখার জন্যও সারা বছর এখানে পর্যটকরা ভীড় জমায়।

হাবিবুর রহমান
সিইও,বাংলা ট্যুর।



আশরাফ হাসান

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ইকবাল আহমদ মাহবুব

নানামাত্রিক মানবকল্যাণে আলোর অভিযাত্রী

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ইকবাল আহমদ মাহবুব। নানামাত্রিক মানবসেবায় আলোর অভিযাত্রী। প্রাগ্রসর চিন্তা, আপন বিশ্বাস ও ঐতিহ্যভাবনার মেলবন্ধনে সৌহার্দ্য-উজ্জ্বল সমাজ গঠনে এক ক্লান্তিহীন কর্মযোদ্ধার নাম। নিজের সুখপ্রচেষ্টা ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পরের কল্যাণচিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন। প্রৌঢ়ত্বের গন্ডি পেরিয়ে অপেক্ষমান বার্ধক্যের বেড়াজাল তাকে বন্দি করতে পারেনি কখনো। পরসুখকে যিনি পরম পাওয়া হিসেবে বরণ করে নেন আপন স্বভাবের ঔদার্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত ইকবাল আহমদ মাহবুব বাংলাদেশী কমিউনিটির একান্ত স্বজন। মানবসেবার দুর্নিবার প্রত্যয় যাকে দিয়েছে বহুমাত্রিক বিশিষ্টতা। একটি হৃদয়বান ও সুশিক্ষিত সমাজ নির্মাণে তার অফুরান ত্যাগময় প্রচেষ্টা স্বীকার্য ও উল্লেখের দাবি রাখে। সত্যসুন্দর আর সততার প্রতি আজন্ম কমিটেড এ কর্মবীর নিঃসন্দেহে যে কোনো প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার মহীরুহ, স্বজন ও বন্ধুমহলে তার পদচারণা সাহসী অভিযাত্রার গতিনির্দেশক মাইলস্টোন।

ইকবাল আহমদ মাহবুবের পারিবারিক নাম মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। জন্ম ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী বৃহত্তর সিলেটের ছাতক উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তার পিতা মরহুম ওয়াছিব উল্লাহ ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন খ্যাতিমান সালিশ ব্যক্তিত্ব ও সমাজ হিতৈষী। আর মাতা মরহুমা মোসাম্মত কমরুন্নেছা ছিলেন একজন পরহেজগার ও সমাজের কল্যাণে নিবেদিতা সৎকর্মশীল মহিলা।

ইকবাল আহমদের শৈশব-কৈশোর গ্রামের প্রাকৃতিক ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশে কাটলেও তারুণ্যের চৌকাঠে প্রবেশের পূর্বেই বেরিয়ে পড়েন শহর-বন্দরে। উচ্চশিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ আর উন্নত জীবনবোধের কারণে গ্রামের ছোট্ট পরিসর তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি লক্ষ্য করেন সমাজের মানুষের দারিদ্র্য-বঞ্চনা, শোষণ-কপটতা, অজ্ঞতার বেড়াজালে ঘুরপাক খাওয়া সাধারণ মানুষগুলোর বিড়ম্বনা। তিনি মানুষের কল্যাণকামী একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন বিভোরতায় উদ্বেগাকুল হন। কৈশোর থেকেই এমন সামাজিক দগদগে ক্ষতগুলো তার মনোজগতে ব্যাপক আলোড়ন তুলে। সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে নিজের ভূমিকাকে অনিবার্য করে তুলেন। চলার পথে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে তখন থেকেই তার বলিষ্ঠ ভূমিকা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার এমন প্রচেষ্টা চলতে থাকে ব্যক্তি ও সামাজিক আঙিনায়। জীবনবোধে অন্তর্দৃষ্টি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

ইকবাল আহমদ মাহবুব স্থানীয় উজিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন (১৯৬০)। এরপর ১৯৬৬ সালে বিশ্বনাথ রামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। স্বভাবত বিরাজমান আর্থ সামাজিক বৈষম্য তার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ লক্ষ্যে এসএসসি পাশের পর অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন সিলেট মদন মোহন কলেজে। ১৯৬৯ সালে ইকবাল আহমদ উক্ত কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। তৎকালীন সময়ে হাতে গোনা কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেতো, ইকবাল আহমদ তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি একই কলেজ থেকে ১৯৭৩ সালে বি.কম (ব্যাচেলর অফ কমার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।



আপন মেধা, যোগ্যতা ও কর্মোদ্যম গুণে কর্মজীবনে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ইউনাইটেড ব্যাংক সিলেট শাখায় জুনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। এরপর নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা বলে উত্তোরোত্তর পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন। তিনি ১৯৮৩ সালে জনতা ব্যাংকে অফিসার হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দেন। কিন্তু আলোকিত জীবন ও মানবকল্যাণের প্রতি কমিটেড ইকবাল আহমদকে ব্যাংকের কঠোর ধরাবাঁধা নিয়ম ও একঘেয়ে পরিবেশ বেশিদিন আটকে রাখতে পারেনি। ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে তিনি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মধ্যেখানে তার জীবনে নেমে আসে বিপদসংকুল বিষাদের ছায়া। আচমকা ঝড়ের তান্ডব এলোমেলো করে দেয় তার কাঙ্খিত চলার পথ। কিছু অসৎ কালো হাতের দৌরাত্ম্যে তিনি আর্থিকভাবে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হন। ছিটকে পড়েন জীবনের স্বাভাবিক গতি থেকে।

এতদ সত্ত্বেও জীবনের লক্ষ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। দৃঢ়চিত্ত আর অফুরান ত্যাগী মানসিকতা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সফলতার কাঙ্খিত মঞ্জিলের দিকে। অসীম ধৈর্য ও প্রচেষ্টার হাত ধরে আবারো ঘুরে দাঁড়ান জীবনযুদ্ধের ময়দানে। ধকল কাটিয়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন আবার। এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের মধ্য দিয়ে স্বপ্নচারিতায় যুক্ত হয় অভিজ্ঞতার নতুন পালক। কঠোর পরিশ্রম ও অবিচল মনোবৃত্তি তাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। একান্নবর্তী পরিবারের হাল ধরেন শক্ত হাতে। একে একে নিজ পরিবার ও আত্নীয়-স্বজনের এক বিশাল সংখ্যক সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে নিয়ে আসার দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেন অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠা-গুণে। শুধু এখানেই শেষ নয় এদের সবাইকে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সমূহ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। বর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের শতাধিক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

বহুমুখী কর্মকুশলতা ও মানবিক গুণের অধিকারী ইকবাল আহমদ মাহবুব প্রবাসে কেবল বিশাল সংখ্যক পারিবারিক সদস্যই নয়, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণে এক নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবক। প্রবাসী হওয়ার পর থেকেই সম্পৃক্ত হন বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। প্রবাসীদের সেবায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সময়, শ্রম ও মেধার বিনিময়ে দুর্দশাগ্রস্থ স্বদেশী অসংখ্য মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেন ষ নিজে গড়ে তুলেন অনেক কমিউনিটি সংগঠন ও কল্যাণমুলক সংস্থা ষ

ইকবাল আহমদ মাহবুব নিজের বিলাসী জীবনের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন স্বদেশ, স্বজাতির কল্যাণে। প্রবাসে স্বভাষা ও গৌরবময় ঐতিহ্য সুরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। তিনি এ পর্যন্ত ডজন খানেক কমিউনিটি সংগঠন ও মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন।

ইকবাল আহমদ মাহবুব জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউএসএ'র ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য ও ইলেকশন কমিশনার, ছাতক সমিতি ইউএসএ'র প্রাক্তন সভাপতি, ইউএসএ বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন্হর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আসাসাফা ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য, ইসলামিক কাউন্সিল অফ আমেরিকার ইলেকশন কমিশনার, ম্যানহাটান বাংলা-কালচারাল স্কুলের প্রেসিডেন্ট ও সিইও, দারুল উলুম আসাসাফা ইনস্টিটিউট্হর সভাপতি। এছাড়া তিনি পারিবারিকভাবে নিজের মায়ের নামে জনকল্যাণমূলক সংস্থা কমরুন্নেছা ট্রাস্টের সভাপতি।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে তার সৃজনশীল কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি The Assembly State of New York Proclamation, New York State Senate Proclamation, Mayor of Tower Hemlets, Mayor Chhatok pourashava, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি, ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনক প্রভৃতি সম্মাননা ও অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

আট ভাই ও তিন বোনের বিশাল পরিবারে তিনি দ্বিতীয় এবং আজ অবধি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছেন। পারিবারিক পরিসরে তিনি তিন কন্যা ও দুই পুত্রের গর্বিত পিতা। তার সহধর্মীনি সফিয়া আহমদ একজন আদর্শ গৃহিনী। তার শশুর বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা সাইদুল হাসান (রাহিমাহুল্লাহ)। তার জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহেদা আহমেদ সোমা, স্বামী বিশিষ্ট ব্যাংকার শেখ সামসুদ্দিন নেহাল, পুত্র বদরুদ্দোজা আহমেদ নোমান কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ইমরান আহমেদ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, কন্যা ফাহমিদা আহমেদ কেয়া ডক্টর অব মেডিসিন (ফ্লোরিডা), স্বামী বাহার মিয়া ডক্টর অব মেডিসিন, কন্যা সাজেদা শিফা আহমেদ (ডক্টর অব মেডিসিন অধ্যয়নরত)। উল্লেখ্য ইকবাল আহমদের অনুজ আব্দুল আজিজ সুনামগঞ্জ সমিতি ইউএসএ'র সহ সভাপতি ও মানিক আহমেদ জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউএস'র সাংগঠনিক সম্পাদক, সুফিয়া আলী ছাতক সমিতির নির্বাহী সদস্য, মনসুর আহমদ নুরুল্লাপুর দাখিল মাদ্রাসার প্রাক্তন সভাপতি, জ্যেষ্ঠ ভাই আলাল আহমদ সুনামগঞ্জ সমিতির সাবেক সদস্য।

ইকবাল আহমদ মাহবুব প্রবাসী বাংলাদেশীদের হৃদয়ে অফুরান প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে থাকুন অনাগতকাল, সুস্থতা, সমৃদ্ধি ও কর্মমুখরতায় আরও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠুক তার দীর্ঘ পথচলা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে এ প্রার্থনা।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

প্রসঙ্গ রাষ্ট্রধর্ম : সুদান যদি পারে, বাংলাদেশ কেন পারবে না?

প্রদীপ মালাকার

সুদান উত্তর আফ্রিকার নীল নদের অববাহিকায় তেল, গ্যাস স্বর্ণ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ১৯৫৬ সালে দেশটি ব্রিটিশ ও মিসরের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান প্রায় ৭০ ভাগ ও ৩০ ভাগ খ্রিস্টান ও অন্যান্য বহু জাতি, উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। দেশের উত্তরাঞ্চলে মুসলমানদের বসবাস ও তেল, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ সুদানে খ্রিস্টানদের বসবাস। স্বাধীনতার এক বছর আগে ১৯৫৫ সাল থেকেই দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দেশটিতে গৃহ যুদ্ধ চলে। গৃহযুদ্ধের মধ্যেই দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ইসমাইল আল আজহারি। তারপর ১৯৮৩ সালে আজহারিকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসেন গাফার নিমেরি এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েই তিনি পুরো সুদান রাষ্ট্রকেই একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে নূতন করে আবারও সংঘাত শুরু হয়।

১৯৮৯ সালে ৩০জুন কর্নেল ওমর আল বশির এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং ক্ষমতায় এসেই সকল রাজনিতিক দল নিষিদ্ধ ও ইসলামিক আইন চালু করেন। তিনি কঠোরভাবে দক্ষিণের খ্রিষ্টান বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং তার বিরুদ্ধে কয়েকটি গণহত্যার অভিযোগও আনা হয়। অবশেষে ২০০৫ সালে ৯ জুলাই গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান নামে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। অবশিষ্ট বৃহৎ ভূখন্ড সুদান ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামে এবং শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানেও একাধিক বিদ্রোহী ও ধর্মীয় গোষ্ঠী সংঘাতে লিপ্ত হয়। সুদানের ৮০ ভাগ মানুষ উত্তরের বৃহৎ ভূখন্ডে বাস করে। যার মধ্যে সকল ধর্ম ও উপজাতির বসবাস করে। ভাগাভাগির ফলে বেশীরভাগ খনিজ, গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র দক্ষিণ সুদানের ভাগে পড়ে এবং উত্তরের ভাগে কমই পড়ে। দীর্ঘদিন যাবত দেশটিতে সংঘাত বহাল থাকায় অর্থনীতিতে ধস নামে। মানুষ গরিব থেকে গরিব হতে থাকে। শরিয়া আইন বহাল থাকায় দেশে গণতন্ত্র ও মানবিধিকার লাঞ্ছিত হচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগও আসছে না।

কাজেই এই প্রেক্ষাপটে ওমর আল বশিরকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে আবারও সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে নেয়। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে ধর্মকে পৃথক করে সুদান। এজন্য তাদের ৩০টি বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। গত ১১ এপ্রিল সুদানে পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট গ্রুপের নেতা আব্দেল আজিজ আল-হিলু এবং প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লা হামদে এক চুক্তিতে সই করেন, যেখানে বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সুদানের জনগণ সব রকম অধিকার ফিরে পাবে। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। দেশবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রন ও আত্মবিশ্লেষনের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে নূতন সুদান ।

অপর দিকে প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায়, মিশরের আল সি সি সরকারও একই পথে হাঁটছে। কোন ও মুসলিম দেশকে তোয়াক্কা না করেই সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স, যিনি ভবিষ্যৎ সৌদি সিংহাসনের উত্তরসূরি, ইসলামের পীঠ ভূমিকে তিনিও ধর্মনিরপেক্ষতায় আনতে বদ্ধপরিকর হয়ে বেশ কিছু ইসলামী বিধিনিষেধ উঠিয়ে নিয়েছেন। মালির মত ছোট একটা দেশও সুদানের পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর জন্মলাভ করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান ধর্মীয় পরিচয়ে অগ্রসর হয়। শুরুতেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে অবজ্ঞা করে এবং দেশের ধর্মীয় সংখ্যালুগুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ১১ দফা, ৬৯-এর গণ অভুত্থান তিল তিল করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৩ বৎসরের শোষণ বঞ্চনা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর গণহত্যা শুরু করলে সকল ধর্ম, বর্ণ ও পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর



স্বাধীনতার ডাকে সারা দিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের যুদ্ধে ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম ও ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে।

১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ধর্মীয় রাজনউতিক দল ও ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। একই বৎসরের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফসল বাঙালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চার স্তম্ভকে সংবিধানে সংযোজন করে বঙ্গবন্ধু জাতিকে নূতন সংবিধান উপহার দেন। এর পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিচয়ে বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয়। মাত্র সাড়ে তিন বৎসর গণতান্ত্রিক শাসনের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে গুটি কতক বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা করত্তিক বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হন। বঙ্গবন্ধু নিহতের পর খন্দকার মুস্তাক দেশকে আবার পাকিস্তানী ভাবধারায় নিয়ে যান।

১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই সারা দেশে সামরিক আইন জারি এবং সামরিক ফরমান বলে সংবিধান থেকে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাতিল ঘোষণা করেন। পাশাপাশি জিয়াউর রহমান যুদ্ধাপরাধিদের বিচার বন্ধ করেন এবং জেলে আটক সকল যুদ্ধাপরাধীদের মুক্ত করে দেন। তিনি রহমানের মৃত্যুর পর জেঃ এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনিও জিয়ার রহমানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনিও স্বাধীনতা বিরোধীদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেন এবং আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। আর এভাবেই ৭৫র পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো তাদের ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে দীর্ঘ ২৫টি বৎসরে রাজনীতি ও সমাজকে সাম্প্রদায়িকরণ করা হয়েছে। ধর্মকে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়, ক্ষমতার অন্তরদ্ধন্দ্বে রাষ্ট্র কিংবা ধর্মীয় দলগুলো ধর্মান্ধতাকে উসকে দেয়। ফলে গণতন্ত্র ও মানবধিকার বিপন্ন হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, মুক্ত মনের মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

আমরা দেখিছি ২০০১ সালের ১০ অক্টোবরে নির্বাচনে জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের পুরো সময়ে সরকারি মদদে জোট সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, মন্দিরে, আগুন দেওয়া, লুটতরাজ, সম্পত্তি দখল, হত্যা, নারী ধর্ষণ ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। পাশাপাশি জোট আমলেই সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্তরূপ জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে। তারা সংখ্যালঘু আহমদিয়া সহ ভিন্ন মত পথের মানুষদের আক্রমণ করে। আওয়ামী দুই শাসনামলে ও সরকার দলীয় নামধারি কিছু ভুমিদস্যু ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী ও উপজাতিদের বাড়ি ঘর দখল ও তাদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ রয়েছে। এই সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ভিন্ন মতের মানুষদের ওপর জঙ্গিদেরে চাপাতি দিয়ে হত্যার প্রবণতা দেখা গেছে। সেই সাথে আওয়ামী শাসনামলেই ধর্মান্ধ রাজনীতির আরেকরূপ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা অজুহাত দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় বাড়িঘরে হামলা, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতনের মাধ্যমে দেশ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা। কাজেই এ সকলই ধর্মান্ধ রাজনীতির কুফল।

১৯৮৮ সালে জেঃ এরশাদ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। ঐ সময়ের বিরোধী দলীয় নেতা খালেদা জিয়া বলেছিলেন ধর্মের নামে জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছ। বিল পাশের প্রতিবাদে তিনি মিছিল মিটিং ও করেন। অপর বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনা বলেছিলেন সংবিধানের সংশোধনী জনগণ মেনে নিবে না। তিনি সকল প্রগতিশীল শক্তিকে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে এই সংশোধনী বাতিল করা হবে। কথা রাখেনি বঙ্গবন্ধু কন্যা ও জননেত্রী শেখ হাসিনা। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধানে ফিরে গেলেও কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করেননি। কেন বাতিল করেননি সে ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না। তবে অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক করেন মিত্র জাতীয় পার্টি ও ধর্মীয় দলগুলোকে খুশি রাখা জন্যই রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করা হয়নি।

সাম্প্রতিককালে অশোক সাহা নামে সুপ্রিমকোর্টের এক উকিল সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিল। আর এতেই সারা দেশেমৌলবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পরিশেষে উক্ত উকিল বাবু নোটিস তুলে নেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে জামায়াতে ইসলাম সহ সকল ধর্মান্ধ দল এবং আন্তর্জাতিক বাঁধা বিপত্তিকে থোরাই কেয়ার করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সফলভাবে সম্পন্ন করেন। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং গণতন্ত্র, প্রগতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী রাষ্ট্রধর্ম আইন বাতিলে বঙ্গবন্ধু কন্যার এখন অহিনা কেন? আফ্রিকার দেশ সুদান ৩০ বৎসরের ধর্মান্ধ রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে সুস্থ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে। তাহলে ৭৫র পরবর্তী ৩২ বৎসরের অধিক সময়ে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে পুরোপুরি ৭২-এর সংবিধানে কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় আমরা কেন ফিরে যেতে পারব না?

এখনো বাংলাদেশের মানুষ মনে করে বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রধর্ম বাতিলে তার বিভিন্ন সময়ে দেওয়া অঙ্গিকার রক্ষা করবেন। জাতি মনে করে বঙ্গবন্ধু কন্যা যে দুর্জয় সাহস ও মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে দুই স্পর্শ কাতর বিষয় বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পূর্ণ করেন, ঠিক একইভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের চোখ রাঙ্গানী উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে জাতিকে সঙ্গে নিয়ে অপর স্পর্শকাতর বিষয় রাষ্ট্রধর্ম বাতিলে সক্ষম হবেন। আগামী ভবিষৎ বংশধরদের জন্য নিরাপদ, সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত, বাংলাদেশ গড়তে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের বিকল্প নেই। আগামী দিনে বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে গণতান্ত্রিক ও একটি অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেবেন। এটাই জাতির আশা এবং সময়ের দাবী বলে মনে করছি।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

করোনা প্রতিরোধে মাস্কের বিকল্প নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে গোটা বিশ্ব টালমাটাল। এখন পর্যন্ত ভাইরাসটির কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় সতর্কতা আর সচেতনতাই একমাত্র উপায়। চিকিৎসকরা বলছেন, শীতের সময় দ্বিতীয় সংক্রমণের ঢেউ সুনামির মতো আছড়ে পড়বে। আর এ করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সর্তকতার বার্তা স্বরূপ চিকিৎসকরা বলছেন, প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মাস্কই এখন পর্যন্ত সেরা উপায়। পাশাপাশি ভিড় এড়িয়ে চলা এবং পরিচ্ছন্নতা মেনে চলার ক্ষেত্রেও জোর দিচ্ছেন তারা।

করোনার একেবারে শুরু থেকে বিভিন্ন দেশ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে লকডাউন কার্যকর করে। সেই সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে প্রায় সব দেশের সরকার। আর এই স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে মাস্ক ব্যবহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। গবেষকরা বলছেন, বেশিরভাগ ভাইরাস বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রেও এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই মাস্ক ব্যবহারের ফলে হাঁচি-কাশি থেকে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমতে পারে বলে মনে করেন গবেষকরা। মহামারি বা অতিমারি একবার হয়েই শেষ হয়ে যায় না। ঘুরে ফিরে আসে। মাস্ককে জীবনের অঙ্গ করতে পারলে ভবিষ্যতের মহামারিও আটকে দেয়া যাবে।

এ নিয়ে ভারতের বিখ্যাত কনসালট্যান্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ ঘোষ দস্তিদার বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধক টিকা বা সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আবিষ্কার হলেও সঠিকভাবে মাস্ক পরাকে আমাদের জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। ভ্যাকসিন এলেই যে নভেল করোনাভাইরাস ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। কোভিড-১৯-এর কার্যকর টিকা কবে আসবে এবং সবাই সেই টিকা নেওয়ার সুযোগ পাবেন কি না, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আছে।



তিনি বলেন, তার থেকে অনেক সহজ কাজ নিজেদের অভ্যাস পাল্টে ফেলা। এ ছাড়া টিকা এলেও মাস্ক পরার অভ্যেস ছাড়লে চলবে না। পোশাক পরার মতোই মাস্ককে সর্বক্ষণের সঙ্গী করে নিতে হবে। এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে। সিগারেট ছেড়ে দেওয়া যেমন কঠিন কাজ, কিন্তু মনের জোরে এই নেশা ছাড়লে লাভবান হওয়া যায়। তেমনই মাস্ক পরাকে মানুষের মজ্জাগত করে তুলতে পারলে কোভিড-১৯-এর মহামারিকে আটকে দেওয়া যাবে।

বিশ্বজিতের মতে, মানুষ অভ্যাসের দাস। একটু কষ্ট করে মাস্ক দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখলে ড্রপলেট-সহ সব সংক্রমণই প্রতিরোধ করা যাবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, চিকেন পক্স, টনসিলাইটিসের মতো সংক্রামক অসুখের ঝুঁকিও অনেক কমবে। মাস্ক পরার মূল উদ্দেশ্য বাতাসে ভেসে থাকা ভাইরাস আটকে দেওয়া। তাই মাস্ক পরাকে জীবনের অঙ্গ করে নিতে পারলে মানুষ অত্যন্ড়লাভবান হবেন বলে পরামর্শ বিশ্বজিতের।

ভারতের এক দল মেডিক্যাল শিক্ষার্থী বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল এলাকায় সমীক্ষা করে দেখেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন মাস্ক পরেননি। আবার যারা মাস্ক পরেছেন, তাদের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মাস্ক নাকের তলায়। ঠিক এই কারণেই লাগাতার লকডাউন করেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া আটকানো যাচ্ছে না।

করোনা বিধ্বস্ত বিশ্বে সংক্রমণ রুখতে সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হলেও বিপুল চাহিদার ফলে তার যোগান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। মেডিক্যাল মাস্কের অভাবে অসুবিধায় পড়ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদিকে সেই মাস্ক মুখে পরে ঘুরছেন সাধারণ মানুষ। একই অবস্থা এন ৯৫ মাস্কের ক্ষেত্রেও। জনসমাজে ধারণা তৈরি হয়েছে, বাড়িতে তৈরি কাপড়ের মাস্ক মোটেও ভাইরাস রোধে সক্ষম নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কাপড়ের মাস্ক, যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়, তাহলে সার্জিকাল মাস্কের মতোই সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম। এছাড়া, প্রাণঘাতি এ ভাইরাস মোকাবিলা করতে হলে ঘরে বাইরে সব জায়গাতে সতর্ক হতেও দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরের মানুষকে। এমন দূর্দিন টপকিয়ে সুদিনের দেখা পাবে বলেও মনে করেন মানুষ। সতর্কতা হিসেবে ভিড় এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কারণ সংস্থাটির মতে, ভিড়ের মধ্যে গেলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে যাওয়ার ঝুঁকি বাড় এবং অন্যদের থেকে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখাটাও সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, সংস্থাটি বলছে আমাদের আশেপাশে যেসব মানুষ থাকে তারাও যাতে ভালভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের আদব মেনে চলেন তাও নিশ্চিত করতে হবে।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, টার্কি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেন্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99¢
আয়োডাইজড সল্ট (২টি)	.99¢

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011



ভোটারদের সুসংহত হওয়ার আহ্বান ওবামার

(প্রথম পাতার পর)

আপনার এবং আপনার বন্ধুদের ভোট দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার সহজ উপায় হলো পরিকল্পনা করা। ভিডিওতে নির্বাচনের ব্যাটলগ্রাউন্ড হিসেবে উইসকনসিন, পেনসিলভেনিয়া, ওহাইয়ো ও ফ্লোরিডাসহ ২৪টি অঙ্গরাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমেরিকান ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ওবামা দেশটির রাজনীতিতে এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। এছাড়া তার স্ত্রী মিশেল ওবামারও রয়েছে নিজস্ব প্রভাব। তিনিও বাইডেনের সমর্থনে কাজ করছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায়

(প্রথম পাতার পর)

যুক্ত হয়ে গেল। এ পর্যন্ত নানা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশে ২০০টিরও বেশি ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ চললেও এর মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় ঢুকেছে ১৩৭টি, যার মধ্যে ৪৬টি মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর্যায়ে রয়েছে, বাকি ৯১টি আছে প্রাণীর শরীরে প্রয়োগের পর্যায়ে। ওই তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেকের একাধারে তিনটি ভ্যাকসিন ট্রায়ালের উপযোগী বলে সম্মতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জানা গেছে, তিনটি তিন ধরনের ভ্যাকসিন। এরই মধ্যে গ্লোব বায়োটেকের ব্যানকভিড নামের একটি ভ্যাকসিন প্রাণিদেহে প্রয়োগে সাফল্য পাওয়ার তথ্য জানানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। সর্বশেষ ওই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করার জন্য গ্লোব বায়োটেক ও আইসিডিডিআরবির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তিও হয়েছে।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) গ্লোব বায়োটেকের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. কাকন নাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, গত ১৫ অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্লোব বায়োটেকের ডি৬১৪জি ভেরিয়েন্ট এমআরএনএ, ডিএনএ প্লাসমিড এবং এডিনোভাইরাস টাইপ৫ ভেক্টর নামের তিনটি ভ্যাকসিনের নাম তালিকায় তুলেছে। এ ক্ষেত্রে জানানো হয়, গ্লোব বায়োটেকই বিশ্বের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা এককভাবে তিনটি ভ্যাকসিনের নাম তালিকাভুক্ত করতে পেরেছে।

গ্লোব বায়োটেকের প্রধান গবেষক ড. আসিফ মাহমুদ বলেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে আগেই এসংক্রান্ত একটি আবেদন জানানো হয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে।'

উল্লেখ্য, প্রথম গত ২ জুলাই নিজেদের উদ্যোগে করোনার ভ্যাকসিন তৈরির কথা জানান দেয় গ্লোব বায়োটেক। তাদের দাবি, মার্চ মাস থেকেই তারা আবিষ্কারের কাজ শুরু করেছিল। গ্লোবের চেয়ারম্যান সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জানান, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁরা জানুয়ারিতেই করোনার নিরাপদ টিকা উপহার দিতে পারবেন দেশ ও বিশ্বকে।

বিশ্ব করোনায় আক্রান্তের

(প্রথম পাতার পর)

করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ কোটি ৯৯ লাখ ৫৬ হাজার ৮৯৮ জন। একই সময়ে করোনায় মারা গেছেন ১১ লাখ ১৪ হাজার ৬২৭ জন। আর করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ কোটি ৯৮ লাখ ৮৫ হাজার ২১৭ জন।

বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৮১ লাখ ২ হাজার ১৩৩ জন। দেশটিতে মারা গেছেন ২ লাখ ১৯ হাজার ১৫৭ জন। ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতে করোনায় সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৭৪ লাখ ৩২ হাজার ৬৮০ জন। দেশটিতে ১ লাখ ১২ হাজার ৯৯৮ জন মারা গেছেন। তৃতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৫২ লাখ ২৪ হাজার ৩৬২ জন। মারা গেছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৭৫ জন। সংক্রমণের তালিকায় চতুর্থ রাশিয়া, আর্জেন্টিনা পঞ্চম, কলম্বিয়া ষষ্ঠ, স্পেন সপ্তম, ফ্রান্স অষ্টম, পেরু নবম ও মেক্সিকো দশম। করোনা সংক্রমণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭তম।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। ৯ জানুয়ারি চীনে করোনায় প্রথম কোনো রোগীর মৃত্যু হয়। যদিও এর ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ জানুয়ারি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগের নামকরণ করে 'কোভিড-১৯' করে ১১ ফেব্রুয়ারী। আর ১১ মার্চ করোনাকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশে করোনা রোগী প্রথম শনাক্ত হয় ৮ মার্চ।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে



আমরা বাংলায় কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

রোহিঙ্গা সংকট : সরগরম আন্তর্জাতিক রাজনীতি

থমকে আছে চীনের মধ্যস্থতার উদ্যোগ রোহিঙ্গা ফেরাতে নীরব ভারত ও জাপান হুমকির মুখে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিয়ে হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠছে। এই জাতিগোষ্ঠীকে স্বভূমে ফেরাতে চীন এক ধরনের কথা বলছে, ভারত একধরনের, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকা আরেক ধরনের কথা বলছে। চতুর্মুখী এসব কথার কারণে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি তেতে উঠেছে। এছাড়া সদ্য শেষ হওয়া 'কোয়েড' কনফারেন্সে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা, ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আয়োজনে রোহিঙ্গা সম্মেলনও নতুন মাত্রা দিয়েছে। অথচ এই সবকটি দেশই বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র। কিন্তু দেশগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সব প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। আর এই ফাঁকে রোহিঙ্গা শিবিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি বেড়েই চলছে। এতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

আইসিজে, ওআইসি, সৌদি আরব থেকেও রোহিঙ্গাদের ফেরাতে মিয়ানমারকে চাপ দেয়া হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট বাংলাদেশ সফর শেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলাও বলেছিলেন, রোহিঙ্গাদের ফেরাতে ভারত কথা বলবে। তবে মিয়ানমার বাংলাদেশের সঙ্গে একদিকে কূটনৈতিক ভদ্রতা বজায় রাখে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে ক্রমাগত মিথ্যাচার করে। ভারত, চীন, জাপান, আমেরিকা রোহিঙ্গা ফেরানোর কথা বললেও মিয়ানমারে তাদের বড় বিনিয়োগ থাকায় জোরেশোরে চাপ দিতে পারে না।



এ বিষয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশকে নিজের স্বার্থ দেখতে হবে এবং এই স্বার্থের জন্য কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে তা এখনই নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, রোহিঙ্গা নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় চাপ বাড়ছে। এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখনই বাংলাদেশকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো মুখের কথায় রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর কথা বললেও কৌশলগত কারণে তারা মিয়ানমারকে সমর্থন করছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরত নিচ্ছে না। বরং আগামী ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে যৌথভাবে এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং মিয়ানমার ইউনিয়ন ইলেকশন দেশটিতে 'এমভোটার ২০২০' নামে একটি নির্বাচনী অ্যাপস তৈরি করেছে। ওই অ্যাপসে প্রায় ৭ হাজার প্রার্থীর পরিচয় রাখা হয়েছে তাতে রোহিঙ্গাদের 'বাঙালী' হিসেবে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকেই জটিল করে তোলা হয়েছে।

এরকম পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন ইস্যুতে হালনাগাদ তথ্য নিতে মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকের প্রস্তাব করেছে চীন। গত ১১ অক্টোবর রোববার চীনের রাষ্ট্রদূত লি ঝিমিংয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, রোহিঙ্গা বিষয়টা আটকে রয়েছে। চীন যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপক্ষীয় একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চীনের দূতকে জানালাম, কোভিডের কারণে তো এর বৈঠক হচ্ছে না। এজন্য তিনি তখন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরা চীনকে জানিয়েছি, আমরা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন চাই। এখন অনেক প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের এখানকার সমাজে একত্রীকরণের বিষয়ে বলছে। আমরা বিষয়টি চাই না।

তিনি বলেন, চীন আমাদের সঙ্গে একমত, সর্বপ্রথম ইস্যু হচ্ছে প্রত্যাবাসন। রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার বিষয়ে রাজি হয়েছে মিয়ানমার। কিন্তু নিচ্ছে না। চীন এ বিষয়ে মিয়ানমারকে চাপ দিতে পারে। চীনা রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে আর মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চিকে থাকতে হবে। এর জবাবে চীন জানিয়েছে, এখন মিয়ানমারের নির্বাচন হওয়ায় রোহিঙ্গা ইস্যুটি চাপা পড়ে গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, শেষ দফায় ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানে জোর দিয়ে আসছে চীন। এরই অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক ডেকেছিল চীন। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে প্রত্যাবাসন শুরুর জন্য ত্রিপক্ষীয় একটি কমিটিও হয়। কিন্তু কয়েক দফা বৈঠক ছাড়া ওই কমিটির কোনো অগ্রগতি নেই। ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের একটি দিন ঠিক ছিল। কিন্তু রাখাইনে প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় রোহিঙ্গারা ফিরতে চায়নি। এ কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের দ্বিতীয় দফার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান বিশেষ করে প্রত্যাবাসনে কোনো অগ্রগতি নেই। থমকে আছে চীনের মধ্যস্থতার উদ্যোগও। পাশাপাশি, কক্সবাজার থেকে রোহিঙ্গাদের সরিয়ে ভাসানচরে নেয়ার সরকারি উদ্যোগও থেমে আছে। বিদেশি কয়েকটি এনজিও রোহিঙ্গাদের সরাতে নিরুৎসাহিত করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানেও রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক ধরনের রাজনীতি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চীনের উদ্যোগের মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানে একদিনের সফরে গত ৪ অক্টোবর মিয়ানমার গিয়েছিলেন। ওইসময় তারা মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ও বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিবিরে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতার হুমকি নিয়ে আলোচনা করেন। ওই সফর শেষে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়ে জানায়, বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ও সেনাপ্রধান তাদের সদ্যসমাপ্ত মিয়ানমার সফরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে সে দেশের নেতৃত্বকে সরাসরি আহ্বান জানিয়েছেন। নভেম্বরে মিয়ানমারে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের আগেই অন্তত কিছু রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে ভারত।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে ভারত, চীন, জাপান- কেউই আন্তরিকভাবে মিয়ানমারকে চাপ দেবে না। কৌশলগত কারণে শুধু মুখে মুখে রোহিঙ্গা ফেরানোর কথা বলছে। কারণ দেশগুলোর বড় বিনিয়োগ রয়েছে মিয়ানমারে। এজন্য রোহিঙ্গাদের ফেরাতে বাংলাদেশকেই নিজের মতো করে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। একইসঙ্গে আগামী ৫ থেকে ১০ বছর রোহিঙ্গাদের নিয়ে কী করবে বাংলাদেশ সে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও আগামী ২২ অক্টোবর রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জাতিসংঘকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছে সেখানেও বাংলাদেশকে অংশ নিতে বলেছেন সাবেক কূটনীতিকরা। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলাদেশ একমত না হওয়ায় বৈঠকে অংশ নাও নিতে পারে বাংলাদেশ।

গত ১৪ অক্টোবর বুধবার এক অনলাইন আলোচনায় যুক্ত হয়ে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে যেকোনো মিটিংয়ে যোগ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে অবশ্যই বাংলাদেশের অংশ নেয়া উচিত। শুধু অংশ নেয়াই নয়, শক্তভাবে বাংলাদেশ অবস্থানও জানানো উচিত। তারমতে, বাংলাদেশকে বুঝতে হবে কোনো চাপেই মিয়ানমার পরিবর্তন হয়নি। কাজেই বাংলাদেশকেও এখন ওইরকম শক্ত পরিকল্পনা করতে হবে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সরগরম আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে ক্যাম্পে অস্ত্র ঠেকানো যাচ্ছে না। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এত অস্ত্র আসল কোথা থেকে? ভবিষ্যতে এই অস্ত্র যে বাংলাদেশের দিকে তাক করা হবে না-তা কে বলতে পারবে? কাজেই এখন থেকেই বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান নেয়া উচিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাব এনাম খান বলেন, ওআইসি, আইসিজে এবং সৌদি আরব রোহিঙ্গা ফেরাতে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু তাতে কি রোহিঙ্গাদের ফেরানো সম্ভব হচ্ছে? আমরা কি রোহিঙ্গাদের ফেরাতে চাপ দিতে পারি না- প্রশ্ন এই অধ্যাপকের।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, সম্প্রতি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যেসব অস্ত্র পাওয়া গেছে তার ধরন মিয়ানমারের দুয়েকটি প্রদেশে ব্যবহৃত অস্ত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায়ও একই ধরনের অস্ত্র রয়েছে। কাজেই এর যোগসূত্র অনেক গভীরে। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা শিবিরে এখনই অস্ত্রের ঝনঝনানি থামাতে হবে, নতুবা সামনে আরেক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে বাংলাদেশ।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.

* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801, Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

"দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনের জন্য পর্যাপ্ত

(৩ পাতার পর)

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের সফলতার কথা তুলে ধরে চলমান মহামারির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ 'জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই)' চালু করেছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারি দারিদ্র্য বিমোচনের গতিকে শ্লথ করতে পারে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা এ বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী সময়ে পুনরায় বাংলাদেশকে আগের ভালো অবস্থায় ফিরে যেতে রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বেসরকারি খাতের অর্থায়নের উৎসসমূহকে পূনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হতে পারে তা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বর্তমানে বিদ্যমান বিশেষ ও আলাদা সুবিধা এবং বিশেষ সহায়তা বর্ধিত একটি সময় পর্যন্ত বজায় রাখার অনুরোধ জানান।

ডিজিটাল বিভাজন নির্মূলে অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উৎপাদনশীল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, মন্তব্য করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে করোনা মহামারি ও জলবায়ু সঙ্কটের মতো দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বাংলাদেশের এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জাতীয় প্রচেষ্টায় সমর্থন জোগাতে আরও বাড়তি অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি। কোভিড-১৯ মহামারিতে প্রবাসী কর্মীগণ যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তার উদাহরণ টেনে রেমিট্যান্সের প্রবাহ হ্রাস ও অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের মতো নেতিবাচক বিষয়গুলো সমাধান করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শারদীয় দূর্গা পূজার

(৪ পাতার পর)

উৎসব হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বগুড়া এবং অন্যান্য জেলায়ও ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হয় এবং সরকারীভাবে এক দিনের এবং হিন্দুদের জন্য তিন দিনের ছুটি ঘোষনা করা হয়। বিদেশে যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জামার্নী, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি, টোবাকো, কুয়েত সহ বিশ্বের বহু দেশে অভিবাসী হিন্দুদের বা বাঙালী হিন্দুদের নানা সংগঠন এই উৎসব পালন করে থাকে। ২০০৬ সালে মহা দূর্গা পূজা অনুষ্ঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গে এই পূজাকে শারদীয় পুজা, শারদোৎসব, মহা পূজা, মায়ের পূজা, ভগবতী পূজা এবং বসন্তকালে বাসন্তী পুজা বা অকালবোধন হিসাবে উৎযাপন করা হয়। বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ–এ দূর্গা পূজা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালায়, হিমাচল প্রদেশ, মহীশুর, তামিলনাড়ু , অন্ধ্র প্রদেশে এ পূজাকে নবরাত্রি পূজা বলা হয়।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে (১৭৬৭) দূর্গা পূজা হত বলে লোকমুখে শোনা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন দেবী দূর্গার যা সংস্কারের ফলে মূল চেহেরা হারিয়েছে। মন্দিরের প্রাচীন গঠনশৈলী বৌদ্ধ মন্দিরের মত। ধারনা করা হয়, দশম শতকে এখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল–যা পরে সেন আমলে হিন্দু মন্দির হয়েছিল এবং ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত। ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রমনায় কালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত।

তথ্য সূত্রঃ

১.দূর্গা পূজা, উইকিপিডিয়া, ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া

২.বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস, জে.এম. বেলাল হোসেন সরকার, আনোয়ারুল হক মজুমদার, আবদুল আউয়াল

৩. ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, মুনতাসীর মামুন

লেখক: যুব উন্নয়ন অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

(লেখকের ফেসবুক থেকে সংগৃহিত)

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী

(প্রথম পাতার পর)

স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২৩ বছর বয়সী সাবাহ হাফিজ একজন উঠতি মডেল ছিলেন। ঘটনাস্থলে গিয়েও পুলিশ তাকে বাঁচাতে পারেনি। খবর অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্য এবিসির। জানা গেছে, প্রতিবেশী এক নারীর কল পেয়ে সিডনি পুলিশ ওয়েস্টওর্থভিল এলাকায় লেন স্ট্রিটে যায়। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে সাবাহর ২৪ বছর বয়সী স্বামী অ্যাডাম কিউরটনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, গ্রেফতার করে তাকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। এ সময় তাকে বেশ রাগান্বিত দেখাচ্ছিল এবং স্ত্রীর নামে চিৎকার করছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রী সাবাহকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন কিউরটন। এ ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থী শায়লা হক তানজু জানান, সাবাহ হাফিজ ছিলেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। অস্ট্রেলীয় ছেলেকে বিয়ে করায় সম্ভবত বাবা-মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। এদিকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এ তরুণীর বাবা সোনাহ হাফিজ জানান, কিউরটনের সঙ্গে তার কখনো দেখা হয়নি। কয়েক বছর আগে তারা বিয়ে করেন বলে তিনি ধারণা করছেন।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

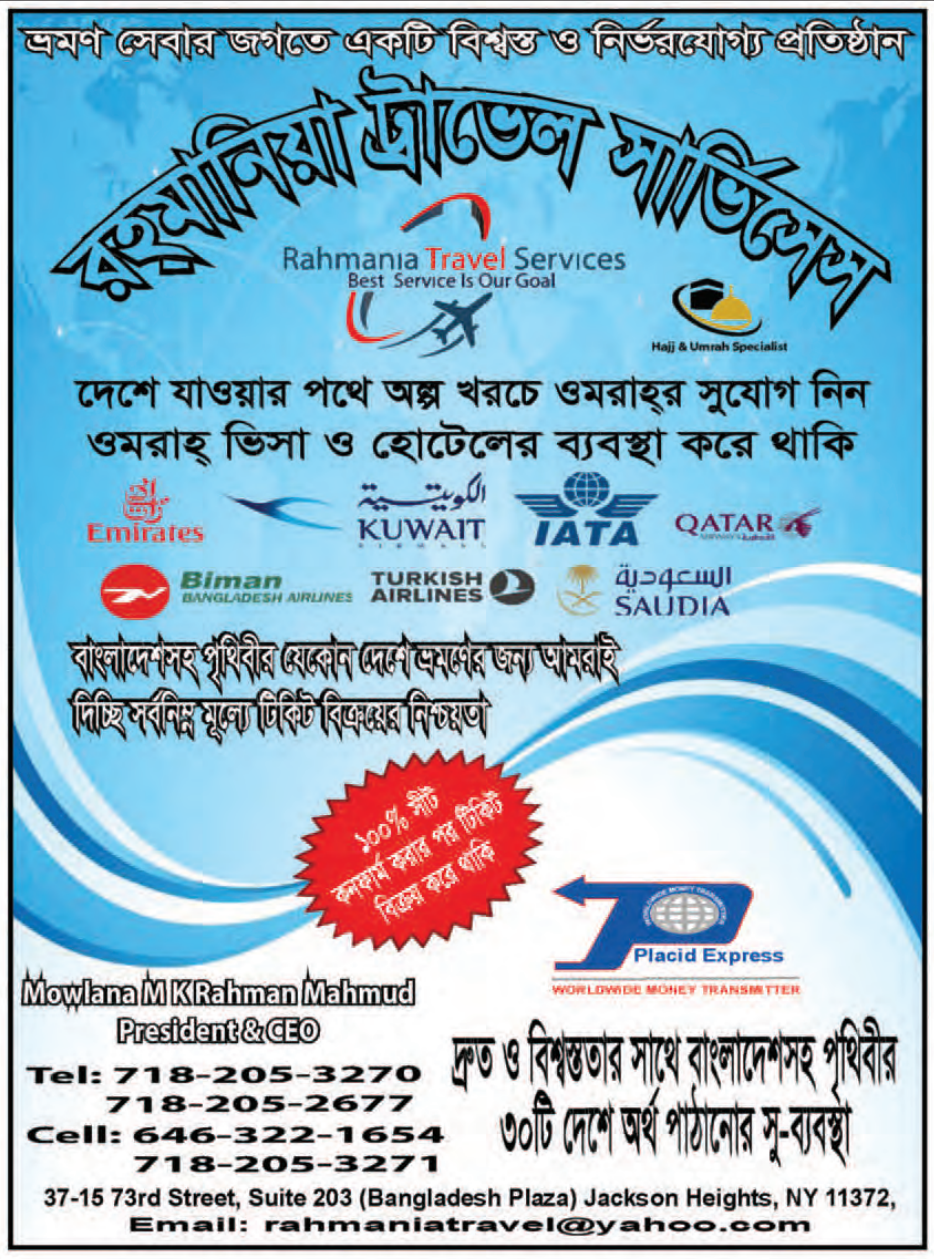
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ



আবদুল মান্নান

ব্রিটিশ সাপ্তাহিক 'দ্য ইকোনমিস্ট' আমার একটি প্রিয় পত্রিকা, বিশেষ করে অর্থনীতি বিষয়ক তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য। রাজনীতি নিয়ে যখন দ্য ইকোনমিস্ট কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে সাধারণত তাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তখন তারা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনীতিকে 'দুই বেগমের লড়াই' হিসেবে আখ্যায়িত করে। পত্রিকাটির চলতি সংখ্যা কভিড-১৯ মহামারি পরবর্তীকালের বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। প্রতিবেদক হেনরি কার লিখেছেন, বিশ্ব গড় অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ সংকুচিত হবে। অথচ বিশ্ব মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার আগে ধারণা করা হয়েছিল চলতি বছরে বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে, সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের মন্দাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সারা বিশ্বে কয়েক কোটি মানুষ বেকার হবে, আনুমানিক ৯ কোটি মানুষকে হতদরিদ্র সীমার নিচে নিয়ে যাবে। চীনে যখন বছরের শুরুতে কভিড-১৯ মহামারি তাদের হুবাই প্রদেশের উহান শহরে আঘাত করে তখন চীন তাত্ক্ষণিক তাদের এই শিল্প শহরকে লকডাউন করে দেয়। তাদের এই ব্যবস্থাকে পশ্চিমের অনেক দেশ, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনও আছে, এই বলে ঠাট্টা করে যে এমন একটি হঠকারী ব্যবস্থা শুধু চীনের মতো এক-নায়কতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। এমনকি সেই সব দেশের অনেক গবেষকও এমন ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন এই মহামারি দ্রুত ইউরোপে ছড়াতে থাকে, তখন এসব দেশের টনক নড়ে এবং তারাও চীনের অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে শুরু করে, যদিও তত দিনে তাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। চীনের দ্রুত ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থনীতিতে সবার আগে গতি ফিরেছে। দ্য ইকোনমিস্ট আরো মন্তব্য করেছে, এই মহামারির ফলে বছর শেষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্বের উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো। ব্যাপকহারে বাধাপ্রাপ্ত হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। চীন বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর যেহেতু চীনকে বলা হয় বিশ্বের কারখানা, কারণ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ চীনে তৈরি হয়, এমনকি অনেক দেশের নানা ধরনের শিল্পপণ্য চীনে সংযোজনও হয়, সেই চীন যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে ছিটকে পড়ে, তাহলে বিশ্ব বাণিজ্যই ঝুঁকিতে পড়বে। বাস্তবে ঠিক তেমনটিই ঘটেছে, যে কারণে বিশ্বের অনেক নামিদামি প্রতিষ্ঠান চীন থেকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে ফেলছে। দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন পড়ে শেষ করার আগেই মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে প্রকাশ করল, তাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, যা এই অঞ্চলের অনেক বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদকে হতবাক করে দিয়েছে। আইএমএফ তাদের প্রতিবেদনে বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আসবে ৩.৮ শতাংশ, যা বিশ্বের তৃতীয় আর এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সময়ে বিশ্বের মাত্র ২৩টি দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যোগের ঘরে থাকবে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে শুধু গায়ানা ও দক্ষিণ সুদান। এই দুটি দেশ বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম ঘনবসতিপূর্ণ আর সেখানে কভিড-১৯-এর প্রকোপ ছিল কম। এ পর্যন্ত গায়ানায় মহামারিতে মৃত্যু হয়েছে ১০৬ জনের আর দক্ষিণ সুদানে মাত্র ৫৫ জনের। আইএমএফ তাদের পূর্বাভাসে আরো বলছে, ২০২০ সালে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে মাইনাস ১০.৩ শতাংশ, পাকিস্তানের মাইনাস ০.৪ শতাংশ। চলতি বছরে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জিডিপি হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে যাবে। যেখানে ভারতের হবে এক হাজার ৮৭৭ মার্কিন ডলার, সেখানে বাংলাদেশের হবে এক হাজার ৮৮৮ মার্কিন ডলার। অথচ গত পাঁচ বছর ভারতের মাথাপিছু জিডিপি আয় বাংলাদেশের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি ছিল। এসব ঘটছে যখন চলতি মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ৪.৪ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে ধারণা করা হয়। ভারতের গড় মাথাপিছু জিডিপির হিসাবে পিছিয়ে থাকলেও দেশটি ক্রয়ক্ষমতা সমতার হিসাবে (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি) বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে আছে। এই সংখ্যা যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার ১৩৯ মার্কিন ডলার হিসাব করা হয়েছে, সেখানে ভারতের হবে ছয় হাজার ২৮৪ মার্কিন ডলার। পরের বছর ভারতের পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবে বলে আইএমএফের ধারণা। অর্থনীতিতে অনেক কিছুতেই স্থিতাবস্থা বজায় থাকে না, যে কারণে অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি সাধারণ বাক্য হচ্ছে 'অন্যান্য সব কিছু স্থিতাবস্থায় থাকা সাপেক্ষ' (ড়ঃযবৎ ঃযরহমং ৎবসধরহরহম ঃযব ংধসব)। সুতরাং ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক, যেকোনো অর্থনীতি আলোচনার সময় তা সাবধানে করা ভালো। তার অর্থ বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনকে কোনো অবস্থায়ই হালকা করে দেখার নয়। তবে অর্জনকে ধরে রাখা ও তার সঙ্গে নতুন নতুন অর্জন যোগ করার মধ্যে বাহাদুরি বেশি। আনন্দের খবর হচ্ছে, এ দেশের মানুষ তা করতে শিখেছে।

এই পর্যন্ত একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা মহামারিকালে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সব সময় বাংলাদেশের অর্জন ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছে। যদিও তাদের দেওয়া সংখ্যা একটার সঙ্গে অন্যটার ভিন্নতা থাকে, যা স্বাভাবিক। আইএমএফের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারত ও বাংলাদেশে তা নিয়ে বেশ আলোচনা ও লেখালেখি হচ্ছে। দুই দেশের দুই দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতের বিশ্লেষকরা প্রশ্ন করছেন, কী করে ভারতের অর্থনীতির এই করুণ দশা হলো? এসব আলোচনা যত না অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়, তার চেয়ে তাতে বেশি থাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা বিষয়টাকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন বেশি। তাঁরা এই ঘোর দুর্যোগকালে বাংলাদেশের এই অর্জনের পেছনের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এবং এ-ও বলেছেন, বাংলাদেশের অর্জন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, তবে তাকে ধরে রাখা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং।

মহামারির এই কঠিন সময়েও বাংলাদেশের এই বিশ্বস্বীকৃতি অর্জনের পেছনে কারণ অনুসন্ধান করার জন্য আইনস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অর্জনের পেছনে আছে এ দেশের মানুষের হার না মানা চরিত্র, যা তারা একাত্তরে দেখিয়েছে। এরপর আছে দেশের নেতৃত্ব। এই দুটি বিষয় পরে আলোচনা করছি। একসময়ের কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশ বর্তমানে তার অর্থনীতি সচল রাখার জন্য আরো কিছু খাতকে ওপরে তুলে এনেছে। যদিও এখনো কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিশ্বের অনেক দেশে কৃষিপণ্য আবাদ হয় না নানা কারণে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে কোনো কৃষিপণ্য উৎপাদন হয় না পানি ও উর্বর জমির অভাবে। উত্তর গোলার্ধের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা আর কয়েক সপ্তাহ পর বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। সেখানে তখন কোনো কৃষিপণ্য আবাদ হবে না। এসব দেশ শীতকালে কৃত্রিম গ্রিনহাউস তৈরি করে কিছু শাক-সবজি উৎপাদন করে, যার উৎপাদনব্যয় হয় আকাশচুম্বী। আফ্রিকার অনেক দেশে ভালো জমি আছে, বৃষ্টি হয় ভালো, কিন্তু সেখানকার মানুষ জমি আবাদ করতে জানে না। তানজানিয়া তার একটি উত্কৃষ্ট উদাহরণ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এই মহাদেশের অনেক স্থানে সেখানকার মানুষকে জমি চাষ করতে শেখাচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলো প্রাকৃতিকভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদন করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু আবার এসব দেশের অনেকগুলোতেই সমতল ভূমি নেই, যেমন জাপান। আবার একটা দেশ যখন কোনো কৃষিপণ্য উৎপাদন করে তার উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে রেখে দেয়। নিজের পেট ভরলে তারপর অন্যের চিন্তা। বিশ্বে যত খাদ্যপণ্য উৎপাদন হয়, যেমন–চাল বা গম তার অল্প পরিমাণ আন্তর্জাতিক বাজারে আসে। চালের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৪ শতাংশের বেশি নয়। আবার কোনো কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে তা-ও আসে না। তখন টাকা দিলেও খাদ্য পাওয়া কঠিন। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে তা এই দেশে হয়েছিল। শেখ হাসিনা পিতার মতো এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে কৃষির ওপর নজর দিতে হবে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে তিনি সারের দাম অর্ধেক করে দিয়েছিলেন। ডিজেলের ওপর ভর্তুকি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় প্রায় চার গুণ চাল উৎপাদন করে। এই বছর যদিও দেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যায় ডুবে গিয়েছিল, ফসলের বেশ বড় ক্ষতি হয়েছিল, তথাপি ২০১৯-২০ অর্থবছরে তিন কোটি ৮৯ লাখ টন চাল উৎপাদন করেছে বাংলাদেশের কৃষক। চাল উৎপাদনকারী শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে তৃতীয়, যা আগে ইন্দোনেশিয়ার দখলে ছিল। গম ও ভুট্টার ফলনও ভালো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বোরোর উৎপাদনও ভালো হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা উৎপাদন নয়, বরং সঠিক বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। দেশে খোলাবাজারে চালের দাম যতই বাড়তি থাকুক কৃষক প্রায়ই তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। চালের সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন মিলমালিক, আড়তদার আর পাইকাররা। তাঁরা সবাই মিলে একটি সিন্ডিকেট।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে। মহামারি শুরুর প্রথম দিকে এই খাতসহ সমগ্র রপ্তানি খাত বেশ বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিল, কারণ আমদানিকারক দেশগুলোর বেশির ভাগই মহামারিতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। সব ধরনের বন্দর বন্ধ। চারদিকে এক ধরনের হায় হায় রব। এর মধ্যে এসব দেশে যে বাংলাদেশিরা কাজ করত তারা দলে দলে দেশে ফেরা শুরু করেছে। দেশের সব তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এগিয়ে এলো সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে। মাস দুয়েকের বিরতি দিয়ে আবার কারখানা খুলল, শুরু হলো রপ্তানি। বর্তমানে এই খাত অনেকটা তার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। শুধু পোশাক নয়, অন্যান্য রপ্তানি পণ্যও বিদেশ যাওয়া শুরু করল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের আর চীনের সঙ্গে ভারতের বৈরী সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কিছুটা সুবিধা পেয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ৪৫.৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করেছে। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি সাড়ে ১৬ কোটি হয়, তাহলে দেশের প্রতিজন মানুষের ভাগে পড়েছে ২৭৫ মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৭০ ডলার আর জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি।

যেসব বাংলাদেশি শ্রমিক বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছিল, তারা নিজেদের কাজে ফিরতে শুরু করেছে। তাদের ছাড়া ওই সব দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেকটা অচল। কারণ ওই সব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংখ্যাটি নিম্নগামী হওয়ায় সেই সব দেশে অনেক শ্রমঘন কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রচন্ড ঘাটতি। বিদেশ থেকে শ্রমিক না গেলে ইউরোপের বা অনেক আরব দেশের রাস্তায় ট্যাক্সি চলবে না, রেস্টুরেন্ট খুলবে না, খুচরা পণ্য বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হবে অনেক সেবা খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, বিদেশে কর্মরত আমাদেও শ্রমিকদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর মাসে ১৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা (১৮২ বিলিয়ন) পেয়েছে, যা আগের মাসের তুলনায় প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, যা আগামী ছয় মাসের আমদানি খরচ মেটাতে সক্ষম।

বাংলাদেশের এই অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে অন্যতম কারণ শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকে সামনে রেখে দেশের জন্য ২০২১ রূপকল্প তৈরির দিকে নজর দিয়েছিলেন। নেতা হতে গেলে দূরদৃষ্টি বা ভিশন থাকতে হয়, যা বঙ্গবন্ধুকন্যার আছে। এরই মধ্যে তিনি তাঁর কাজ দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। মহামারি শুরু হওয়ার পর পর দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষার জন্য তিনি যে কটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা এখন ফল দিচ্ছে। তবে এটাও ঠিক সরকারের প্রশাসনযন্ত্রকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করা যেত, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো অনেক ওপরে উঠতে পারত। বর্তমান অর্জনকে ধরে রাখতে হলে প্রথমে প্রশাসনসহ সব ক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্য ভারতকে টেক্কা দেওয়া নয়। ভারত একটি জটিল ও বহুমাত্রিক দেশ। সেই দেশের গন্তব্য কী হবে তা সে দেশের নীতিনির্ধারকরা ঠিক করবেন। এইচএসবিসি ব্যাংক তাদের এক গবেষণায় বলেছে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। তেমনটা যদি হতে হয়, তাহলে বাংলাদেশকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি হাঁটতে শিখতে হবে আর তার জন্য চাই মানবসম্পদ উন্নয়নে আরো বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ। বর্তমানে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা উপরিকাঠামো যেভাবে উন্নত হচ্ছে তা অচিরেই ইতিবাচক ফল দেবে। দেশে আরো বেশি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা জরুরি। মহামারি পরবর্তীকালে চীন থেকে অনেক বিদেশি কম্পানি নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আসার তেমন একটা আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। কারণ এ দেশে এসব শিল্পে কাজ করার জন্য দক্ষ জনশক্তির এখনো প্রচন্ড ঘাটতি রয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পরীক্ষা ও সনদনির্ভর। সেখান থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বের করে আনতে হবে।

দেবদ্বীপ পুরোহিত ভারতের ডেইলি টেলিগ্রাফের একজন অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদক। তিনি ২০১৯ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর এক নিয়মিত বিশ্লেষণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করতে গিয়ে শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন 'বাংলাদেশ আর কখনো একজন শেখ হাসিনা পাবে না।' এবারও তিনি বাংলাদেশের মহামারিকালীন অর্জন সম্পর্কে টেলিগ্রামে লিখতে গিয়ে অনেকটা একই কথা বলেছেন এবং আরো বলেছেন এই অগ্রগতি জিইয়ে রাখতে হলে বাংলাদেশকে ২০০৯-পূর্ববর্তী রাজনীতিতে ফিরে গেলে চলবে না। বাংলাদেশের এই সময়ের অর্জনে নিশ্চয় দেশের মানুষ গর্বিত, তবে যেতে হবে অনেক দূর, যা সহজ নয়, তবে সম্ভব।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক



রোববার নিউইয়র্কে সীরাত কনভেনশন

(শেষের পাতার পর)

প্রেমিকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নেতৃবৃন্দ। কমিটি বিশ্বনবী (সা:) প্রেমিকদের সকলকে সাথে নিয়ে এবারের গুরুত্বপূর্ণ সীরাতুননবী কনভেনশন সফল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে গত ৯ অক্টোবর শুক্রবার, ইন্টারনেশনাল ইউনাইটেড সীরাহ কনভেনশন-২০২০ উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা আমেরিকান মুসলিম সেন্টারে (এএমসি) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ দিক নির্দেশনামূলক মতামত দেন আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের সভাপতি এবং হাজী ক্যাম্প মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, এ.এম.সির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এবং দারুল উলুম নিউইয়র্কের মুদাররিস আবদুল্লাহ কামাল আল আজহারি, ম্যানহাটন আসসাফা মসজিদের ইমাম ও খতিব রফিকুল ইসলাম, ইয়র্ক বাংলা'র সম্পাদক রশিদ আহমেদ, দারুল উলুম ওয়াত তারবিয়াহর পরিচালক হামিদুর রহমান আশরাফ, দারুল কোরান ওয়াস সুন্নাহর মুদাররিস মুফতি ওবায়দুললাহ আওয়াল, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট রশিদ জামিল, গত নির্বাচনে কংগ্রেশনাল পদপ্রার্থী মিজান চৌধুরী, হাজী ক্যাম্প মসজিদের রিলিজিয়াস টিচার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মৌলানা মনজুর করিম, জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, এ.এম.সি'র আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা বাকি বিল্লাহ, ইমাম আতাউর রহমান এবং ডাইরেক্টর ফয়সাল নেওয়াজ, আবুল কালাম আজাদ, শরিয়ত উল্লাহ প্রমুখ।

নিজেকে নির্দোষ দাবি অভিযুক্ত হাসপিলের

(৪৬ পাতার পর)

ডিগ্রি হত্যায় তিনি দায়ী নন বলে দাবি করেন হাসপিল। উল্লেখ্য, চলতি বছরের গত ১৪ জুলাই ফাহিমকে তার অ্যাপার্টমেন্টে শিরচ্ছেদ ও হাত-পা কেটে ফেলার অভিযোগ আনা হয় হাসপিলের বিরুদ্ধে। খবর সিএ-নএন/ইউএনবি।

ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ম্যানহাটনের স্টেট কোর্ট জজের আদালতে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মামলার শুনানি আগামী ১১ জানুযারী পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। কথা কাটাকাটি বা তাৎক্ষণিক রাগের বশে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে সেকেন্ড ডিগ্রি এবং পরিকল্পিতভাবে যে হত্যা করা হয় তাকে ফার্স্ট ডিগ্রি হত্যাকান্ড বলে অভিহিত করা হয়।

চাঞ্চল্যকর ফাহিম হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া হাসপিলকে গত ১৭ জুলাই হেফাজতে নেয় স্থানীয় পুলিশ এবং এ সংক্রান্ত মামলায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সালেহের কয়েক হাজার ডলার অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে বলে জানায় পুলিশ। স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে তখন বলা হয়, হাসপিল নিনজা মাস্ক, স্যুট এবং টাই পরে সালেহকে বারবার বুকে ছুঁড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে এবং পরে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে তার লাশ টুকরো করে।

পুলিশের তথ্য মতে, ফাহিমের ব্যক্তিগত সহকারী থাকাকালীন মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেন হাসপিল। বিষয়টি জানার পরও তার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ না করে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন ফাহিম। কিন্তু আত্মসাৎ করা ওই অর্থ ফেরত না দেয়ার উদ্দেশ্যেই ফাহিমকে হত্যা করা হতে পারে বলে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশী বাবা-মায়ের সংসারে জন্ম নেয়া প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ফাহিম সালেহ পরবর্তীতে পরিবারের সাথে নিউইয়র্কে চলে আসেন। এখানেই তার বেড়ে ওঠা ও পড়াশুনা। পড়াশুনা শেষে ফাহিম সালেহ নিউইয়র্কেই বসবাস করতেন।

ফাহিম সালেহ ২০১৪ সালে ঢাকায় গিয়ে প্রযুক্তি-ভিত্তিক বেশ কিছু ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অনেকগুলো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও 'পাঠাও' উদ্যোগটি তাকে সফলতা এনে দেয়। শুরুতে শুধুমাত্র পণ্য পরিবহন সার্ভিস নিয়ে কাজ করলেও পরবর্তীতে রাইড শেয়ারিং সেবা চালু করে পাঠাও।

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেষ্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

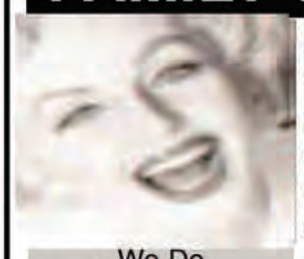
ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশঃ সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশঃ বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগঃ
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোনঃ ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোনঃ ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

গৌতম দাস

ভারতের স্বার্থে আটকা পড়ছে আমেরিকা!



আমেরিকান ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট বা উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন বিগানের দু'দিনের বাংলাদেশ সফর শেষ হয়েছে। এ নিয়ে প্রথম মন্তব্যটা হলো, এতে তাৎক্ষণিক কোনো ফল আসেনি বা আসছে না তা বোঝা গেছে। কিন্তু এর মানে কি আগামীতে আসবে? না। সেটিও একেবারেই অনিশ্চিত এবং সম্ভবত, না। বরং এশিয়ায় আমেরিকা এক চির-অথর্ব শক্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে আপাতত, আমেরিকার দিক থেকে বললে তারা যে ফলাফলের আশায় আর যে বুঝাবুঝিতে বাংলাদেশকে রাজি করানোর পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল তা তাৎক্ষণিক ফল দেয়নি, মানে কাজ করেনি। এ যাত্রায় তাতে দেরি হবে, সময় লাগবে এমনকি কখনো না-ও হতে পারে। এখন আমেরিকা যদি একটা ইতিবাচক ফল চায় তবে এই রাস্তায় হবে না। ভিন্ন রাস্তা ও কৌশল ধরতেই হবে। তাহলে কী হবে এখন?

ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে আলাপ হয়েছে নাকি-আলাপ হয়নি:

'ইন্দো-প্যাসিফিক' জিনিসটা কী? স্ট্রাটেজি নাকি নেশনস বা ভিশন অথবা জোট বা সমিতি? আজও তা আমেরিকাও জানে না। তবু ভারতের মিডিয়াকে অনুসরণ করে এবার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি (বা সংক্ষেপ করে আইপিএস) বলতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের কিছু প্রো-ইন্ডিয়ান মিডিয়াকে। খোদ আমেরিকাই এখনো একেক সময় একেকটা শব্দ ব্যবহার করে অস্থিরতা প্রকাশ করে যাচ্ছে। আমেরিকান কূটনীতিকরা আর গ্লোবাল নেতা বলে আমেরিকার ওজনের ভারে কিছু কাটতে পারছেন না। তারা বললেই হয়ে যাচ্ছে না। বহু কাঠখড় পুড়িয়েও সময়ে তা কিছুই মিলছে না। সবকিছু দ্রুতই যেন দিন ফুরিয়ে আসছে। এ দিকে বিগানের বাংলাদেশে আসার পর দেখা যাচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক 'বিজনেস ফোরাম' বলে আরেক নতুন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। শব্দটা আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মানে রাষ্ট্র যারা ইন্দো-প্যাসিফিকে যুক্ত হবেন তাদের একটা ইকোনমিক বা বিজনেস জোটও থাকবে, তাই মনে হচ্ছে। আবার প্রধানমন্ত্রী হাসিনার দিক থেকে দেখলে এটা যেন বিগানকে দেয়া তার এক সান্ত্বনা পুরস্কার। 'বিজনেস ফোরাম নিয়ে খুশি থাকো'! ওদিকে আবার 'কোয়াড' বলে চার রাষ্ট্রীয় এক জোট তো আছেই। সেই সাথে আবার এদের সবাইকেই কি 'এশিয়ান ন্যাটো' বলে আরেক নামে নামাবেন এরও কানাঘুষা উঠছে। তার মানে ইন্দো-প্যাসিফিক বলতে সামরিক-নিরাপত্তা জোট নাকি বিজনেস জোট মুখ্য হবে এ নিয়ে টানাটানি এখনো শেষ হয়নি।

অভ্যন্তরীণভাবে ইন্দো-প্যাসিফিকে এসব অমীমাংসিত বিষয় থাকা অবস্থায়, বাংলাদেশে আমরা দেখছি এবার প্রথম বাধা উদয় হলো যে, ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে বাংলাদেশের সাথে আলাপ হয়েছে, না হয়নি– এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি অবস্থান হলো, ধারাবাহিকভাবে তারা বলছেন– ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে আলাপ হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন ও ডেপুটি মন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দু'জনই আলাদা করে ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন 'আইপিএসের প্রসঙ্গটা আলোচনায় আসেনি'। অথচ 'প্রথম আলো' নিশ্চিত করে লিখেছে তাদের প্রশ্নের উত্তরে বিগান বলেছেন, 'আজ (১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার) আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথে আইপিএস নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্যাপকতর অর্থে আইপিএসে যেসব সুযোগ রয়েছে তা নিয়ে কথা বলেছি। অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার এগিয়ে নিতে আমরা একে অন্যকে কিভাবে যাতে সহায়তা করতে পারি তা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য তো বটেই, এর প্রতিবেশী দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনবে।'

এখন ভাষ্যগুলোকে আমরা এভাবে নিতে পারি? বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক ইস্যুতে কথা বলতে চায় না এই অবস্থানটা বোঝাতে গিয়ে যতটুকু কথা বলতে হয়েছে, এটা তাই। এ ছাড়া সরকারের অবস্থানটাও আগে থেকেই অনেক শক্ত অন্তত যতটুকু আর যে শক্তভাষায় তারা মিডিয়ায় কথা বলছেন। যেমন, দেশের ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় উঠেছে, বিগানের ঢাকায় পা-রাখার আগের দিন মন্ত্রী মোমেনকে এক সাংবাদিক যতবার আমেরিকান প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন করেছেন তাতে অন্তত সাত-আটবার তিনি বলেছেন 'উই আর নট ইন্টারেস্টেড'। এর মধ্যে সবচেয়ে কোটেড দু'বাক্য হলো এ রকম। মোমেন বলছেন, 'ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে আমাদের আপত্তির তো কিছু নেই। যদি তারা ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিকে কার্যকর দেখতে চান, তবে তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপায়গুলো নিয়ে সামনে আসতে হবে। তাদের অর্থব্যয় করতে পারতে হবে; শুধু কথায় কাজ হবে না।' এরপরে ওই সাংবাদিক নিজে যোগ করেছেন, 'মন্ত্রী আসলে বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে আমেরিকার কোনো বিনিয়োগ বা অবদান নেই এ কথার দিকে ইঙ্গিত করছেন।'

এর আগেও আমেরিকার কেবল অস্ত্র বেচার দিকে আগ্রহকে খোঁচা দিয়ে মোমেন বলেছিলেন, 'তারা আমাদের অস্ত্র বিক্রি (অ্যাপাচি হেলিকপ্টার ইত্যাদি) করতে চায়। কিন্তু আমরা কোনো সন্ত্রাতের ব্যাপারে জড়িত হতে আগ্রহী নই। তারা চাইলে অবকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে আমেরিকার বিনিয়োগ নিয়ে আসতে পারে।'

আমেরিকান ইন্দো-প্যাসিফিক নৌকায় ওঠার প্রস্তাব উপড়ে ফেলে দেয়ার দিক থেকে দেখলে এটা হাসিনা সরকারের ভালো কৌশল যে, এমনভাবে শান্তিবাদী এবং উন্নয়নবাদী সেজে জবাব দেয়া। উল্টা আমেরিকাকে খোঁটা দেয়া যে, এখন অবকাঠামো খাতে আর তোমার বিনিয়োগ সক্ষমতা নেই, তুমি অযোগ্য আর এটা তোমার দুর্বল জায়গা। সাথে বুঝিয়ে দেয়া বাংলাদেশের চীনের প্রতি আগ্রহ বা চীনকে আমার দরকার তোমার চেয়ে বেশি। অতএব 'উই আর নট ইন্টারেস্টেড'। কিন্তু কত দূর এটা টিকবে? সেটি বলা মুশকিল হলেও এটা আপাতত আমেরিকান স্ট্রাটেজিস্টদের বিরাট বিপদে ফেলে দিয়েছে, সন্দেহ নেই।



বাংলাদেশের অনেকে এখানে একটা ভুল তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে তর্ক করেন যে, আমেরিকার বাংলাদেশে বিনিয়োগ নাকি এখন সর্বোচ্চ। অনেকে আরো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের ওয়েবসাইটের রেফারেন্স দেন। তাদের বিনয়ের সাথে বলব, বিনিয়োগ বলতে অবকাঠামো বিনিয়োগ বলতে সেটা সরকারি ভাবেই হয়। আরেক বিনিয়োগ হয় ডাইরেক্ট মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) যেটা সরকারের নয়; আমেরিকান প্রাইভেট কোম্পানির। সরকার সেটির মালিক নয়; ফলে তারা উঠে চলে যেতে বা জেঁকে বসতে চাইলেও তা তাদের মালিক-শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থই মুখ্য করেই সব সিদ্ধান্ত নেবে যেটা ওর শেষ কথা। আমেরিকান সরকারের বলার সুযোগ এখানে তাই প্রায় নেই। অতএব, 'আমেরিকান সরকারি বিনিয়োগ' বলতে অবকাঠামোকেই বুঝতে হবে। কিন্তু দূতাবাসের সাইটে এফডিআইকে বুঝানো হয়েছে, সাধারণভাবে 'বাংলাদেশে আমেরিকান বিনিয়োগ' শিরোনামে। বিভ্রান্তি সম্ভবত এখান থেকে। যেখানে আবার দেখানো হলো ওই বিনিয়োগে সাঙ্গু গ্যাসের জন্য বিনিয়োগটাই ওর বড় অংশ। এটা আসলে শেভরন কোম্পানির বিনিয়োগ। তাই মোট পরিমাণ সেটি চার বিলিয়নের মতো। সেখানেও একটা অঙ্কের ফাঁকি আছে। ওই ফিগারটা বলা হয়েছে ২০১৮ সালের। এ কথার মানে হলো, এর পরের দু'বছর সম্ভবত ফিগারটা কমে গেছে। কথাটা মিথ্যাও নয় আবার সব সত্যি তাও নয়। তবে মন্ত্রী মোমেনের দাবি– অবকাঠামোতে আমেরিকান বিনিয়োগ নেই, এটা ভুল বলে কেউ দাবি করেছেন বলে দেখা যায়নি।

তাহলে কি এখন আমেরিকা ইন্দো-প্যাসিফিকে বাংলাদেশকে তুলতে না পেরে হতাশ মুখে বসে থাকবে?

না, ঠিক তা নয়। তবে ইতোমধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বিগান ও তার দল দেখিয়ে ফেলেছেন মনে করা যেতে পারে। যেমন প্রথম আলোর বিস্তারিত কথোপকথনের রিপোর্টে (১৬ অক্টোবর) দেখা যাবে, যতগুলো ইস্যু বিগান তুলেছেন তাতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আমেরিকা তা সমাধানে আগ্রহ দেখাবে যদি তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক জোটে বাংলাদেশ উঠে, তাহলে। তবেই আমেরিকা প্রধান উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে। যেমন, স্টিফেন বিগানের এই সফরের পাশাপাশি আরেক প্রচেষ্টা চলছে ইউরোপে রোহিঙ্গা ইস্যুতে। ক্রিটিক্যাল বিচারে ব্যাপারটায় বাংলাদেশের অনাগ্রহ দেখানো বৈধ। ব্যাপারটা হলো তারা ইউরোপিয়ানদের সাথে নিয়ে রোহিঙ্গাদের সাহায্যের জন্য একটা ফান্ড তৈরির চেষ্টা করছে। এখানে মোমেনের বক্তব্য মানে মিডিয়ায় প্রশ্ন রেখেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা হোস্ট অথচ আমাদের আগে জানাও নি কেন? দ্বিতীয়ত, অর্থ সাহায্যের চেয়েও বড় প্রয়োজন মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি যাতে তারা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে বাধ্য হয়। সে দিকে কোনো উদ্যোগ নেই কেন? আর তৃতীয়ত, তিন বছর হয়ে গেল; এখন কেবল ফান্ডের উদ্যোগ। তাহলে প্রত্যাবাসন নিয়ে আগ্রহ হবে কবে, সে খবর নেই কেন? এই কঠোর সমালোচনা বিগান প্রকারান্তরে মেনে নিয়ে বলছেন– কেবল 'এ দেশের জনগণকে যাতে তার বোঝা টানতে না হয়' তাই ফান্ডের অর্থ তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে দরকার আছে। আর, 'এ সমস্যার শুরু থেকেই মিয়ানমারের ওপর যতটা সম্ভব রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সোচ্চার রয়েছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকারের বিষয়ে। তবে এতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন। সব দেশকেই এ সমস্যা সমাধানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।'

অর্থাৎ 'আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন' বা 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে'–সবই তিনি বলছেন কিন্তু উদ্যোগ কে নিবে সেটাই বলেননি। বরং 'অনন্তকালের দিকে' তা ঠেলে দিয়েছেন। আর 'শুরু থেকেই মিয়ানমারের ওপর যতটা সম্ভব রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে' যুক্তরাষ্ট্র করেছে বলে যা বলছেন এটা ভুয়া। বরং এর প্রথম বছরটা ছিল আমেরিকা, ভারত ও চীন এই তিন শক্তির বার্মিজ জেনারেলদের কে কত তোয়াজ করতে পারে এরই প্রতিযোগিতা। কারণ মূল প্রতিযোগিতাটা আসলে ছিল কে কত ব্যবসা বাগাতে পারে সেদেশে, এরই প্রতিযোগিতা। আর সেই সাথে এটা ছিল রোহিঙ্গাদের হত্যা ও রেপ করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার সাফাই হিসেবে বার্মিজ পুলিশ-আর্মির ওপর কথিত 'আরসা বাহিনী'র মিথ্যা আক্রমণের গল্প– এ নিয়ে এই তিন শক্তি কে কত ভালোভাবে সাফাই গাইতে পারে এরই প্রতিযোগিতা চলেছিল। সে কারণে রোহিঙ্গাদের আগমনের ঢল সহসা বন্ধ করা যায়নি। অতএব প্রথম বছরজুড়ে সেসব দিন ছিল ভয়াবহ, এখন তা পাল্টাতে চাইলেই হবে না।

তাহলে এখনকার মতো স্টিফেন বিগানের সফর শেষ হলো এই বলে এবং এই মুলা ঝুলিয়ে যে, তাদের নৌকায় উঠলে তবেই তারা রোহিঙ্গা ইস্যুসহ বহু কিছুই সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে। এর মানে কি তারা এখন একেবারেই চলে যাচ্ছে?

অবশ্যই না। তারা অবশ্যই আবার আসার কথা ভাববে। তবে সেটি খুব সম্ভবত আমেরিকার নির্বাচনের আগে না; পরেই নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাত ধরে, হয়তো। যদি তা ঘটে তবে সেটি হবে আরো চাপ নিয়ে, আরো প্রলোভন নিয়ে এবং আমাদের সরকারকে যতভাবে বাধ্য করার সুযোগ তাদের হাতে আছে সব নিয়ে। আরো অনেক 'কিন্তু' আছে।

মনে রাখতে হবে, ইন্দো-প্যাসিফিক জোট গড়া আসলে একটা ফেইল্ড প্রজেক্ট, ২০১৬ সালেই ওবামার হাতে 'এশিয়া পিভোট' নামের এই প্রকল্পটা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু এখন গল্পটা দিয়েছে এ রকম– স্টিফেন বিগান বলেন, 'দুঃখজনক হলেও সত্যি, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের নিরাপত্তার অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আর এটা আমি অস্বীকারও করতে চাই না। আমাদের নিরাপত্তাজনিত কিছু উদ্বেগ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দেশেরও উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ কারো কথা উল্লেখ করব না। যেমন হিমালয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গালওয়ান উপত্যকায় চ্যালেঞ্জ আছে। সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে জাপান সাগরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাইওয়ানে উত্তেজনা রয়েছে। হংকংয়ে ক্রমবর্ধমান দমন পীড়ন চলছে। তিব্বতের শিনজয়ানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অস্ট্রেলিয়ার জনগণের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বাড়ছে। এসব উত্তেজনা আর চ্যালেঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রসহ এ অঞ্চলের অনেক দেশকে সতর্ক করে তুলেছে।'

এখানে প্রথম বাক্যে 'আমাদের' লেখা, এই আমাদের বলতে কারা? কারণ, ওবামার সেই কালে এশিয়া-প্যাসিফিকের কোনো দেশই আমেরিকার নৌকায় ওঠেনি। তাতে অনেক দেশই আছে যারা হয়তো চীনের ওপর অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধও এবং অনেক কিছুই। কিন্তু তা বলে আমেরিকার যুদ্ধ জোটে তারা কেউ উঠেইনি। তাহলে এটা আমেরিকার 'আমাদের নিরাপত্তা' চ্যালেঞ্জ হলো কেমনে? আমাদের মানে, তাহলে আমেরিকা একাই! এই মিথ্যাটা বলার দরকার কী? একালে কোয়াডের তিন দেশ ছাড়া আর কেউ তো আমেরিকার সাথে জোট করেনি? কাজেই এটা তো এবারো ফেল করবে না, এমন নতুন কিছু তো ঘটেনি। আর ভারত? সে যতটুকু যা করছে এর কারণ ভিন্ন। ভারত তা কেবল দেশের লোক আর মিডিয়ার মনোবল যেন চাঙ্গা থাকে সে জন্য করেছে।

এ মাসের ছয় তারিখে জাপানে যে কোয়াড পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হয়ে গেল এটা তো আসলে ভারতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত আগেভাগেই মাফ চেয়ে হোস্ট হতে অপারগতা জানায়। কারণ ভারতের অবস্থান হলো- একপা আগে দুইপা পিছে, এমন টলমলে। তাই একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর প্রকাশ্যেই বলে ফেলেন যে, ভারত কোনো সামরিক বা নিরাপত্তা জোটে যাবে না। কারণ ভারত জোট-নিরপক্ষে সেই সোভিয়েত কোল্ড ওয়ারের আমল থেকে। এই নীতিতেই ভারত এখনো থাকবে। তার মানে হলো, যতটুকু অন্য দেশে গিয়ে কোয়াডের মিটিং-এ ভারত যোগ দিয়েছে সেটি লোক দেখানোর জন্য। আর খুব সম্ভবত প্রধানত চীনের চাপের মুখে নিজ পাবলিক ও মিডিয়ার মনোবল ঠিক রাখতে। তাই এবার একবার যদি ভারত কোয়াডের হোস্ট হয়ে যেত তবে যে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ফোকাস ভারতের তৈরি হত তাতে ভারত আর কোয়াডের সিরিয়াস ও সক্রিয় কেউ নয় বা সে জোট-নিরপেক্ষ– এটা এরপর দাবি করা খুবই কঠিন হয়ে যেত। এতে হয়ত পাবলিকলি অনেক কিছুই ভারতকে মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলতে হতো যা করতে ভারত প্রস্তুত নয়। এই বিড়ম্বনা ও সম্ভাব্য 'বেইজ্জতি' থেকে বাঁচতে বা এড়াতে সে আয়োজক হওয়া এড়িয়ে যায়।

আরো বিশাল বড় কারণ

যদিও এর পেছনে আরো বড় কারণ আছে। আসলে কেবল কোয়াডের চার দেশ– ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকা, এদেরকে নিয়েও কোনো ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিক জোট গড়া একেবারেই সম্ভবই নয়। কেন? এত বড় কথা কেন?

মূল কারণ মিয়ানমার ইস্যু। আমেরিকা মিয়ানমার ইস্যুতে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে বাধ্য করাসহ মিয়ানমার সেনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যেকোনো ভূমিকা– এটা নেয়া কি আদৌ সম্ভব? যদি সম্ভব হতে হয় তাহলে কোয়াড অথবা ইন্দো-প্যাসিফিক কোনো জোট খাড়া করার চিন্তা আমেরিকাকে একেবারেই বাদ দিতেই হবে। কারণ, নিশ্চয় আমেরিকা জানে যে মিয়ানমারকে সাবমেরিন দিয়েছে ভারত। আর এতে ভারত মুখে সাফাই দিয়েছে, চীনের ভয়ে তাকে নাকি এটা করতে হয়েছে। অর্থাৎ ভারত-মিয়ানমার এখন এক সামরিক-অ্যালাই বা পক্ষজোট। তাহলে আমেরিকার এই ভারতকে নিয়েই কোয়াড অথবা ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিক জোট গড়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কী করে সম্ভব?

এর সোজা মানে হলো, যত দিন মিয়ানমার-ভারতের সম্পর্ক ভারতের কাছে সবার উপরে বা আগে প্রায়োরিটি সম্পর্ক হয়ে আছে বা থাকবে তত দিন আমেরিকা ভারতকে নিয়ে কোনো ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। এশিয়ায় কাউকেই কোনো সাহায্যে হাজির হতে বা কিছু করতে পারবে না। আমেরিকা আসলে হাত-পা বাঁধা। এক অথর্ব শক্তি। এসব আগেই বুঝতে পারা কি খুব কঠিন?

প্রথমত, আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকার নির্বাচনের পরে পরিষ্কার হয়ে যাবে কোয়াড অথবা ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিক জোট এরা আসলে সিরিয়াস না নির্বাচনী দেখন-শোভা; নির্বাচনের পরেও কি এরা বেঁচে থাকবে, তৎপর থাকতে পারবে, কিভাবে? এরপরে এইবার আমেরিকা যে অথর্ব নয় তা প্রমাণ করতে গেলে আমেরিকার জন্য সে ক্ষেত্রে একমাত্র অপশন হলো, ভারতের বিরুদ্ধে সামরিকসহ সবভাবে খাড়া হতে আমেরিকাকে রাজি থাকতে হবে। এর মানে হবে এশিয়ায় আমেরিকার কেউ নাই, দাঁড়াবার জায়গাই নাই, এমন হয়ে যাবে যা চিন্তা করা খুবই কঠিন। আমেরিকা তেমন দুর্দশায় পড়েছে সেটি চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

অতএব রোহিঙ্গাদের জন্য আমেরিকান চোখের পানি কুমিরের কান্না হয়েই থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু এখন এই অথর্ব আমেরিকা যে ভারতের কারণে উত্থান-রহিত একে নিয়ে কেবল হাসিনা নয়, পুরা বাংলাদেশই বা 'কী করিবে'? তা আমাদের কোন কাজে আসবে?

ভারত তার নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ফাঁদে, অগ্রাধিকারের ফাঁদে খোদ আমেরিকাকেই আটকে ফেলতে যাচ্ছে, সম্ভবত!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বাইডেন ক্যাম্পেইনে যুক্ত হচ্ছেন

হেলাল উদ্দীন রানা: মাত্র দুই সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রতিক্ষীত নির্বাচন। আমেরিকান জনগনের পাশাপাশি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখন এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কে বসছেন ওয়াশিংটনের মসনদে। বাইডেন না আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প?

এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র। বাইডেন ক্যাম্পেইনে শীঘ্রই সশরীরে নামছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সহসাই তিনি পেনসেলভেনিয়া, ওহাইয়ো, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোলিনার মতো ব্যাটল গ্রাউন্ড রাজ্যের ভোটারের সামনে বক্তব্য নিয়ে সশরীরে হাজির হচ্ছেন। এতদিন তিনি বাইডেন ক্যাম্পেইনে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

ওবামা সরাসরি ডেমোক্রাট ক্যাম্পেইনে নামলে ভোটাররা বিশেষ করে তরুন প্রজন্ম চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তিনি এখনও সমান জনপ্রিয় ভোটারের কাছে। এই নির্বাচনে প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হলে ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটে জয়লাভ করতে হবে। ইলেক্টোরাল কলেজ সম্পর্কে অনেক আমেরিকানদেরও সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ধারনা নেই।

১৮শ ৩ সালের ৯ ডিসেম্বর ইলেক্টোরাল কলেজের ধারণাকে বিল আকারে ইউএস কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয় এবং ১৮শ ৪ সালের ১৫ জুন তা পাশ হয়ে আইনে পরিনত হয়। বর্তমানে ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট সংখ্যা ৫শ ৩৮টি।তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের আসনের সংখ্যার সমান। প্রেসিডেন্ট পদে জিততে হলে প্রয়োজন ২শ ৭০ ইলেক্টোরাল ভোট।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে কংগ্রেসের আসন বা ইলেক্টোরাল ভোট বন্টন করা হয়েছে। যে রাজ্যের জনসংখ্যা যত বেশী কংগ্রেসের আসনও সমধিক। সেই রাজ্যের ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা সেই অনুযায়ী। উদাহরণ ক্যালিফোর্নিয়া। এখানে কংগ্রেসের সবচেয়ে বেশী ৫৫টি আসন। ইলেক্টোরাল ভোটও তাই। আবার নর্থ ও সাউথ ডেকোটা, মনটানা এবং অয়োমিং এই রাজ্যে গুলোর মাত্র ৩টি করে ইলেক্টোরাল ভোট রয়েছে। রাজ্যে যে প্রার্থী পপুলার অর্থাৎ জন সাধারণের ভোট পেয়ে বিজয়ী হবেন তাঁর বাক্সেই যাবে সেই রাজ্যের ইলেক্টোরাল ভোট। তবে মেইন ও নেবরাস্কা রাজ্যে এই হিসেব অন্য রকম। এ দুটি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি আসনের হার জিতের উপর ইলেক্টোরাল ভোট ভাগ হয়।

কংগ্রেসের আসন বা ইলেক্টোরাল ভোট আদম শুমারির ভিত্তিতে রাজ্যেগুলোতে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এই ইলেক্টোরাল ভোটের নিয়ম সংবিধানে যুক্ত করার পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। এরমধ্যে কম জনসংখ্যার ছোট ছোট রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ অন্যতম কারণ যাতে করে বড় রাজ্যগুলো জোট বেঁধে প্রেসিডেন্ট পদটি নিজেদের মধ্যে আটকে রাখতে না পারে। এছাড়া আরেকটি কারণ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী যাতে করে অধিক সংখ্যক কংগ্রেশনাল ডিষ্টিক থেকে জনগনের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসেন।

বিগত নির্বাচনে হিলারী ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাইতে পপুলার ভোট পান বেশী। এটা ছিল সবকটি রাজ্যের পপুলার ভোটের যোগফল। কিন্তু ইলেক্টোরাল ভোটে হেরে যান। কারণ তিনি ২শ সত্তর ইলেক্টোরাল ভোট সংগ্রহ করার মতো এমন রাজ্যে গুলোয় বিজয়ী হতে পারেননি। যদিও হিলারীর পরাজয়ের পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল। এরমধ্যে একজন নারী প্রেসিডেন্টের জন্য আমেরিকার জনগনের প্রস্তুত না থাকা এবং ডেমোক্রাট রাজ্য বলে মিশিগান, পেনসেলভেনিয়া, উইসকনসিনের মতো রাজ্যেগুলোকে গুরুত্ব না দেয়া এগুলোও অন্যতম প্রধান কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্য প্রতিবার একই দলকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট প্রদান করে সেসব রাজ্যেগুলোকে দলীয় রঙে সনাক্ত করা হয়। যেমন রিপাবলিকানদের লাল এবং ডেমোক্রাট পার্টির নীল রঙের জন্য রাজ্যে গুলোকে রাজ্য নীল বা লাল রাজ্যে বলে বিবেচিত।

যেমন নিউইয়র্ক, ক্যালির্ফনিয়া নীল আবার টেক্সাস লাল রাজ্য বলে ধরে নেয়া হয়। কিছু রাজ্য প্রতিবারের নির্বাচনে দল বদল করে। এসব রাজ্য দলের বদলে প্রার্থীকে প্রাধান্য দেয়। এগুলোকে সুইং রাজ্য বলা হয়। সুইং রাজ্যের ভোটের গতি প্রকৃতি আঁচ করা ও অনকটা কঠিন। এই ভোটাররা প্রার্থী বাছাই করতে সিদ্ধান্ত নেয় একেবারে শেষ পর্যায়ে।

ফলে জরিপের পাথ্যর্ক উঠানামা করতে থাকে ক্রমাগত গত কয়েকটি নির্বাচন থেকে ওহাইয়ো ও ফ্লোরিডার এখ্যাতি বাড়ছে। এবার এ ক্লাবে যোগ দিয়ছে নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, আইওয়া ও আরিজোনা।

লাল ষ্টেটের তকমা লাগানো আরিজোনা প্রয়াত জন ম্যাকেইনের হোমল্যান্ড। হিরো হিসেবে খ্যাত ম্যাকেইনকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য ভরে ট্রাম্পের বক্তব্য প্রদান আরিজোনাবাসী মেনে নিতে পারেনি। এখানে নীলের জয় জয়কার দেখা যাচ্ছে এবার। তবে সর্বশেষ ১৫ অক্টোবর 'সিএনএন পোল অব পোলস' অনুযায়ী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে শতকরা ১২ ভাগ ভোটের ব্যবধানে বাইডেন এগিয়ে আছেন জাতীয় পর্যায়ে।

ডেমোক্রাট প্রার্থী জোসেফ বাইডেনকে জর্জ বুশের হোমল্যান্ড সেক্রেটারি টম রিজ, তাঁর আর্মি জয়েন্ট চীফ অফ ষ্টাফ ও উপদেষ্টা কলিন পাওয়েল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও প্রভাবশালী প্রয়াত সিনেটের জন ম্যাকেইনের স্ত্রী সিন্ডি ম্যাকেইন, বহু প্রভাবশালী রিপাবলিকানসহ ১শ বেশী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলা অফিসিয়েলি এনড্রোস করেছেন। ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর চার্লি বেকার সহ অনেক প্রভাবশালী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিতে পারবেন না বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন।

টাউন হল মিটিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তুলোধুনো করে ছেড়েছেন সপ্তাহক সাভানাহ গ্রোথ্রী ।ট্যাক্স

ফাঁকি, করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতা, ডানপন্থীদের ষড়যন্ত্র চাপে পড়ে সব স্বীকার করতে বাধ্য হন

ট্রাম্প।

কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন হারলে বাকী জীবনটা আদালতের দোরগোড়ায় তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে। প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ ভোটার আগাম ভোট দিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। ইপসোস-রয়টার, ফক্স নিউজ, এবিবসি-ওয়াশিংটন পোষ্ট, পিউ রিসার্স সেন্টার, এনবিসি-ডব্লিউ এস জে,

ইউম্যাস ল-ওয়েল এবং এনপিআর-পিবিএস-ম্যারিস্ট এর যৌথ জরিপের নির্যাস হচ্ছে সিএনএন

পোল অব পোলস। রেজিষ্টার ভোটারের উপর জাতীয় পর্যায়ে টেলিফোনে এই জরিপ পরিচালিত হয়। এ পোলে মারজিন অব এ্যরর নেই এমনটাই জানিয়েছে সিএনএন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদেরঃ* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদেরঃ-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

আমেরিকান নির্বাচন নিয়ে যত কথা

(৪ পাতার পর)

প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যায়।

এতে যদি দেখা যায় কোনো প্রার্থীই প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডেলিগেটের আস্থা অর্জন করতে পারেনি, তাহলে পার্টি ডেলিগেটদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুমতি দেয়া হয় এবং এ ক্ষেত্রে ডেলিগেটেরা ডিগবাজি খায়, দিক-বদল করে এবং নতুন ভোট-ভুটির মাধ্যমে মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। এ ধরনের মনোনয়নকে বলে 'ইৎড়শবৎবফ ঈড়হাবহঃরড়হ' জবংঁষঃং. ফল যাই হোক, কনভেনশন সেন্টারের আকাশে-বাতাসে টাকা ওড়াউড়ি করে না, তবে টাকার খেলা দেখা যায় তার আগে বড় বড় হোটেলে বর্ণিল ফান্ড-রাইজিং ডিনারে।

প্রার্থীরা নিজের পকেট থেকে এবং ব্যক্তিগত ও পার্টি উদ্যোগে দেশের ভেতরে ফেডারাল আইনানুযায়ী যে চাঁদা তুলে তা দিয়েই নির্বাচনী ব্যয় সংকুলান করে থাকে। আমেরিকার নির্বাচন প্রচারণার সময়ে মাঠে-ময়দানে জনসভা হয় না। মিটিং যা হয়, তার সবই ঘরোয়া। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে অথবা টাউন হলে গণজমায়েতে বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

বাকি সব প্রচারণা চলে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। ক্যাম্পেইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ হল, নির্বাচনের তিন-চার সপ্তাহ আগে প্রার্থীদের মুখোমুখি জাতীয়ভাবে টেলিভাইজড বিতর্ক-লড়াই। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মধ্যে পরপর তিনটি বিতর্ক হয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে হয় কুড়ে একটি। এসব বিতর্ক ও তাদের ফলকে ঘিরে ভোটারদের মধ্যে দেখা যায় দারুণ উৎসাহ, উত্তাপ ও উত্তেজনা। শেষ মুহূর্তে দোদুল্যমান ভোটারদের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় এসব বিতর্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ দেশে কোনো একক ও সমন্বিত সংস্থার অধীনে একই নীতিমালার ভিত্তিতে ভোট হয় না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকেন একটি লম্বা ও জটিল পরোক্ষ পদ্ধতিতে। গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার দেখভালের দায়িত্ব থাকে ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি এবং অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। এ ব্যাপারে রাজ্য ও দলগুলোর আছে আলাদা আলাদা আইন, নিয়মনীতি, বিধিব্যবস্থা ও প্রথা।

ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে পার্টি-ককাস, প্রাইমারি ও মনোনয়ন, নভেম্বরের ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা, ফল সার্টিফাই করা ও ঘোষণা দেয়া, ইলেক্টোরাল ভোটগ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তারাই করে থাকে স্বতন্ত্র নিয়ম ও ব্যবস্থার অধীনে। শুধু চূড়ান্ত পর্বের ইলেক্টোরাল ভোটের ফল কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত হয় জাতীয় কংগ্রেসে। মূল নির্বাচনের আগে আগাম ভোট ও পোস্টাল ব্যালটেরও ব্যবস্থা থাকে, তবে এটিও একেক রাজ্যে একেক নিয়মে চলে। নির্বাচনের আগে এবং ওইদিন ভোটাররা ভোট দেয়; কিন্তু প্রার্থীরা সরাসরি সে ভোট পায় না। ভোট পড়ে তাদেরই দলের মনোনীত ইলেক্টোরাল কলেজের পক্ষে।

এবার বলছি ইলেক্টোরাল কলেজ কী এবং সেটি কীভাবে গঠিত হয় এবং কেমন করে কাজ করে। অনেকে জানেন, আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসি এ নির্বাচনী খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। এদেশের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট- 'প্রতিনিধি পরিষদ' ও 'সিনেট'। জনসংখ্যার অনুপাতে ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে ৪৩৫ জন সদস্য দু'বছর পরপর প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়ে থাকে (এখানে একটি বাড়তি তথ্য দেয়া প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি, দেশের রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসিতে ছয় লাখের বেশি লোক থাকে; কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনো কক্ষেই তাদের কোনো কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নেই।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাধিকারবিহীন তাদের তিনজন পর্যবেক্ষক কেবল বসতে পারে। সিনেটে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, কেন নেই সে আরেক কাহিনী। এসব কথা বলে লেখার পরিসর বাড়াতে চাই না। এছাড়া প্রতি ছয় বছর পরপর পর্যায়ক্রমে রোটেশনের মাধ্যমে ছোট-বড় প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক অর্থাৎ দু'জন করে ১০০ জন সদস্য সিনেটে নির্বাচিত হয়ে আসে।

এ দুয়ের সমষ্টি ৫৩৫, তার সঙ্গে যোগ করা হয় ওয়াশিংটন ডিসির জন্য আরও তিনজন। এ নিয়ে সর্বমোট ৫৩৮ জনই হল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 'ইলেক্টোরাল কলেজ'। সরকারিভাবে তাদের সরাসরি ভোটে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জনসংখ্যার ওঠানামার সঙ্গে এ সংখ্যার রাজ্যওয়ারি ব্রেকডাউনে অদলবদল হয়; কিন্তু মূল সংখ্যা ৫৩৮-এ স্থির থাকে।

জাতীয় নির্বাচনের দিন নভেম্বরের পয়লা সপ্তাহে রাত ১০-১১টার দিকেই বেসরকারি ফল জানা যায়। তবে চূড়ান্ত সরকারি ফল ঘোষণার আগে আরও কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বাকি থাকে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বুধবারের পরের প্রথম সোমবার প্রতিটি রাজ্যের বিজয়ী ইলেক্টোরাল কলেজ নিজ নিজ রাজধানী শহরে বসে আলাদা আলাদা ব্যালটে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য ভোট প্রদান করে।

জানুয়ারীর প্রথমদিকে বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে নবনির্বাচিত কংগ্রেসের যৌথসভা বসে। ওই সভায় ইলেক্টোরাল ভোটের সব ব্যালট খোলা হয় এবং জোরে জোরে গোনা হয়। এতে ৫৩৮-এর মাঝে যিনি ২৭০টি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি ভোট পান তিনি সরকারিভাবে বিজয়ী বলে ঘোষিত হন। যদি দেখা যায় কেউই ২৭০ ভোট পাননি, অথবা দু'জনই ২৬৯ ভোট পেয়েছেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে। এ ভোটে প্রতিটি রাজ্যের একটি মাত্র ভোট থাকে। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর ভাগ্যের ফয়সালা হয় সিনেটে। সেক্ষেত্রে প্রতি সিনেটারেরও থাকে একটা করে ভোট। দেশের ইতিহাসে এ বিকল্প পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে মাত্র দু'বার- ১৮০০ ও ১৮২৪ সালে, আর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে মাত্র একবার ১৮৩৬ সালে। গত নির্বাচন অবধি নিয়ম ছিল, 'ইলেক্টোরাল কলেজ' শেষ ধাপে গিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দিতে পারে; কিন্তু ২০২০ সালের ২০ জুলাই সুপ্রিমকোর্ট যে রায় দিয়েছেন তাতে এ পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই চূড়ান্ত ধাপে গিয়ে বেসরকারি ফল পাল্টে যাওয়ার আর কোনো আশঙ্কা রইল না। বাস্তবতার বিচারে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন; কিন্তু তিনি শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউসে ঢোকেন জানুয়ারীর ২০ তারিখে। এ সময়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসকে বলে যথাক্রমে 'লেমডাক' প্রেসিডেন্ট ও 'লেমডাক' কংগ্রেস। ১৯৩৭-এর আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের দিন-তারিখ ছিল আরও পরে, মার্চের ৪ তারিখ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কয়েকটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি গণতান্ত্রিক হলেও প্রত্যক্ষ নয়। পপুলার ভোট যে যতই পান না কেন, ইলেক্টোরাল কলেজের অর্ধেকের বেশি না পেলে কিছুই কাজে আসে না। এ সাংবিধানিক মারপ্যাঁচে একজন প্রার্থী বেশি পপুলার ভোট পেয়েও নির্বাচনে হারতে পারেন। ২০০০ সালে জর্জ বুশ জুনিয়রের কাছে এভাবেই আল্ গোরের পরাজয় হয়েছিল।

২০১৬-তে হিলারি ক্লিনটনও সেভাবেই তার স্বপ্নসাধ পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে। আমেরিকার সংবিধানে এ পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ছোট-বড় সব অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতায় ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদে। অন্যথায় প্রেসিডেন্ট যদি কেবল পপুলার ভোটে নির্বাচিত হতেন, তাহলে শুধু ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউইয়র্ক ইত্যাদি কয়েকটি জনবহুল রাজ্যের দ্বারাই নির্বাচনের ফয়সালা হয়ে যেত। দেশের নির্বাচনে ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট বাকি রাজ্যগুলোর কোনো মূল্যই থাকত না।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় নির্বাচন হলেও এটি কোনো একক জাতীয় নিয়মের ভিত্তিতে হয় না। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তার নিজস্ব নিয়ম ও আইনের ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমনটি হয় বলে আমার জানা নেই। 'মেইন' ও 'নেব্রাস্কা' নামের দুটি রাজ্য ছাড়া বাকি সবক'টি অঙ্গরাজ্যে যে প্রার্থী অধিকাংশ পপুলার ভোট পান সে রাজ্যে তার দলের মনোনীত ইলেক্টোরাল কলেজের সবাই জিতল বলে বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টির সব ইলেক্টোরাল কলেজই পরাজিত বলে ধরে নেয়া হয়। 'মেইন' ও 'নেব্রাস্কা'র বেলা এ সরল নিয়ম কাজ করে না। ওই দুই রাজ্যে যে প্রার্থী পপুলার ভোটে জয়লাভ করেন, তিনি পান রাজ্যের দুই সিনেটরের বিপরীতে দু'টো ইলেক্টোরাল কলেজ, বাকিগুলো নির্ভর করে রাজ্যজুড়ে আনুপাতিক প্রাপ্ত ভোটের ওপর। অর্থাৎ যে প্রার্থী যে কয়টি কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে জেতেন, তিনি পান আরও ততটি ইলেক্টোরাল কলেজ।

তৃতীয়ত, সবাই জানে, আমেরিকার রাজনীতির নিয়ামক দু'টো বড় দল। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টি। রিপাবলিকানরা কনজারভেটিভ, তারা কর্পোরেট আমেরিকা এবং সুপার ধনীদের স্বার্থই বেশি করে দেখে, ধর্মীয় বিবেচনায় রক্ষণশীল, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের দোসর, কারণে-অকারণে যুদ্ধ বাধাতে চায়।

ডেমোক্রেটিক পার্টি লিবারেল, তার সমর্থকরা প্লুরালিজমে বিশ্বাস করে, ইমিগ্র্যান্ট ও ছোট জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল, গরিব ও মধ্যবিত্তদের স্বার্থের ব্যাপারেও অধিক যত্নবান ও সংবেদনশীল। পাঠকরা ভাবতে পারেন, এ অবস্থায় রিপাবলিকান পার্টির তো ১০-১৫ শতাংশের বেশি ভোট পাওয়ার কথা নয়, এ দল অহরহ নির্বাচনে জিতে আসে কী করে? প্রশ্নটা ঠিক। তবে উত্তর হল, তারা জিতে কনজারভেটিভ মূল্যবোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে। এটিও আমেরিকান নির্বাচনের আরেকটি আজব বৈশিষ্ট্য।

এখানে একটি মজার ব্যাপার হল, শুরুতে কিন্তু রিপাবলিকানরা ছিল লিবারেল এবং ডেমোক্রেটরা ছিল কনজারভেটিভ। যেমন ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিংকনের মতো লিবারেল প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টি থেকেই। এ দুই পার্টির নীতি ও আদর্শে কীভাবে, কখন, কোন পরিস্থিতিতে অদলবদল হল, স্থানাভাবে সে আলোচনা এ লেখার জন্য খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

আমেরিকান রাজনীতির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এ দেশের ভোটাররা জাতীয় নির্বাচনে একদিকে ভোট দেয়, আবার আঞ্চলিক নির্বাচনে দেয় অন্যদিকে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া একটি ব্লু স্টেট, তারা প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে চোখবুজে ভোট দেয় ডেমোক্রেটিক পার্টিকে, আবার রাজ্য নির্বাচনে কোনো কোনো সময় গভর্নর বানায় রিপাবলিকান পার্টি থেকেও।

চতুর্থত, বছর বছর একটু-আধটু পরিবর্তন হলেও প্রতি নির্বাচনে 'রেড', 'ব্লু' এবং 'টসআপ' বা 'সুইং স্টেটের' এক অদ্ভুত হিসাবের মাধ্যমে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হয়। রেড স্টেট মানে রিপাবলিকান ম্যাজোরিটি, ব্লু স্টেট অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক স্ট্রংহোল্ড এবং টসআপ স্টেট মানে যে কোনো দিকে যেতে পারে। সঙ্গত কারণেই ব্লু এবং রেড জোনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা বলতে গেলে ক্যাম্পেইন করেনই না, কারণ এগুলো যার যার বাঁধা ভোট, বাঁধা রাজ্য।

তবে সেসব জায়গায় গভর্নর, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের জন্য চুটিয়ে প্রচারণা চলে। ঝুলন্ত কিংবা সুইং স্টেটগুলোতেই চলে প্রেসিডেন্ট পদপ্রত্যাশীদের ফাটাফাটি ক্যাম্পেইন। এ সুইং স্টেটের মধ্যে বড় হল পাঁচটি- 'প্যানসিলভ্যানিয়া', 'ওহাইও', 'ফ্লোরিডা', 'উত্তর ক্যারোলাইনা' ও 'মিশিগান'। বলা হয়ে থাকে, এ পাঁচ রাজ্যের মধ্যে যিনি তিনটি নিজের দিক টানতে পারেন তিনিই শেষ হাসি হাসেন। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে দু'পক্ষই তাদের পুরো প্রচারণাশক্তি নিয়োগ করে থাকে এ পাঁচ রাজ্যের মধ্যে। তবে এ পাঁচে অনিশ্চয়তার কারণে অন্য ছোট ছোট সুইং স্টেটেও ভালো প্রচারণা চলে। আমেরিকা একটি বিশাল ও বিচিত্র দেশ, তার নির্বাচন পদ্ধতি তার চেয়েও জটিল, কঠিন, দুর্বোধ্য ও বৈচিত্র্যময়।

লেখক: অধ্যাপক, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র
e-mail: wahid2569@gmail.com

চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Associaton of North Amercia Inc.
545 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218

Election Commission Office

সম্মানিত চট্টগ্রামবাসী ও সমিতির সদস্য ও সদস্যবৃন্দ, প্রাণপ্রিয় চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন নির্বাচন ২০২১-২০২২ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রথম পর্যায়ে সমিতির সদস্যপদ ও নতুন সদস্য সংগ্রহ আগামী ১৭ই অক্টোবর, ২০২০ রোজ শনিবার সন্ধা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ব্রুকলীনে অবস্থিত সমিতির নিজস্ব ভবনের কার্যালয়ে শুভ সূচনা, যাহা আগামী ২৯শে নভেম্বর ২০২০ সাল রোজ রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী বলবৎ থাকিবে।

তাই উত্তর আমেরিকাস্থ সম্মানিত চট্টগ্রামবাসীকে এই কর্মসূচীতে নিজেদের সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য হওয়ার সুযোগ। দুই বৎসরের সদস্য ফি নগদ অর্থ ২৪ (চব্বিশ) ডলার দিয়ে, আবেদন ফরম পূরণ করে আসন্ন নির্বাচনে চট্টগ্রাম সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অনুরোধ রইল।

সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ

ধন্যবাদান্তে,
শাহজাহান মাহমুদ
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা
ফোন: (৬৪৬) ৫৭৫-৯৬৪৮

মুজিবুল হক (৭১৮) ৪৯৬-১১৪৩
রতন চৌধুরী (৬৪৬) ২৩৩-৮৮৬২
মোঃ জসীমউদ্দিন (৬৪৬) ৭১৯-৫৭৭৮
মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (৯১৭) ৭০১-৫৭৪৮
মুরশেদ রেজভী চৌধুরী (৯১৭) ৫১৮-৮৩৩৭
আবু তালেব চৌধুরী চান্দু (৩৪৭) ৫৯৬-০৭১০
মাষ্টার নাসির উদ্দিন চৌধুরী (৩৪৭) ৮৪৫-১৭৩৪
এ.টি.এম নাজির হোসেন (৯১৭)৬৬৯-৮১৫৫



পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নানের আরোগ্য

(শেষের পাতার পর)

দোয়া মাহফিল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় সকলকে দোয়া করার আহবান জনিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- 'সবাই দোয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন উনাকে সুস্থ করে তুলেন, আমিন'। এই তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম।

অপরদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রী আলহাজ্ব এম এ মান্নানের আরোগ্য কামনায় এক দোয়া মাহফিল গত ১৭ অক্টোবর শনিবার বাদ মাগরিব ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথপুর উপজেলাবাসী এবং আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রীর একান্ত ঘনিষ্ঠজন, জগন্নাথপুর এলাকার কৃতিসন্তান এবং আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুস শহীদ ইব্রাহিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, মুক্তিযাদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, মদীনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এভভোকেট হাজী নাসির উদ্দীন, এভভোকেট এন মজুমদার প্রমুখ।

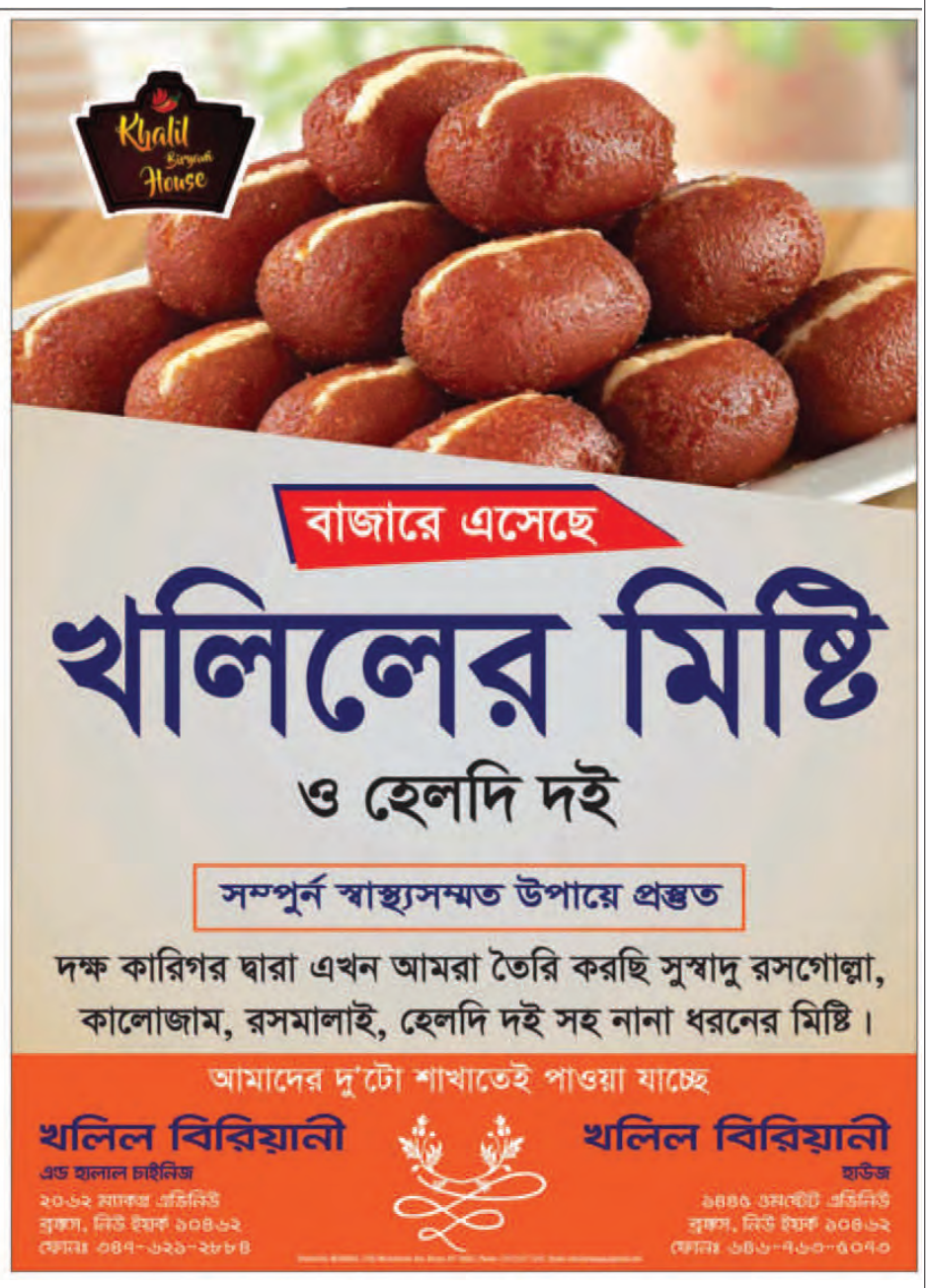
মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া। এছাড়াও মন্ত্রীর আশু আরোগ্য কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মুঈনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও মন্ত্রী এম মানান্ন নিজকে ক্লিন ইমেজের একজন ব্যক্তি হিসাবে সবার কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তারা আগামীতেও তার এই ভূমিকার পাশাপাশি সুস্থ থেকে দেশ ও সরকারের সেবা করার সুযোগ দানের জন্য মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে প্রার্থনা জানান।

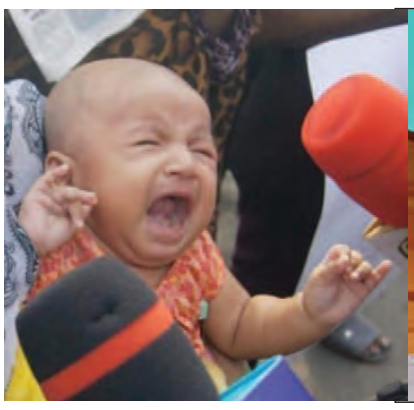
আবদুস শহীদ বলেন, মন্ত্রী আব্দুল মান্নান আমার অভি-ভাবকের মত। যে কোন বিপদ আপদে আমি তাঁর কাছে ছুটে যাই। পাড়া প্রতিবেশী, এলাকাবসী সহ সকলের জন্য তার দোয়ার সব সময় খোলা। মন্ত্রী হবার পরও তিনি সরার আপনজন এবং সকলের কাছে একজন গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই একজন সৎ ব্যক্তি হিসাবে তিনি এলাকায় সুপরিচিত। তিনি ভাটি এলাকার জনগনের কাছে হাওর রত্ন হিসাবে পরিচিত। সুনামগঞ্জের অহংকার, মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের আশু আরোগ্য কামনার জন্য তিনি দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, হাফিজুর রহমান, আব্দুল নাঈম শরীফ, জুনায়েদ আহমেদ, শাহিন কামালী, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল রেজা, হুমায়ুন আহমেদ সোহেল, ইফতেখার সিরাজ, শাহ আলম প্রমুখ। উল্লেখ্য, পরিকল্পনা মন্ত্রী আবদুল মান্নান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাস-পাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি আছেন। অনুষ্ঠানে দেশ ও প্রবাসে কভিড সহ অসুস্থ সকলের জন্য দোয়া ও যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।







সিলেটের তরুণ রায়হান হত্যাকান্ডসহ তথা বাংলাদেশের সকল হত্যাকান্ডসহ নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই







তোফায়েল চৌধুরী

উপদেষ্টা

রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার ইন্‌ক মসজিদ, সাউথ জ্যামাইকা

ও

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি

সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি



আল মানসুর কালচারারল সেন্টারে দোয়া মাহফিল

(শেষের পাতার পর)

এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় বক্তারা কোরআনে হাফিজ সৃস্টির প্রচেস্টায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। দ্বীনি এই শিক্ষায় জড়িতদের উৎসাহিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ার মান এবং পরিবেশ এর ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন বক্তারা। এসময় উপস্থিত ছিলেন শেখ মুফতি মোহোম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফিজ শাখার প্রধান মোহাম্মদ হাফিজ আব্দুল্লাহ। আরো উপস্থিত ছিলেন মুফতে মোহাম্মদ ইসমাইল।



মার সাথে মৌমিতা

মৌমিতার প্রার্থীতা ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মৌমিতা আহমেদ। গত শনিবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি তার তার প্রার্থীতা ঘোষণাকালে বলেন, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে আগামী নির্বাচনে তিনি জয়ী হবেন। তিনি বলেন, তার নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে একজন বাংলাদেশী-আমেরিকানকে নিটি হলে পাঠানোর সময় এসেছে।

উল্লেখ্য, মৌমিতা আহমেদ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট ডেমোক্র্যাট লীডার পদে নির্বাচন করেন এবং স্বল্প ভোটের জন্য পরাজিত হন।



যখন COVID-19 এখনও চারপাশে রয়েছে, তখন নিজেকে এবং আপনার প্রিয়জনকে ফ্লু হওয়া থেকে এবং তার জন্য চিকিৎসা পরিচর্যার প্রয়োজন পড়া থেকে সুরক্ষিত রাখাটা আপনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আজই টীকা নিন

ফ্লু এর টীকা নিরাপদ এবং বেশির ভাগ বীমা এটা কাভার করে। সিটির বহু কেন্দ্রে কম খরচে বা বিনা মূল্যে ফ্লু টীকা দেয়া যাবে

আরও তথ্যের জন্য বা আপনার ফ্লু এর টীকা নেয়ার জন্য খুঁজ পেতে nyc.gov/flu ভিজিট করুন, 311 নম্বারে ফোন করুন, বা flu লিখে 877877 নম্বরে টেক্সট করুন।

NYC Health
Bill de Blasio
Mayor
Dave A. Chokshi, MD MSc
Commissioner



AL-AQSA
PARTY HALL

১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT

কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।

সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700

And we have not sent you, (O Muhammad SAW), except as a marcy to the worlds (Al-Anbiyaa 107)

The great event for the declaration: 'Global Prophet, Global Ummah, United Muslim Millah"

13TH INTERNATIONAL UNITED SEERAH CONVENTION 2020



OCTOBER 25 Sunday

Session 3pm-9pm

PLACE : AMERICAN MUSLIM CENTER

89-14 150th street Jamaica, NY-11435

Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam

THE MODEL OF WORLD PEACE & SOCIAL JUSTICE

The Seminar will be attanded by renowned local, national, International Scolars And Dignitaries

Program Schedule

* English Session : 03:00pm-05:00pm
* Bangla Session : 05:00pm-09:00pm

A Joint Effort By The Community

Please follow LIVE https://www.facebook.com/americanmuslimcenterofficial/

Free admission | Special arrangement For Sisters | Dinner Will be served

Let us attend this huge event for the love of Prophet Muhammad (Saw)

American Muslim Center

TAHERA AL-QURAN ACADEMY

89-14 150 St, C1, Jamaica NY 11432 | 718-864-7729, 347-575-1110, 929-361-0609 || amcusa150@gmail.com

www.americanmuslimcenterny.org || www.amcdawa.org

জ্যাকসন হাইটসে দেশী ওয়ার্স ইনক'র

(শেষের পাতার পর)

পোষাকের নতুন এই স্টোর উদ্বোধন উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে স্টোরটির সাফল্য কামনা করে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুর রহীম। এর আগে ফিতা কেটে স্টোরটির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

বৃষ্টিভেজা বিকেলে বিপুল সংখ্যক অতিথির উপস্থিতিতে যৌথভাবে ওপেনিং ফিতা কাটেন ইমিগ্র্যান্ড এল্ডার হোম কেয়ার এলএলসি'র চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসের স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ হাসেম।

জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-১৩ ৭৪ ষ্ট্রীট ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত দেশী ওয়ারের স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ আসাদ ও রোকশানা ফারুক জানান, উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী ছাড়াও ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানী শাড়ী, থ্রিপিস, জুয়েলারী, পাঞ্জাবী, লেহেঙ্গা, লং ডেস কালেকশন সহ বাহারী পোষাকগুলোতে ৭০% ছাড় দেয়া হচ্ছে। এই ছাড় চলবে ২০ আক্টোবর পর্যন্ত। এছাড়াও পূজা সহ বিভিন্ন দিবসে বিশেষ ছাড় থাকবে ষ্টোরটিতে। সপ্তাহের ৭দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা দেশী ওয়ার থেকে পছন্দের পোষাক কেনাকাটার জন্য তারা দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।



যে তিন সময়ে নামাজ

(শেষের পাতার পর)

নামাজ ছাড়াও নফল নামাজ পড়ার বিধান ইসলামী শরিয়তে রয়েছে।

হাদিস শরিফে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ফরজ নামাজের ঘাটতি থাকলে নফল নামাজ তা পূরণ করে দেয়। তাই তোমরা বেশি বেশি নফল নামাজ পড়।' ফরজ নামাজের রাকায়াত সংখ্যা এবং সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু নফল নামাজের নির্দিষ্ট কোনো রাকায়াত সংখ্যা নেই এবং সময়ও নেই। ফকিহরা বলেন, তিন সময়ে ফরজ-নফল সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। এমনকি এ সময় জানাজা এবং তিলাওয়াতে সিজদাহ করাও নিষেধ।

১. সূর্যোদয়ের পর থেকে এশরাকের আগ পর্যন্ত

সূর্য উঠার শুরু থেকে হলুদ আলো পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। ফকিহরা গবেষণা করে দেখেছেন সূর্য উঠার পর হলুদ আলো দূর হতে ২০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ আবহাওয়া অফিস যদি বলে, সকাল ছয়টায় সূর্য উঠবে, তার মানে ৬টা ২০ পর্যন্ড় সব ধরনের নামাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. সূর্য যখন মাথার ওপরে

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে তখনও সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা নিষেধ। আরবি ভাষায় এ সময়কে 'জাওয়াল' বলে। যখন সূর্য একটু হেলে পড়বে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ সময় সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা জায়েজ। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়তে বেশি সময় লাগে না। ফকিহরা সতর্কতাবশত সূর্য মাথার ওপরে উঠার পাঁচ মিনিট আগে এবং পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৩. সূর্য ডোবার সময়

সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে ডুবতে শুরু করে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ।

সাহাবি উকবা বিন আমের আল জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) আমাদের তিন সময়ে নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। ২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পর থেকে ডোবার আগ পর্যন্ত।' বুখারি, হাদিস নম্বর ৫৫১ এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর ১১৮৫।

এ তিন সময় নামাজ পড়া নিষেধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জ্ঞানীরা বলেন, সূর্য যখন ওঠে, যখন মাথার ওপর ওঠে এবং যখন ডুবে যায়- এ তিন সময় সূর্য পূজারিরা সূর্যকে সেজদাহ করে। তখন কেউ যদি নামাজ পড়ে তাহলে তাকেও সূর্য পূজারি মনে হতে পারে। এ জন্য এ সময় সব ধরনের নামাজ পড়া এবং সেজদাহ করা ইসলামী শরিয়ত মাকরুহে তাহরিমি তথা নিষেধ মনে করে।

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানাভী (রহ.) বলেন, এ তিন সময়ে নামাজ তো দূরের কথা এমনকি তিলাওয়াতে সেজদাহ করাও নিষেধ। জানাজার নামাজ এবং মৃতকে দাফন করাও নিষেধ। তবে মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার প্রয়োজন হলে জানাজা পড়িয়ে দাফন করার অনুমতি আছে।

এ ছাড়াও কেউ যদি কারণবশত আসর নামাজ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে সূর্য ডুবতে শুরু করার আগে আগে আসরের নামাজের নিয়ত বাঁধলে আর এর মধ্যে সূর্য ডোবা শুরু হয়ে গেলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। সূর্য ডোবা শুরু হয়ে গেলে আর আসর নামাজ পড়ার সুযোগ থাকে না। তখন আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক



জালালি কৈতর হত্যা মামলা হাইকোর্টে গড়িয়েছিল



সেলিম আউয়াল

ঝাঁকে ঝাঁকে কৈতর উড়ে দেখতে কি সুন্দর
জালালের জালালি কৈতর.....

হযরত শাহজালালের (রহ.) স্মৃতি জড়ানো 'জালালি কৈতর' (কবুতর) হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলা সিলেট থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। শেষ মেষ কবুতর হত্যার অভিযোগে হত্যাকারী পুলিশ কনস্টেবলের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছিলো। আইনজীবী ও সমাজসেবী শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত বিএল তার আত্মস্মৃতিতে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–'১৮৭২ ইংরাজীতে একজন ইংরাজ যুবক, যিনি সহরের সহকারী পুলিশ সাহেব ছিলেন, গুলি করিয়া সরকুম অর্থাৎ প্রধান সেবাইতের ভাঙ্গা দালানস্থিত একটী পায়রার প্রাণনাশ করেন। পরে তাহার বাড়ীর একদিকে ঢুকিয়া ঐ মৃত পায়রাটি হস্তগত করেন। এই ঘটনায় দরগাস্থিত মুসলমানগণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে ও সরকুম সাহেব পুলিশ সাহেবের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দম রুজু করেন। কিন্তু স্থানীয় হাকিমের বিচারে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় ও মিথ্যা মোকদ্দমা আনার জন্য সরকুম সাহেব অভিযুক্ত হন। মোকদ্দমা পরে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্ট আইনঘটিত দোষে ছানি বিচার জন্য ঐ মোকদ্দমা জিলা জজের নিকট প্রেরণ করেন। নবাগত জজ মস্‌প্রেট সাহেবের বিচারে পুলিশ সাহেবের ৫ টাকা জরিমানা হয়। আর সরকুম সাহেব বেকসুর খালাস পান।'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সেই সময়ের হবিগঞ্জ মহকুমার উচাইল পরগণার ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বাংলার ঢাকা বিভাগ থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা দেবার জন্যে তার প্রথম সিলেট শহরে আসা। পরীক্ষা দিয়ে তিনি শহর ছেড়ে নিজেদের গ্রামে চলে যান। দুমাস গ্রামে কাটিয়ে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি কলকাতা ছেড়ে সিলেট চলে আসেন এবং জুন মাসে শ্রীহট্ট জিলা স্কুলে ষষ্ট শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলটি তখন সিলেট শহরের চৌহাট্টায় মুনারায়ের টিলায় (বর্তমান জজের টিলা) অবস্থিত ছিল। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি আইন পেশায় যোগ দেন। তিনি সিলেটের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ দত্ত 'শ্রীহট্টবাসী' নামের পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার 'অপরাধে' তাকে ইংরেজ রাজ কর্মচারীর রোষানলে পড়েছিলেন। তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে মাসিক মৈত্রী প্রকাশিত হয়।



শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত বিএল-এর আত্মজীবনী *শ্রীভূমির-স্মৃতিকথা*-এর একটি জরাজীর্ণ কপি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের পাঠাগারে পেয়েছি। বইটির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা না থাকায় প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থল ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রফেসর নন্দলাল শর্মা লিখেছেন–'বিশ শতকের প্রথম দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সংসদে রক্ষিত বইটির প্রথম দিকের দু চারটে পৃষ্ঠার পর পুরো বইটি পড়া যাচ্ছে। পুরো বইটিতে একজন অসাম্প্রদায়িক-উদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্তের ছবি ফুটে উঠেছে।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের সিলেট শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। তখন সিলেটে সুউচ্চ ভবন ছিলো না। চৌহাট্টার মনারায়ের টিলাতে দাঁড়িয়ে পুরো শহর দেখা যেতো, শহরটা ছিলো ছবির মত–'স্কুলটা তখন মনুরায় বা মনা রায় টিলার উপর ছিল। স্কুলের থাকা ঘরটা অনেক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। ছেলেরা এই ক্ষুদ্র শৈলখন্ডের উপর থেকে সমগ্র সহরটার নয়নাভিরাম সকল দৃশ্য দেখিতে পাইত। বর্ষাকালে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় সুরমাকে বহিয়া যাইতে দেখিত। আবার অদূরে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত গিরিগাত্রবাহিনী নির্ঝারণীগুলি রজত রেখার ন্যায় কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পদ লইয়াই তাহাদের চোখে পড়িত।' তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, মনারায়ের টিলায় এক অংশে ছিলো জিলা স্কুল এবং অপর অংশে লংলার জমিদার আলী আমজদ খাঁর পাকা বাড়ি। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সেই পাকাবাড়ি ও স্কুল ভবন ধ্বংস হয়ে যায়। তখন ভূমিগ্রহণ বিষয়ক আইনের বলে সরকার সেই ভূমিটি নিয়ে নেন। উভয় স্থানে সরকারিভাবে দুটো বাংলো বানানো হয়। বর্তমানে আলী আমজাদের পাকা বাড়ির স্থানে সিলেটের জেলা ও দায়রা জজের বাংলো এবং স্কুলের স্থানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাংলো।

সরকার প্রতিষ্ঠিত জিলা স্কুলটিই ছিলো ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের একমাত্র এনট্রান্স স্কুল। তখন বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা পড়াশোনার জন্যে সিলেট শহরে আসতো। সেই সময়টায় ছাত্রদের জন্যে আজকের মতো হোস্টেল ছিলো না। ছাত্রদের আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ দত্ত আলোকপাত করেছেন–'ছেলেদের মনে তখন খুব স্ফুর্তি ছিল। বাসায় বাসায় থাকিয়া তাহারা পড়াশুনা করিত। দূরবর্ত্তী আত্মীয়কেও তৎকালে বাসায় স্থান দিয়া খোরাকী খরচ দেওয়ার প্রথা ছিল। বড় বড় বাসায় অনাত্মীয় ছেলেও স্থান এবং খোরাকী পাইত। তখনকার দিনে বিদ্যাদানে অনাত্মীয়কেও সাহায্য করিয়া মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক পূণ্য অর্জ্জন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত ও সমাজে নির্ম্মল যশের অধিকারী হইত। যাহারা এইরূপ করিত না, সমাজে তাহাদের খুব নিন্দা হইত।'

নগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সিলেটের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছেন–'জনকতক খৃষ্টশিষ্য বাদ দিলে হিন্দু মুসলমান লইয়াই সহর এবং সংখ্যায় উভয় ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে সামান্য ইতরবিশেষ হইতে পারে। বহু সংখ্যক দেবায়তন ও মসজিদ অতীতের গৌরবস্মৃতি বুকে লইয়া আজও হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় দিতেছে। সহরে একটা বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিষ আছে। আখড়া, দেবালয়, মসজিদ, গোরস্থান সহরের বহুস্থলে কাছাকাছি বা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া একটা উদার ধর্ম্মভাব ঘোষণা করিতেছে। কেহ কাহারও ধর্ম্মাচরণের প্রচলিত প্রথায় আজও বাধা দেয় নাই। বাঙ্গালার বা তথা ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মসজিদের সামনে বাদ্যভাণ্ড লইয়া এই সহরে কোন গোলযোগ আজও ঘটে নাই।'

মুরগি খাওয়া নিয়ে একটি বিপত্তির ঘটনা নগেন্দ্রনাথ দত্ত তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন–'মুরগীর ত কথাই নাই। খাইলে সদ্যই জাতিপাত হইত। তৎকালের অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটী ঘটনার সহিত যদিও আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। আমরা চারিটি বন্ধুর (শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সতীশ চন্দ্র সেন, কালীকুমার দেব ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত) তৎকালে একটা খেয়াল হইল যে সামাজিক কুসংস্কারে পদাঘাত করিয়া আমাদের একটা মুরগী খাওয়া উচিত। তৎক্ষণাৎ এক বুড়ো মুসলমান খলিফার মারফতে আমরা একটী মুরগী কাটাইয়া বাসায় আনিলাম। মুরগীটা রান্না হইলে আমরা একত্র বসিয়া খাইলাম। একে ত আমরা মুরগী কখনও খাই নাই। কেমন ঘেন্না করিতে লাগিল। তদুপরি তাড়াতাড়ি বশত: তরকারীতে নুনও দেওয়া হয় নাই। আমরা রাত্রে মুরগী খাই। পরের দিনই কথাটা সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। আমরা নিজেরাই এত বড় একটা বীরত্বের কথা গোপন রাখিতে পারি নাই। সহরের ছেলে মহলেও তখন দুইটা দল ছিল। একদল হিন্দু সমাজের বাঁধন একদম ছিড়িয়া ফেলিতে উদ্যত। অপর দল অতটা সাহস প্রকাশ করিতে নারাজ। [.....] অনেক আলোচনা ও আন্দোলনের পর আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করাই অবধারিত হয় ও আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে থাকিয়া যাই। শশীন্দ্রচন্দ্র আমার মাতৃকুলের সন্তান থাকায় আমার অসম্পর্কিত ছিলেন না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহার পিতা আসিয়া তাকে বাড়ী লইয়া যান ও অল্প বয়সেই এক ধনী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন। আমার আবাল্য বন্ধু কালীকুমার ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এই গোলযোগে তাহার পড়াটা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

নির্বাচনের দিন ভোটদান আপনার জন্য যদি সুবিধাজনক না হয়



নির্বাচনের দিনের পূর্বে আপনি ব্যক্তিগতভাবে ভোট দান করতে পারেন।

★★★

শনিবার,
10/24 থেকে
রবিবার,
11/1 পর্যন্ত

আপনার কাছাকাছি সময়ের পূর্বে ভোটদান এর জায়গা খুঁজতে **voting.nyc** দেখুন।

DEMOCRACY NYC
YOUR VOICE, YOUR POWER

nyc votes



মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সিরাজী'র ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

ইলাহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। মত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ছেলে, ২মেয়ে সহ আত্নীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের নামাজে জানাজা সোমবার (১৯ অক্টোবর) বাদ জোহর ডেট্রয়েটের নূর মসজিদে এবং তার মরদেহ মিশিগানের ট্রয় সিটির মুলিম কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সিরাজী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হয়েছিলেন। এছাড়া ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী হিসেবে তিনি বিভিন্ন মহলে পরিচিতি ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশে এবং প্রবাসে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-এর পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের খাসা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সিরাজী সিলেটে আলফালাহ নামে কয়েকটি টাওয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় ডিস্ট্রিবিউটর ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। সদালাপি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম চলতি বছরের ২১ মার্চ স্বায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্বপরিবারে আমেরিকা আসেন এবং মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাস শুরু করেন।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দূর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT/INJURY, SLIP & FALL
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিস-এ ১০ বছরের অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুক্স
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

বিশ্বে একদিনে রেকর্ড ৪ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথমবারের মতো বিশ্বে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কমপক্ষে ৪ লাখ মানুষ। নতুন করে সংক্রমণ রোধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যখন কারফিউসহ নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করছে তখন শুক্রবার দিনশেষে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এতে বলা হয়, গত কয়েক সপ্তাহে নতুন করে করোনা ভাইরাসের এপিসেন্টার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইউরোপ। গত সপ্তাহে সেখানে গড়ে প্রতিদিন আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ ৪০ হাজার মানুষ। ভারত, ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে মোট যত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, অঞ্চল হিসেবে ইউরোপ একদিনে তার চেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। রয়টার্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিশ্বে আক্রান্ত প্রতি ১০০ মানুষের মধ্যে ৩৪ জনই ইউরোপের দেশগুলোর। প্রতি ৯ দিনে ইউরোপে ১০ লাখ মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন বর্তমানে।

সব মিলে করোনা ভাইরাস মহামারি শুরুর পর থেকে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৩ লাখ।

রয়টার্সের হিসাবে বলা হচ্ছে, ১৮ই অক্টোবর সমাপ্ত সপ্তাহে ইউরোপে যে পরিমাণ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই আক্রান্ত হয়েছেন সেখানকার বড় বড় দেশে। এর মধ্যে রয়েছে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং স্পেন। প্রতি সাত দিনের হিসাবে গড়ে নতুন আক্রান্তের দিক দিয়ে ইউরোপে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স। প্রতিদিন সেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন ১৯ হাজার ৪২৫ জন। এরপরেই রয়েছে বৃটেন, রাশিয়া, স্পেন এবং নেদারল্যান্ডস। এ অবস্থায় ইউরোপের বেশ কিছু দেশে স্কুলকলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অত্যাবশ্যক নয় এমন সব অপারেশন। করোনা মহামারি প্রতিরোধে মেডিকেল পড়ুয়াদেরকে সেবাখাতে ডাকা হয়েছে। রাশিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে অনলাইনে পড়াশোনা করতে বলা হয়েছে। দু' সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ করেছে উত্তর আয়ারল্যান্ড। চার সপ্তাহের জন্য বন্ধ করা হয়েছে রেস্তোরাঁ। স্পেনের ক্যাটালোনিয়ার কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের জন্য বার ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিয়েছে। খুব কমসংখ্যক মানুষকে কেনাকাটার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্রেও স্কুলের পড়াশোনা দূরবর্তী মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাজার হাজার মেডিকেল পড়ুয়াকে সরকারি সেবাখাতে ডাক দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিছানা প্রস্তুত রাখতে অতি প্রয়োজন নয় এমন অপারেশন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে হাসপাতালগুলোকে।

পোল্যান্ডে নতুন করে রেকর্ড ৬৫২৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর দেশ বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে বলে সতর্কতা দিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। এ সপ্তাহে সেখানে মারা গিয়েছেন ১১৬ জন। সেখানে নার্সদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মিলিটারি ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনা করা হচ্ছে। মোট সংক্রমণের মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগই লাতিন আমেরিকার। এর ফলে তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল বলে বিবেচিত হচ্ছে। এরপরেই রয়েছে এশিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ। সেপ্টেম্বরের তুলনায় ভারতে এ মাসে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। রয়টার্সের হিসাবে সেখানে সেপ্টেম্বরে প্রতিদিন আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯ হাজার মানুষ। গত তিন সপ্তাহে এই সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ১৩ই অক্টোবর সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড করা হয় ৫৫৩৪২। ১৮ই আগস্ট থেকে এটাই প্রতিদিনের হিসাবে সবচেয়ে কম সংক্রমণ। বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন।

ভুল স্বীকার করে বিএনপি হাইকমান্ডকে শাহ মোয়াজ্জেমের চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে সমালোচনা করে বক্তব্য দেয়ায় এই ভুল স্বীকার করে গত বৃহস্পতিবার দলের হাইকমান্ডকে চিঠি দেন তিনি।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো চিঠিতে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, দলের নেতৃত্ব নিয়ে বক্তব্য দেয়ায় তিনি মর্মাহত, দুঃখিত ও লজ্জিত। একই সঙ্গে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসেবে বিবেচনা করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন।

খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীর উত্তম বক্তব্য রাখেন। তাদের এমন বক্তব্যে দলের একটি অংশ চরম ক্ষুব্ধ হয়। তারা মনে করেন, নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি ওঠে।

শাহ মোয়াজ্জেম গণমাধ্যমকে বলেন, আমি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছি। কারণ দলের শীর্ষ নেতা সম্পর্কে আমার এসব বলাটা ঠিক হয়নি- এটা আমি স্বীকার করছি। আবার এটাও ঠিক আমার খন্ডিত বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। আমি অসুস্থ। ওই দিনের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়েছি। আশা করি দল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Inspiring
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

পত্রিকায় সবইতো আমেরিকান নির্বাচন নিয়ে খবর।

- আচ্ছা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থা কেমন। তিনি কি এখন পুরোপুরি সুস্থ?

- এটাতো মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।

- যেমন, একটু বুঝিয়ে বলো।

- মিডিয়ার কাছেও এবিষয়ে নিশ্চত কোন খবর নেই। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যের খবর জনগণকে না জানানোর জন্য এই ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে। যদিও তাঁর ডাক্তার বলছেন প্রেসিডেন্ট ভাল আছেন এবং তাঁর থেকে করোনা ছড়ানোর ঝুঁকি নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন এতো সত্য। করোনা আক্রান্ত কারো সান্নিধ্যে এলেও দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকার বাধ্য বাধকতা রয়েছে। তবে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের করোনা বিষয়ক টাস্কফোর্সের বিশেষজ্ঞ সদস্য এ্যান্থনি ফাউসি। তিনি বলেছেন, হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনের অনুষ্ঠান থেকে করোনা ছড়িয়েছে ব্যাপক হারে।

ইউএস সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি এ্যমি কোনি ব্যারেটের মনোনয়ন অনুষ্ঠান থেকে প্রেসিডেন্ট ফাষ্টলেডী সহ ট্রাম্প প্রশাসনের অন্তত ২৫ ব্যাক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টসিয়াল বির্তক অনুষ্ঠানই হলোনা। শোয়েব থামাল এবার।

তাহলে প্রেসিডেন্ট যে আবার নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়লেন তাতে ঝুঁকি বাড়লো না। ডালিয়া জানতে চাইল।

-তা বেড়েছে নিঃসন্দেহে। পেন্ডামিকের প্রথম থেকেই তিনি কোন নিয়ম মানতে রাজি নয়।মাস্ক পরবেন না। নিজে করোনা আক্রান্ত হয়ে মাত্র তিন দিনের মাথায় হাসপাতাল ছেড়ে এলেন। এতসব ফিরিস্তি টানলে মহা ভারত হবে। তাছাড়া তিনি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরামর্শ মানতে রাজি নয়।তা হোক করোনা বা ক্লাইমেট যেকোন বিষয়ে। ডালিয়া বললো শোন, তিনি প্রেসিডেন্টতো, সবই পারেন। তিনিই সর্বেসর্বা। নির্বাচনের অবস্থা কি সব জরিপে দেখছি বাইডেন এগিয়ে আছেন। অবশ্য এরকম জরিপ আমরা দু হাজার ষোলতেও দেখেছি। আবার ফল দেখেছি বিপরীত।তা এবারের আসলেই পরিস্থিতি কেমোন?

-জরিপ হচ্ছে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সর্বোত্তম মানদন্ড। আর আমেরিকান সমাজ জরিপের উপর নির্ভরশীল বলা যায়। বর্তমান নির্বাচন দু'হাজার ষোল সালের চাইতে নানা কারণে সম্পুন্ন ভিন্ন। তখন আর এখন চার বছরের ব্যাবধান। তখন ছিলেন একজন নারী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। মিশিগান, প্লেসে - লভেনিয়া, উইসকনসিন এসব রাজ্যে নিয়ে ডেমোক্রাটের ছিল প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। এর ফলও

ভোগ করছেন তাঁরা। এর বাইরে আরো অনেক কারণ আছে হিলারীর হারার পেছনে। তা হলে এবার বাইডেন বিজয়ী হবেন? আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দেয়া যায় কিনা তা নিয়ে বিস্তর ভেবেছি। কিন্তু মন থেকে এখনও সায় পাচ্ছিনা। দেখা যাক এখনো দুই সপ্তাহ বাকী আছে।

-কেন তোমার আবার কি হলো। তুমিতো প্রেসিডেন্টের ভক্ত, গুনমুগ্ধ। শোয়েব ফোঁড়ন কাটলো। আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সত্যিই হেরে গেলেও ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করে বসেন তবে...?

-কেন, এটা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ নাকি? দেখছোনা তাঁর কিম জং উন, পুতিন, মোদী, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ সহ আরব শেখদের এবং স্বৈরাচার শাষকদের সাথে কত দহরম-মহরম। এদের থেকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নতুন কোন কৌশল করায়াত্ত করেছেন হয়তো, কে জানে!

-তোমার এই সেন্স অব হিউমারের তারিফ করতেই হয়।অবশ্য কথাটা একেবারে মন্দ বলনি। জানো আমার এসব দেখে কিন্তু ভয় হচ্ছে। আজ সিকি শতাব্দি এদেশে আছি আগে কখনো এত আনসিকর্ড মনে হয়নি। আমাদের মতো সংখালঘু সম্প্রদায়ের এখানে ভবিষ্যত কি! আমাদের সন্তান সন্ততিদের অবস্থান কেমোন হবে এমাটিতে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি আর কিছু না করলেও আমেরিকার আসল চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছেন আমাদের সামনে। ডালিয়া ছেদ টানলো।

-হ্যাঁ শেতাঙ্গ আদিপত্যবাদীদের তাঁর সময়ে এই উত্থান অভাবিত।মিশিগান রাজ্যের গভর্নরকে কিডন্যাপ প্ল্যান সামান্য কথা নয়। এর পেছনে শক্তিশালী কোন গোষ্ঠী কলকাঠি নাড়ছে নিশ্চয়। শান্তি প্রিয় সকল মানুষ উদ্বিগ্ন। অনেকে নানা আশংকার কথা বলছেন। নির্বাচনের দিন কোন গোলযোগ হবে?

-এখন পর্যন্ত তেমোন আশংকা দেখছিনা। আজ দেখলাম নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রসহ সব জায়গায় গান বহন নিষিদ্ধ করে মিশিগানে বিশেষ একটি অধ্যাদেশ জারী করেছে। তবে আগাম কিছুই বলা যায়না। কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই। সময় আছে আগাম ভোটের কাজ সেরে ফেল।

এখন তাই করতে হবে দেখছি। আচ্ছা ব্যালট কি ভাবে পাওয়া যাবে। সিটি ক্লার্কের অফিসে। ফটো আইডি লাগবে, ব্যাস।

এবার পেন্ডামিকের কারণে বেশীর ভাগ ভোটার অ্যাবসেন্টি ব্যালটে ভোট দিচ্ছেন। চাইলে ডাকযোগে

ব্যালট আনাতে পার। যেহেতু সময় কমে আসছে, তাই নিজে গিয়েই ভোট দিয়ে আসা উত্তম। তাতো বুঝলাম। কিন্তু ডাকযোগের ভোটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এত আপত্তি কেন বলতে পারো?

-জানিনা তিনি কেন এই অবান্তর জিকির তুলেছেন।

এখানে কোন রকমের নয়-ছয়ের প্রশ্নই আসছেনা। প্রত্যেকটি ব্যালট ট্র্যাকিং করা যাবে অন লাইনে। তা ছাড়া বিগত নির্বাচনে ৫০ মিলিয়ন ব্যালট ডাকযোগে কাষ্টিং হয়েছিল। তখন প্রেসিডেন্ট বা রিপাবলিকান শিবির থেকে কোন আপত্তি উঠেনি। আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগে তাও আবার আমেরিকার মত দেশে এসব একদম বেমানান। তাহলে প্রেসিডেন্টের এমন বক্তব্য হালে পানি পাচ্ছেনা তাইতো? আমাকে একটু শপিংয়ে বেরুতে হবে।

-শোন, ছোট্ট একটি জোকস বলেই ফোন রাখবো।

এক ভদ্রলোক ফুটপাথে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন সর্বনাশ! মান ইজ্জত সব একেবারে পাংচার। বললেন- আগের দিনগুলো গেলো কোথায়? যখন দেখলেন তাঁর এই উষ্টা খাওয়া এবং পতন কেউ লক্ষ্য করেনি তখন বলে উঠলেন আগেই কী (!) ছিলাম আর এখনই বা কী!

৭১ এর 'সংবাদ নয় সংযোগ'

(শেষের পাতার পর)

স্থাপন করিয়ে দেন তাদেরকেও 'মিডিয়া' বলা হয়; যার অন্য নাম 'মিডলম্যান' বা দালাল!

সংবাদমাধ্যম হিসাবে 'মিডিয়ার' কাজ সংবাদ দেয়া, আর সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে 'মিডিয়ার' কাজ দালালী করা! যেমন গারমেন্টস এর ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে যারা সংযোগ স্থাপন করে দেয়ার দালালী করেন তাদেরকে বায়িংহাউজ বলে। পুজিঁ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যারা সংযোগ স্থাপন করেন তাদেরকে ব্রোকার হাউজ বলে। জমি কেনা বেচায় যারা দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন তাদেরকে জমির দালাল বলে। গরুর ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সংযোগকারীকে গরুর দালাল বলে। পতিতাকে তার খদ্দেরের সাথে যিনি সংযোগ করিয়ে দেন বাংলাদেশে সোজা ভাষায় তাকে 'মা.....র দালাল' বলে!

সুতরাং দেখতে টিভি চ্যানেলের মতো, আর আর আওয়াজে সংবাদমাধ্যমের মতো হলেও সবই সংবাদ মাধ্যম নয়! বিশেষ করে '৭১' এর মতো যারা নিজেরাই ঘোষণা দিয়ে বলে- 'সংবাদ নয় সংযোগ' তাদেরকে আপনি দালাল না বলে, জোর করে সংবাদ মাধ্যম বানাবেন কি করে? ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরকে ধন্যবাদ যে, তিনি শক্ত প্রতিকুলতার মধ্যেও সাহস করে সংবাদমাধ্যম আর দালালমাধ্যমের মধ্যকার পার্থক্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন! বিষযটি আরো পরিস্কার করে বলি,- সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমের কাজ কি? তথ্য পৌছে দেয়া, সংবাদ পৌছে দেয়া। কিন্তু কারো বিচার করা, কাউকে সফল বানানো, কাউকে বিফল করার চেষ্টা, কারো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা, কারো সাথে কারো যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন করে দেয়া কি সংবাদ মাধ্যমের কাজ? না!

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টিভি চ্যানেল, সংবাদ সংস্থা বা সার্ভিসে এমন অনেক মেধাবী সাংবাদিক আছেন যারা অনেক আদালতের অনেক বিচারকের চেয়ে অনেক বেশী আইন জানেন, তারা অনেক বিচারকের চেয়ে অনেক বেশী সুক্ষ বিশ্লেষন ও বিবেচনাবোধ সম্পন্ন! কিন্তু তাতে কি? তিনি কি কোনো ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাতে জড়িতদের বিচার করতে পারবেন? করবেন? সকল বিবেচনাতেই উত্তর হবে- না! তিনি শুধুই সংবাদ সংগ্রহ করবেন। ভাল বিচার করতে জানলেও তিনি বিচার করবেন না, ভাল মতামত দিতে পারলেও তিনি মতামত দিবেন না, ভালো মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতে পারলেও তিনি অপরাধী চক্র-পুলিশ-গোয়েন্দা-সরকারের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করবেন না! নাহলে তিনি আর সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী থাকবেন না, মিডলম্যান বা দালাল হিসেবেই বিবেচিত হবেন!

তেমনিভাবে কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের নামে স্থাপিত অফিস যদি কোনো পক্ষের বিচার করা, কিংবা এক ধরণের ইন্টারোগেশন বা জিজ্ঞাসাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়; অথবা অফিসটি যদি বিরোধী পক্ষকে সাইজ করা, বা গনমানুষের বিপরীতে কোনো দলের শাখা অফিস হিসেবে ব্যবহার করা, বা ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, বা কালো টাকা সাদা করা, বা মাদক ব্যবসা, চোরাচালান, আদম পাচার, নারী নির্যাতনসহ অপরাধী গোষ্ঠির ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন কি সেটিকে আর গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যম বলা যায়?

তাহলে যারা সংবাদ নয় সংযোগের ঘোষণা দিয়েই তথ্য বা সংবাদ দেয়ার বদলে বিচারকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়, এবং স্পষ্টতই কোনো গোষ্ঠির এজেন্ডা বাস্তবায়নের ঠিকাদারী করে, তাদেরকে কোন সংজ্ঞায় সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যম বলা যাবে?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিনেমা নাটকেতো আছেই, বাস্তবেও এমন বহু প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দেয়া যাবে যুগে যুগে যারা সংবাদমাধ্যম সেজে বিদেশী শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়নের অফিস হিসেবে কাজ করেছে, গোয়েন্দা সংস্থার শাখা হিসেবে কাজ করেছে, কিংবা কোনো সরকার বা দলের প্রচার সেল হিসেবে কাজ করেছে! তারা আর যাই হোক নিরেট কোনো সংজ্ঞাতেই সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যম নয়!

একটি সংবাদ মাধ্যমের নিজস্ব আইডলজি বা আদর্শ থাকতে পারে, তবে তাকে অবশ্যই সংবাদ মাধ্যমের মুল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অক্ষুন্ন রেখেই তার চর্চা করতে হবে! এ বাধ্যবাধকতা সংবাদমাধ্যমের রয়েছে। এটিই সংবাদ মাধ্যম আর কোনো দল, সংগঠন, গোয়েন্দা সংস্থা বা অপরাধী চক্রের প্রচার সেলের মধ্যে পার্থক্য! যারা এই পার্থক্য বুঝবেন না বা মানবেন না, তারা আর যাই হোন সংবাদ মাধ্যম নয়! তার ওপর কেউ যদি কোনো দল বা সংস্থার এজেন্ডা বাস্তায়নের দায়িত্ব ও বিনিময় লাভের আনন্দে দিশেহারা হয়ে বলেই ফেলে- তিনি সংবাদ নয় সংযোগ স্থাপন করেন! তখন আমি আপনি তাকে সংবাদমাধ্যম বলবো কোন মুখে!

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক



Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



Ali A. Chowdhury
Managing Director

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদন্ড

(৪৬ পাতার পর)

এইচ মিয়া, সাবেক সভাপতি জাহিদ হাসান, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য হেলাল মিয়া, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ, সাবেক দপ্তর সম্পাদক মৃদুল করিম, নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট ছাত্রলীগের সভাপতি রায়হান মাহমুদ। যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এ. এম. উয়েজ, শাহরিয়ার হোসেন রুবেল, শেখ সম্রাট নীল, জয় হোসেইন, অপু খান, সম্রাট আহমেদ, খান মিনহাজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম জয়, সোহান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা দেশব্যাপী নারী-নির্যাতন ও ধর্ষনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং এই অপরাধ দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার বলেই ধর্ষনের ঘটনাকে সর্বোচ্চ জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় বলেই ধর্ষকের শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড' আইন করেছে। এতে প্রমাণ হয় যে, এই সরকার জনবান্ধব সরকার। বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন দেশের মানুষ ভালো থাকবে। এজন্য দেশ ও প্রবাসে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

ভোটার হয়েও ভোটবঞ্চিত ৫২ লাখ আমেরিকান

(প্রথম পাতার পর)

অন্তত ১৫ শতাংশ কমেছে। এবার প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় ১৬ কোটি মানুষ ভোট দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এ সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৭৫ লাখ। আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে আয়োজিত আগাম ভোটের ফলে এক কোটি ৭০ লাখ আমেরিকান ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের সবাই যাতে ভোট দিতে পারেন এজন্য নতুন ভোটার নিবন্ধন চালু রয়েছে। যা চলবে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত।
)

বাড়ী ক্রয়ে ৩০

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জন-প্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

পি-ইভিটি কার্ড সচল থাকবে

(শেষের পাতার পর)

পিইভিটি কার্ড পাননি তাদেরকে ফোনে, ইমেইলে সংশ্লিস্ট শাখায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন সুত্রে জানা যায়, যারা স্কুলে যাচ্ছেন এবং যারা বাসায় বসে রিমুট লার্নিংএ রয়েছেন সবাই এই সুবিধা পাবেন। এই সুবিধা চাইল্ড কেয়ারের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য থাকবে বলে জানা গেছে।

এদিকে পি-ইভিটি বছরজুড়ে পাওয়া যাবে এমন খবরে স্বস্তি বিরাজ করছে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটিতে। করোনাকালে ফেডারেল প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্তে যে পরিবারে একাধিক সন্তান রয়েছে সে সব পরিবারে একটু বাড়তি আনন্দ কারন দুটি কার্ডে ৮৪০ ডলার, আরো বেশী হলে ৪২০ ডলার করে পাবেন অধিক অর্থ সুবিধা। ২০২০ সালে সামার (গ্রীষ্ম) মিলের (খাবার) বিপরীতে স্কুল পড়ুয়া শিশুরা যে সুবিধা পেয়েছিল সেই সুবিধা ২০২১ সালে অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রদের ই-মেইল পাঠিয়ে জানাচ্ছেন এই আনন্দ বার্তা। ই-মেইল প্রাপ্তির কথা বাংলা পত্রিকাকে জানিয়েছেন অনেক অভিভাবক। পিই-ভিটি সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য হেল্প লাইন চালু রয়েছে, এ ব্যাপারে যে কোন প্রয়োজনে ১-৮৩৩-৪৫২-০০৯৬ নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে। পাওয়া যাবে ভাষাগত সহায়তা।

হতাশায় ডুবে রয়েছেন কমিউনিটি, কর্মহীনতার পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে ফেডারেল সহায়তা এমন বাস্তবতায় বাসার ভাড়া পরিশোধ করতে পারছেন অনেকে। মাসের খরছ যোগাড় করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সাপ্তাহিক অল্প বেকার ভাতার উপর ভরসা করা যাচ্ছেনা। এমন বাস্তবতায় পিইভিটি কার্ড সহায়তা করবে হতাশাগ্রস্থ পরিবারকে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রবাসীরা।

চট্টগ্রাম সমিতির সদস্য সংগ্রহ নবায়ন কার্যক্রম

(শেষের পাতার পর)

গত ১৭ অক্টোবর থেকে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে অবস্থিত সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে এই কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। সংগঠনের নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন চলবে আগামী ২৯ নভেম্বর রোববার রাত ৯টা পর্যন্ত।

এই কার্যক্রম সফল করার জন্য সংশ্লিস্ট সকলের সাহায্য কামনা করা হয়েছে। সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, দুই বছরের জন্য সদস্য ফি নগদ অর্থ ২৪ ডলার দিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ করে সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা অনুধায়ী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহজান মাহমুদ কর্মসূচী সফল করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন যথাক্রমে মুজিবুল হক, রতন চৌধুরী, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুরশেদ রেজভী চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মাস্টার নাসির উদ্দিন ও এ টি এম নাজির হোসেন।

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০



ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাউজিং প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেন ইনক এর সাধারণ সভা রোববার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় ব্রঙ্কসের খলিল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কামরুজ্জামান বাবু। পবিত্র কোরআন থেকে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সভায় খসড়া গঠনতন্ত্রের উপর ব্যাপক আলোচনার পর কিছু সংযোজন, বিয়োজনের পর সংবিধানটি অনুমোদন করা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর এবং সময়োপযোগী সংবিধান উপহার দেয়ার জন্য সাধারন সদস্যরা সকলে সংবিধান প্রণয়ন কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। সভায় মো: কামরুজ্জামান বাবু, খলিলুর রহমান, শফিকুর রহমান, মো: মামুনুর রশীদ, এমএস হক, মো: শরীফুল ইসলাম, মো: ইব্রাহিম, নো: পাশা মিয়া, সিরাজ উদ্দীন বাহার, হাবিব রহমান, মিজানুর রহমান, আবুল বাসার, জামাল উদ্দীন হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম, শামীম মিয়া মিলন, মোজাফফর হোসাইন, বেলাল হোসাইন, মো: শফিকুল ইসলাম, বিলাল ইসলাম, স্বপন তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে এই প্রথম বারের মত ৩০ জন বাংলাদেশীর উদ্যোগে নিউইয়র্ক সিটি থেকে ৪০ মাইল দূরত্বের মধ্যে একটি পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুপুরের খাবার গ্রহনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। যথাসময়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের জন্য সভাপতি কামরুজ্জামান বাবু সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে
NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ
যোগাযোগঃ আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

আমেরিকার নির্বাচন এবারও ল্যাংড়া ঘোড়াই!

(শেষের পাতার পর)

সাহেব কিছুটা সামলে নিয়েছেন! এতটাই ঘাবড়ে গেছিলেন বলা নাই কওয়া নাই নিজেই নিজেকে করোনা পজিটিভ ঘোষনা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তী হয়েছিলেন, তিনদিন পার না হতে আবার নিজেই ভাল হয়ে গেছেন বলে বাড়ীও ফিরেছেন। করোনা পজিটিভ হলে চৌদ্দ দিন কোয়ারেন্টিনের থোড়াই কেয়ার করে রাতারাতি 'ফিট'! কে তাকে ফিট ঘোষনা করলো কে পজিটিভ নিগেটিভের সার্টিফিকেট দিলো! সকালে এক কথা তো বিকালে আর একটা। এই 'হাফ মানসিক রোগী' ভদ্রলোক এতদিন পুরো হোয়াইট হাউসকে যেন একটা পাগলা গারদ বানিয়ে রেখেছেন। নিজে করোনা মানেন নাই হোয়াইট হাউসের কোন স্টাফও করোনা আক্রান্ত হলে চেপে থেকেছেন। যেইমাত্র ঘোষণা দিলেন তিনি পজিটিভ অমনি হাউস স্টাফরাও দলবেঁধে পজিটিভ হতে থাকলো! আর এক হিরক রাজা! চাহিদামাফিক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ওখানেও 'রিজেন্ট সাহেদ' রেডি! বিতর্কে হারার পর হয়তো মনে করেছিলেন করোনা রোগী সাজলে মানুষের সহানুভূতি সমর্থন পাওয়া যাবে। বা কৌশলে নির্বাচনটা পেছানোও যেতে পারে। যাই হোক, কেউ হয়তো বুঝিয়েছে নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নাই, বরঞ্চ হাস-পাতালে শুয়ে থাকলে লছ। অমনি কেরিক্যাচার বাদ দিয়ে নির্বাচনে ধ্যান দিয়েছেন! এবং যথারীতি পাবলিককে বিভ্রান্ত করতে নিত্য নানা বুলিও ছাড়ছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক বাতিল। কাল হলো টাউনহল মিটিং। হাস-পাতাল থেকে ফিরেই হোয়াইট হাউসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প সাহেব গণসমাবেশ করেছেন। এখন রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে জনসভায় হাজির হচ্ছেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেও কম লোক হচ্ছে না। এদের কারও কোন করোনা সতর্কতা নাই। ট্রাম্প মাস্ক পড়েন না তার অনুসারিরাও পড়ে না। জনমত জরিপ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সবতাতেই জো বাইডেন এগিয়ে। কিন্তু মজার ব্যপার হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এইসব জরীপের ভিত্তিতে এগোয় না বা ফলাফলেও জরীপের কোন ভুমিকা নাই। এ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এক বিটকেলে পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জাতীয়ভাবে পপুলার ভোটের কোন মূল্য নাই। পপুলার ভোট যে যতই পান জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় ইলেক্টরাল কলেজ বা রাজ্যে রাজ্যে সিনেটর-কংগ্রেসম্যানদের ভোটে। নিয়মটা হচ্ছে- কোন রাজ্যে যে প্রার্থী বিজয়ী হবেন ওই রাজ্যের সকল ইলেক্টরাল ভোট বাধ্যতামুলকভাবে ওই প্রার্থীর পক্ষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্ট হয়ে যাবে। এই ইলেক্টরাল ভোটাররা যে দলেরই হন ভোট প্রদানে তাদের কোন স্বাধীনতা নাই। এইসব ভোট যোগ করে যার পাল্লা ভারী হয় তিনিই নির্বাচিত ঘোষিত হন। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের চেয়ে জাতীয়ভাবে তিরিশ লক্ষ ভোট বেশী পেয়েছিলেন কিন্তু ইলেক্টরাল কলেজের ভোটে হেরে গেছেন। কাজেই এ নির্বাচনে জাতীয়ভাবে পপুলার ভোট বা জরীপ নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার অবকাশ নাই। ১৬তে হিলারিও প্রত্যেকটি জরীপে ট্রাম্পের চেয়ে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।

আমেরিকার রাজ্যগুলোকে প্রধানত: রিপাবলিকান সমর্থক প্রধান বা লাল এবং ডেমোক্রাটপ্রধান বা নীল বলে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এবং বাস্তবতা হচ্ছে ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২২টির মত রাজ্য লাল বা রিপাবলিকান প্রভাবান্বিত। আবহমান কাল ধরে এই রাজ্যগুলোয় রিপাবলিকান প্রার্থীরা জয়লাভ করে আসছেন- প্রার্থী যিনিই হোন। আবার ওদিকে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্ণিয়ার মত বেশ কয়েকটি বড় রাজ্যসহ ১৬ থেকে ১৮টি রাজ্য সলিড ডেমোক্রাট। মোটামুটি বাকি রাজ্যগুলোকে ধরা হয় ব্যাটেল ফিল্ড বা 'সুইং স্টেট'। এরা কারও প্রতি কমিটেড না, যখন যে দল বা প্রার্থীকে পছন্দ হয়, ভোট দেয়। বলা হয় এই রাজ্যগুলোর ভোটেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ২০০৮ এবং ১২তে বারাক ওবামা অধিকাংশ সুইং রাজ্য পক্ষে টানতে পেরেছিলেন, জিতে গেছেন। ১৬তে হিলারি মাত্র চারটি পেয়েছিলেন, হেরে গেছেন। ফলে ট্রাম্প এবং বাইডেন উভয় প্রার্থীই প্রচারণার শেষ দিকে এসে এই সুইং রাজ্যগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। সব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাই-ই হয়।

সাধারণভাবে আমেরিকার সাদারা ভীষনভাবে বর্ণবাদী। এরা মনে করে তারাই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকা শুধুই তাদের। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী তো বটেই বংশ পরম্পরায় বাস করা কালোদেরকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, মানুষই মনে করতে চায় না। এদের বিশ্বাষ এই পৃথিবীতে সবার প্রথম তাদের বেঁচে থাকার অধিকার। তাদের নিরাপত্তা জীবন-জীবিকা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য দেশে দেশে যুদ্ধ গনহত্যাসহ যে কোন পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে। সাদাদের এই মানসিকতাই হচ্ছে 'হোয়াইট সুপ্রিমেসি'। চিন্তা চেতনার দিক থেকে এরা ভীষনভাবে রক্ষণশীল। ট্রাম্প নিজে একজন সাদা। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ফলে একজন নীতি-নৈতিকতাহীন মান-সিকভাবে অসুস্থ, দুশ্চরিত্র, অসৎ এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে ১৬এর নির্বাচনে হিলারির মত একজন সিজন্ড পলিটিশিয়ানের বীপরিতে এই সাদারা পাশ করিয়েছে। চার বছর ট্রাম্পের পাগলামি ছাগলামি বিশ্বব্যপী নিন্দিত সমালোচিত হলেও এদের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়েছে। এরা মনে করে এইসব কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প 'সাদা শ্রেষ্ঠত্বের'ই প্রমান রেখেছেন। সম্পুর্ণভাবে সাদাদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন।

সবদিক বিবেচনায় এবারের নির্বাচনেও তারা ট্রাম্পকেই ভরষা হিসাবে বেছে নিয়েছে, অন্তত: এখন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে ট্রাম্পের প্রতি সাদাদের সমর্থনের সূচক তাই বলছে। চরিত্রগত দিক থেকে রিপাবলিকান পার্টি একটি রক্ষণশীল দল। নীতিগত বৈশিষ্ট্যের কারনে এই দলটি বরাবরই 'হোয়াইট সুপ্রিমেসির' পক্ষে। ফলে চার বছর ট্রাম্প একের পর অন্যায় অনৈতিক এবং আমেরিকা রাষ্ট্রের মুল চেতনাবিরোধী কর্মকান্ড চালিয়ে গেলেও রিপাবলিকান পার্টি বরাবরই তার পক্ষে থেকেছে। সমর্থন যুগিয়েছে। এমনকি নিকট অতীতে তার বিরুদ্ধে অভিস-ংশন উদ্যোগের বিরোধীতা করেছে। সর্বোপরি বিশ্বনিন্দিত এবং বিতর্কিত একজন নীতিহীন মানুষকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য মনোনয়ন দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত অবস্থা যা- দুই প্রার্থীই যার যার সলিড রাজ্যে থির আছেন। জাতীয়ভিত্তিক জনমত জরীপে বাইডেন ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে। ওদিকে সুইং রাজ্যগুলোয় এখন পর্যন্ত বাইডেনের পজিশন ভাল বলে জানানো হচ্ছে। বিবিসির এক সাম্প্রতিক জরীপে বলা হয়েছে ১৪টির মধ্যে ট্রাম্প মাত্র একটিতে এগিয়ে। এই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বলা যায় শেষ পর্যন্ত বাইডেনের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়বে। এই রাজ্যগুলোই ২০০৮ এবং ১২তে ওবামাকে জিতিয়েছিল। ১৬তে ওবামা হিলারির পক্ষে নামলেও নানা কারনে এসব রাজ্য ধরে রাখতে পারেন নাই।

তবে এবার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। এটা ভুললে চলবে না আমরা বিশ্ববাসী ট্রাম্পকে পাগল ছাগল অযোগ্য অপদার্থ যাই মনে করি আমেরিকার প্রায় অর্দ্ধেক জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি এখনও একজন হিরো। সাম্প্রতিক দুই একটি ঘটনায় তার কিছু সমর্থক বিগড়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে করোনা প্যানডেমিককে ডাউনপ্লে করা এবং ফ্লয়েড হত্যাকান্ডের জেরে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'হোয়াইট সুপ্রিমেসি' বিরোধী আপসার্জ। কালোদের মধ্যেও রিপাবলিকান পার্টির অনেক সমর্থক আছে। ওই দুই ইস্যুতে এদের অনেকেই ট্রাম্পের ওপর রুষ্ট। করোনার প্রথম আঘাতে মৃত্যুবরনকারীদের ৭০ থেকে ৮০ পার্সেন্ট ছিল কালো। এ নিয়েও তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ কাজ করছে। সব মিলিয়ে রিপাবলিকান সমর্থক কালোদের একটি বড় অংশের এবার ট্রাম্পকে ত্যাগ করার আশংকা রয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সব সময়ই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। বিভিন্ন জনমত জরীপে এখন পর্যন্ত জাতী-য়ভাবে বাইডেন এগিয়ে থাকলেও দিনে দিনে ব্যবধান কমে আসছে। এ মাসের গোড়ার দিকে এক জরীপে দেখা গেছিলো ব্যবধান ২০ পার্সেন্টের কাছাকাছি। পরশু ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত তা নেমে এসেছে সিঙ্গেল ডিজিট- মাত্র ৯ পার্সেন্টে। সুইং রাজ্যগুলোয় শেষটা কোথায় গিয়ে ঠেকে বলা যায় না। এখন পর্যন্ত সমস্ত হিসাবই বাইডেনের পক্ষে। কিন্তু সুইং রাজ্যগুলোয় ট্রাম্পবিরোধী সেন্টিমেন্ট যদি শেষদিন পর্যন্ত ধরে রাখা না যায় তাহলে এবারও ল্যাংড়া ঘোড়া বাজী মেরে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না!

নিউজিল্যান্ডে ফের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন। রোববার দেশটির জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে তার দল লেবার পার্টি। জয়ের পেছনে কভিড-১৯ মোকাবিলায় তার নেতৃত্বাধীন সরকারের সফলতা বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র: রয়টার্স।

তিন বছরের জন্য কে দেশ পরিচালনা করবে, তা ঠিক করতে এ দিন অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেন নি-উজিল্যান্ডের সাধারণ নাগরিকরা। যদিও দেশটির জাতীয় নির্বাচন গত সেপ্টেম্বর মাসেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কভিড-১৯ এর নতুন প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় ভোট এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। নিউজিল্যান্ডের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকালে ভোটের সর্বশেষ হিসাব অনু-যায়ী ৫০.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জাসিন্ডা আরডার্নের লেবার পার্টি জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। যা বিরোধী দল জুথিড কলিন্সের ন্যাশনাল পার্টির চেয়ে ২৫.৮ শতাংশ বেশি। দলটির নেতা জুডিথ কলিন্স জানিয়েছেন, তিনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন এবং নির্বাচনে লেবার পার্টি অসাধারণ জয় পাওয়ায় জাসিন্ডা আরডার্নকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, সম্ভবত কভিড-১৯ মোকাবিলায় সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী ৩০ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন। তার সম্মিলিত জোটের অন্যান্যদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট পার্টি পেয়েছে ২.৩ শতাংশ ভোট এবং গ্রিন পার্টি পেয়েছে ৮.২ শতাংশ ভোট। নিউজিল্যান্ডের সংসদীয় ১২০ আসনের মধ্যে লেবার পার্টি ৬৬ আসন পেয়ে সংগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করতে যাচ্ছে জাসিন্ডা আরডার্নের দল লেবার পার্টি। ১৯৯৬ সালে নিউজিল্যান্ডে সংসদীয় মিক্সড মেম্বার প্রপোরশনাল (এমএমপি) শুরু হওয়ার পর কোনো দলই এমন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায়নি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

সাহিত্য

তোমার মুখ
মতিন বৈরাগী

সেই রাতে বৃষ্টি ও জলে তোমার মুখ ভেসে গেছে
তারপর কতো সময় পার হয়ে গেছে উথাল নদী
আমি এখনও সেই রাতেরজলে বজ্রে ও বৃষ্টিতে
অগুণতি শূন্যতায় পাথর নির্জনে তোমাকে ছুঁইছি,
নিঃসঙ্গ আকাশ
তোমার মুখ সেই মুখ এখন জলের কল্লোল

দেবযানী তোমার জন্যে
হোসাইন কবির

পৃথিবীর বুকে নামে রাতের আঁধার
পালকের ওমে ঝরে বাউল বাতাস
কুয়াশা জড়ানো পথে যাবো কতদূর
পাথর-হৃদয় ছিঁড়ে ধুলো বালি ঘাস
যাবো তো সমুদ্রজলে অনন্ত অন্তিমে
পেছনে দীঘল ছায়া মৃতের কফিন
শুনি ডাক আজো তার নির্জন ঘরেতে
দূরে কার বাজে বাঁশি একাকী প্রস্থান

কার দেখা মিলেছিল কিছু নেই মনে
আবছায়ায় আলোয় নিষেধে বারণে
বিমূর্ত সে অবয়ব শুধু ভাসে মনে
উদ্বেগ আকাঙ্খা তার শত দিব্য জানি
তবু জাগি জেগে থাকি মনোভূমে ভ্রমি
আমিই কৃষ্ণকুমার শুনো দেবযানী।

সা র্ফিং কিংবা সাঁতারকাটা
মনসুর আ জিজ

এ সো মাঝরা তে একটু সাঁতারক া টি
চাঁদ চুমু খায় বিশুদ্ধ সমু দ্রে
পাতার ঈর্ষা ছি লো ব লে ড়-
একটু জোছনার মেকাপ দি য়ে ছে বৃক্ষপল্ল বে
আহা! তা তেই ঝলমল ক রে উ ঠে ছে প্রকৃ তি
অথচ তু মি কেমন নিরুত্তাপ!

ত বে কি তু মি সাঁতার গি য়ে ছো ভু লে
না কি বর্তুল শ ঙ্খে নাক ঘঁ ষে আ মি ক রে ছি সাগর কে বিষাক্ত
প্রতিদিন তো আর সাঁতারকাটা যায় না,
সা র্ফিং শে ষেও তো ছাতার তলায় দুদন্ড বিশ্রাম নি তে হয়
রোদের বিশ্রাম যেমন ছায়া, মে ঘের তেমন বৃ ষ্টি,
তু মি কি ত বে বিশ্রা মে যা বে এবার?

আহা! এখন আর সাঁতা রে কৈ শো রিক হু ল্লোড় নেই
অযথা অভ্যা সে অথবা ফিট নেস যাচাই কর তে সাঁতা রের মা নে হয় না
বয়স হ লেই না কেবল নিয়ম ক রে যে তে হয় সুই মিংয়ে!

প্রেসি ডেন্ট পা র্কের সাম নে দাঁ ড়ি য়ে ভা বি,
আমা কে এবার গল্ফ খেল তে হ বে, নয় তো বি লিয়ার্ড
রিটায়ার্ড লোকেরাই তো নিরুত্তাপ খেলা বেশি খে লে!
আর দুই চো খে এঁকে যায় সাঁতা রের মহড়া...

রেস্তোরাঁয় বিষন্ন ভাবনা
হাফিজ রশিদ খান

কোথাও কি রং করা কাঠের জানালা খোলা আছে আজও
সুবাসিত বুনোফুলে এখনো কি কেউ শুদ্ধ সাজো
সাঁঝ হতে দেখে দৌড়াতে-দৌড়াতে এখনো কি ঘেমে নেয়ে কেউ ঘরে ফেরো
আকাশে ডাকছে দেয়াড় এই দেখে কেউ কি এখনো মোটা কাপড়ের কালো ছাতা নিয়ে বেরোও

রাতে জলের ওপর নিজেকে ভাসতে দেখে স্বপ্নে
সকালে উদ্বিগ্ন মনে খাবনামা পড়ো মগ্নে
মলাটে গম্বুজ আঁকা ‘বড়পীর’ পাঠ শেষেড় আবদুল কাদের জিলানী
আমার মতোই হৃদয় কেঁদেছে অনেকের, জানি

এখন আমি তো কৈশোর-যৌবন সমস্ত সুন্দরে ইতি রেখে
বসে আছি বিবর্ণ মাংসের কালো ছাঁকে
দৃষ্টি মেলে খিন্ন রেস্তোরাঁয়
আমাকে কি খুব একা ও বিষন্ন মনে হচ্ছে ওয়ালেটের ফুলানো গায়...

মনন বিপর্যয়
কাজী আতীক

অজ্ঞতাই যেখানে পুঁজি, কিছু কি আসে যায়?
ছায়াপথ আর সপ্তর্ষির পার্থক্য জানা অজানায়,
অথবা কি হয় ব্যবধান জেনে
আকাশের নীলাচল আর সাগরের নীল জলে,
কিংবা নির্জনতা আর নীরবতায়,

তারপরও অনগ্রসর অনুভবে পুরনো বিস্ময়
যখোন জানতে চেয়েছিলাম অনুরাগ বিহ্বল
অজানা ছিলোনা তার কেটাস্ট্রোফিক ভয়।

অথচ অজ্ঞতা যেখানে পুঁজি, সেখানে সমুহ বিপর্যয়,
যেমন এক উর্বর এনাটমি উপাখ্যান-
হার্টেই কিডনির অবস্থান।

অতঃপর জানতে পারি বিশ্বময় মূর্খদেরই রাজপাট,
তাই হয়তো এক আত্মগত উপলব্ধি প্রাক্কলন
হতাশা হতবুদ্ধি সংশয়- কেবল এক মনন বিপর্যয়।

শীত আগমনী
মাহমুদ নোমান

ধানবিলে মেঘের নয়া কুটুম
জিয়লমাছের বুজুর্গি জলে
ছাই রঙা শরীফ ছাতা-
টেনে দিয়ে নাইতে নামছে,

পীড়িত দুপুরের লেহেঙ্গায়
বরই ফুলের মোহতারিমা
মুচকি হাসির মুচলেকায়,
সারারাতের মজলুম শিশিরের
মাশুক চড়ুই একচক্ষু
এক পায়ে দাঁড়িয়ে,

মনের মাদকে মাতালের
পালিয়ে যাওয়ার উজানী,
রোদের মাশকারায় পোড়ে
কলিজা রঙের শ্যাওলা-

দু'হাতে নাড়াতে নাড়াতে
বৃষ্টি ছড়িয়ে গেলে,
পাড়ার মধ্যে কারো কথা শুনিনিকো
বজ্র ড্রাগনের ছতর কাঁপানো হুংকার

রুম ভাড়া

এলমার্স্ট-এর রুজভেল্ড এভিনিউতে ৮২ স্ট্রীট সাবওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে একটি রুম ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৯১২-৭৬৪
অ-১৯/২৬

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ডীটম্যান ও ইষ্ট ফাইভে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪০-৭১৮৭
অ-১৯

জমি বিক্রি

চট্টগ্রামের হালিশহর হাউজিং এস্টেটের বি ব্লকে থানা বিডিআর মাঠের সাথে সোয়া তিন গন্ডা জমি বিক্রি হবে। প্রতি গন্ডা জমির দাম ৩৬ লাখ টাকা। যোগাযোগ: শেখ শাহাদত আলী। ফোন: ৩৪৭-৯৪৪-৪১৮১
অ-১৯/২৬/ন-৭/১৪

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে ১৬০ স্ট্রীট ও ১১০ এভিনিউতে শুধুমাত্র সিঙ্গেল মহিলার কাছে বেসমেন্ট একটি রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: শাফী।
ফোন: ৯১৭-৬২৩-৭২৪৫
অ-১২/১৯/২৬

রুম ভাড়া

কুইন্সের ওজনপার্কের ৯৫ এভিনিউ এবং ৮৭ স্ট্রীট-এ এ/জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৫/৬ ব্লক দূরত্বে একটি প্রাইভেট হাউজের ১টি মাষ্টার বেড রুম (আলাদা বাথরুম, আলাদা ফ্রীজ)- মুসলিম স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, অথবা ২জন কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৫৯৬৬
অ-১২/১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ প্লেসে (হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে) দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বাসা (সেকেন্ড ফ্লোর) ছোট পরিবার অথবা ব্যাচেললের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৭-৫৯২৭
অ-১২/১৯

বাসা ভাড়া

মনোরম পরিবেশে জ্যামাইকার ১০৬-৪১ ওয়াল্টহাম স্ট্রীট, নিউ-ইয়র্ক-১১৪৩৫ ঠিকানায় দ্বিতীয় তলা, দুই বেডরুম, দুই ফুল বাথ, লিভিং রুম, কিচেন সহ বাসা ভাড়া হবে। ই, এফ, জে, লং আইল্যান্ড রেল, জেএফকে এয়ার ট্রেন সাবওয়ে ৫/৬ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে এবং কিউ৬, কিউ৪০, কিউ৬০, কিউ১১২ বাস এক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯৩-৬৪৯২- অথবা ৯২৯-২৩১-৫১০০
অ-০৫/১২

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৮১ স্ট্রীট ও ২৫ এভিনিউতে এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১ অথবা ৭১৮-২০৫-০৪৫৪
সে-২৮/অ-০৫

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় নিরিবিলি চমৎকার পরিবেশে মুসলিম ফ্যামিলীর সাথে থাকার জন্য একজন অধুমপায়ী ছাত্রের কাছে ফার্নিসড রুম (ইউ-টিলিটি সহ) ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা জ্যামাইকা এস্টেটে, তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি সম্পূর্ণ পৃথক রুম। এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং অন্তত ৫টি বাস স্টপ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০
সে-২১/২৮

এক বেডরুমের বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটের উপর দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। লিভিং কাম কিচেন, ফুল বাথ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার, ধুমপান নিষেধ। ভাড়া ১,১০০ ইউএস ডলার।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫৪১-৬১২৬
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন: ৩৪৭-২৩৫-৯৩৭০
সে-২১/২৮

হিলসাইড এভিনিউতে বাসা ভাড়া

অক্টোবর থেকে হিলসাইড এভিনিউতে কারওয়ান সংলগ্ন সাবওয়ের সঙ্গে নতুন রেনোভেশন করা ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৫০-১৭৮৬ অথবা ৯১৭-২৮৫-৫৩৭০ অথবা ৩৪৭-৭২০-৬৭২৮
সে-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

ইস্ট এলহার্স্টের ৮৪ স্ট্রীট ও ৩০ এভিনিউতে একটি বেসমেন্টের জন্য রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
সে-১৪/২১

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতামাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়স যোগ্য পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে ব্যাচেলর (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং পেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জি-নিয়ার)। বর্তমানে কর্মরত। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৪৬৯৬ (সেল) অথবা ৭১৮-৯৩১-২৫০৯ (বাসা)।
e-mail: moondhs@gmail.com
সে-১৪/২১/২৮/অ-৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হীল এবং ক্রুনবল এলাকায় এক বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন, ফুল বাথ সহ সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ইউটিলিটি ভাড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যাতায়াতের জন্য পৃথক এনট্রেন্স। যোগাযোগ অপু। **ফোন: ৯১৭-২৯১-৮০৯৫ অথবা ৯১৭-২৯১-৩২৭২**
সে-০৭/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬
অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩
অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯
০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আন-সার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬
আ-২৪/৩১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭
০৮/০১

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়/ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯৩৯৩৬৮০৭

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

পাত্র চাই

কলেজ শিক্ষক বাবা মা'র একমাত্র কন্যা, সদ্য মাস্টার্স সমাপ্ত, ইউএস সিটিজেন, হিজাবি পাত্রীর জন্য (বয়স- ২৬ বছর ২মাস), আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী অথবা সিটিজেন পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com





আনসার আহমদের

(শেষের পাতার পর)

এভিনিউস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তাঁর ইন্তেকালে কমিউনিটিতে বিশেষ করে নিউজার্সী ও নিউইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর গ্রামের কৃতি সন্তান মরহুম আনসার আলীর নামাজে জানাজা শনিবার (১৭ অক্টোবর) বাদ জোহর নিউজার্সীর 'ওয়েস্টসাইড পার্ক'-এর টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী তাঁর নামাজে জানাজায় অংশ নেন।

আলহাজ আনসার আহমদ যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক নির্বাচন কমিশনার, বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেটের অন্যতম উপদেষ্টা, নিউজার্সী শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারের উপদেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে প্রবাসীদের যেকোন বিপদ-আপদে তার সার্বিক সহযোগিতা সর্বজনবিদিত।

শোক প্রকাশ: প্রবীণ প্রবাসী ও সমাজসেবী আনসার আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের। এক শোক বার্তায় তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমাবেদনা প্রকাশ করেন।

এছাড়াও আলহাজ্ব আনসার আহমদের ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়-আহবাব চৌধুরী খোকন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

নিউজার্সী ষ্টেট (নর্থ) বিএনপি'র পক্ষ থেকে আহবায়ক সৈয়দ জুবায়ের আলী ও সদস্য সচিব আলাউর খন্দকার সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা আনসার আলীর ইন্তেকালে পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

জালালি কৈতর

(২৬ পাতার পর)

বন্ধ হইয়া যায়।'

নগেন্দ্রনাথ দত্ত সিলেটের মুসলমানদের ইনার স্ট্রেংথ উদারচিত্তে উল্লেখ করেছেন–'শ্রীভূমির মুসলমান সন্তানগণ যে কেবল সংখ্যায় অধিক তাহা নহে। সাহস, শক্তি, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা গুণে তাহারা হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার হিন্দুর মত বংশানুগত জাতিভেদ বা ধর্ম্মাচরণে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন লজ্জাকর অধিকারের বৈষম্য ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এই শ্রীভূমির মুসলমান যুবকেরা ইংরাজের বাণিজ্যপোতে চাকুরী গ্রহণ করিয়া বাহির ও ভিতর দরিয়ায় যে শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে তাহা নিতান্তই প্রশংসনীয়। এই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সাগর উপসাগর ও বাণিজ্যস্থান এবং ব্যবসাক্ষেত্র ইহাদের পরিচিত। এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াতে ইহারা যে অভিজ্ঞতা, শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতেছে তাহার মূল্য কম নহে। শ্রীভূমির হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণী নাই যে এই ক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে।'

সিলেট অঞ্চলে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। নগেন্দ্রনাথ দত্ত সেই সময় জাহাজে চড়ে সিলেট শহরে আসছিলেন। তিনি তখন জাহাজ থেকে বালাগঞ্জ বন্দরে নামেন এবং বালাগঞ্জের দূরাবস্থা দেখেন। সেই রাতটা তিনি বালাগঞ্জ থানার দারোগা অম্বিকাচরণ সেনের বাসায় কাটান। পরেরদিন সকালে নৌকাযোগে সিলেটের উদ্দেশ্যে ছুটেন। সেইদিনের পরের দিন সকাল আটটায় তিনি সিলেট শহরে আসেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেদিন তিনি যা দেখেছিলেন–'বন্দর বাজার নাই। ইটপাটকেলের ভগ্ন আবর্জ্জনার স্তূপ। আবর্জ্জনার ভিতর হইতে মৃতদেহ বাহির করার চেষ্টা তখনও আরম্ভ হয় নাই। দেওয়ানী কালেক্টরীর বৃহৎ ইমারতগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নানাস্থানে ফাটল বুকে লইয়া নবনির্ম্মিত মোনসেফি আদালতটা মাত্র খাড়া আছে। দেওয়ানী ফৌজদারী সব আদালত এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ। বসুমতী তখনও কখন বা মৃদুভাবে কখন বা একটু জোরে কাঁপিয়া উঠিতেছেন। কালীঘাটস্থ আমার বাসাবাড়ী প্রায় ভূমিসাৎ। আসবাবপত্র ঘরের মধ্যেই, সম্মুখস্থ রাজবর্ত্ম পাতালের দিকে নামিয়া গিয়াছে। পুত্র কলত্র এই বিপদে নোয়াসড়কে ভায়রা ভাইর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কালীঘাট ও সেকঘাটের নানাস্থানে দহ পড়িয়াছে। রাজপথ ফাটিয়া বিপদসঙ্কুল হইয়াছে। গাড়ী ঘোড়া বন্ধ। সঙ্গীন বিপদে চোরও ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়াছে। নহিলে প্রায় তিনদিন পরে আসবাবপত্র, আলমারিস্থিত এক-খানা একশত টাকার নোট আমি কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিতাম না। সহরে মৃতের সংখ্যা কত উঠিয়াছিল তাহা এখন মনে নাই; তবে ১২০ কি ১৫০ শতের কম হইবে না। মফস্বল লইয়া মনে হয় দেবী বসুন্ধরার নৃত্য-কম্পনে শ্রীভূমির অন্যূন ৫০০ শত নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আর ক্ষতির কথা বলিবার নহে। আট দশ লক্ষের কম নয়। সৌভাগ্যের কথা শ্রীহট্ট মাতার সুসন্তান ঁরাজা গিরীশচন্দ্র, রায়বাহাদুর সুখময় চৌধুরী সি,আই,ই ও রাজদৌহিত্র প্রফুল্ল রায় দালানের নীচে পড়িয়া আহত হইলেও প্রাণে রক্ষা পাইয়া দেশ সেবায় মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।'

ছ বছর বয়সে প্রথম যে মৃত্যুর সাথেনগেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে, সেটা ছিলো তার নানার মৃত্যু। তিনি লিখেছেন–'আমার মাতামহ রাড়িশাল নিবাসী গৌরকিশোর চৌধুরী মহাশয় আমাদের কলিকাতাস্থ বাসায় স্বীয় দেহ রক্ষা করেন। তখন তাঁহার বয়:ক্রম সত্তরের উপর ছিল। তিনি রাত্রে মারা যান। আসন্নকালের কিছু পূর্ব্বপর্য্যন্ত আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া মাতামহের রোগ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত করা হয়। গিয়া দেখি তাহার কপোলদেশে কুঙ্কুম ও ভস্ম লেপন করা হইয়াছে। আমি বলি চৌধুরী ঠাকুর দাদা বে সিন্দুর দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহার বদন মণ্ডলে হাস্যরেখা প্রকটিত হইল। কিন্তু কি বলিব সেই হাস্য রেখা মিলাইতে না মিলাইতেই তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া গঙ্গাতীরের দিগে লোক ছুটিল। আমি পরে অনেক লোক মরিতে দেখিয়াছি কিন্তু এমন হাসিমুখে আর কাহাকেও মরিতে দেখি নাই। পরে শুনিয়াছি দাদা মহাশয় পূর্ব্বেই গঙ্গায় অন্তর্জ্জলী (মুমূর্ষ ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য দেহের নিম্নাংশ গঙ্গার জলে নিমজ্জিত করার সংস্কার) হওয়ার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।'

লেখক: সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, সাবেক বার্তা সম্পাদক দৈনিক সিলেটের ডাক

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St

Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

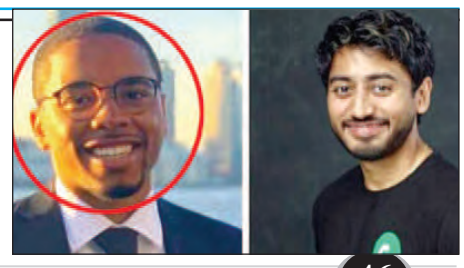
প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //October 19 // 2020

চাঞ্চল্যকর ফাহিম সালেহ হত্যাকান্ড

নিজেকে নির্দোষ দাবি অভিযুক্ত হাসপিলের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নির্মম খুনের শিকার হওয়া পাঠাও-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ হত্যা মামলায় তার ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস ডিভন হাসপিল আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) স্কাইপে কলে মামলার শুনানি চলাকালে এ ফার্স্ট(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে এম সাইফুর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



এম সাইফুর রহমানের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জিল্লুর রহমান জিল্লু



এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা-মন্ত্রী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী নিউইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) রাতে ব্রঙ্কসের এশিয়ান পার্টি সেন্টারে 'এম. সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' নানা কর্মসূচীর আয়োজন করে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মরহুম সাইফুর রহমানের ওপর প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন, আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।

পরিষদের সভাপতি লায়েকুল হাসান তরফদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত জুম ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক, সাবেক এমপি, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও এম. সাইফুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র এম নাসের রহমান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা ও মরহুম সাইফুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব কাইয়ুম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন হাফিজ শাহফাজ আহমদ। এরপর মরহুম এম. সাইফুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া-মোনাজাত পরিচালনায় করেন মাওলানা রশিদ আহমদ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমদ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সহ সভাপতি মনজুর চৌধুরী জগলুল, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সহ সম্পাদক সম্পাদক লোকমান হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ, এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'র অন্যতম উপদেষ্টা এবাদ চৌধুরী ও সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী, বিএনপি নেতা দারাদ আহমদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক কাওসার আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাওলানা রশিদ আহমদ, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, মিজানুর রহমান মিজান, টিটু চৌধুরী, আয়োজক সংগঠনের ওবায়েদুল হক শিবলু, যুগ্ম সম্পাদক জিল্লুর রহমান খান, শাহ কামাল উদ্দিন, খলিলুর রহমান, মশিউর রহমান চৌধুরী টুকু, শাহ মামুন আহমদ, আলমগীর কবির শামীম হাফিজ শাহবাজ আহমদ, ইকবাল হোসেন, মো: আলাউদ্দিন, বাহার খান লিটন, লিয়াকত আলী, রিপন মিয়া, আলমগীর কবির শামীম, খলিলুর রহমান, চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ।

এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আরো বক্তব্য বাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা নিউজার্সী বিএনপি (উত্তর) সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী, সংগঠনের উপদেষ্টা ও ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে মরহুম এম. সাইফুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারীর উদ্বোধন করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল এবং সাইফুর রহমানের ওপর প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। অনুষ্ঠান থেকে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ২০২১ সালের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট-১৮ থেকে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী মোহাম্মদ এন মজুমদারকে সমর্থন দেয়া হয়। কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা স্মৃতিচারণ করেন এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান-কে একজন কিংবদন্তী রাজনীতিক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তিনি শুধু সিলেটের নয়, তিনি সমগ্র বাংলাদেশের গৌরব। ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক, নিবেদিত প্রাণ এ কর্মবীর মানুষ। তিনি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যে ভুমিকা রেখে গেছেন তা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে তাঁর নাম ততদিন মানুষ স্মরণ করবেন। বক্তারা বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাদা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি বিএনপি'র রাজনীতি করলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাথে তার সুসম্পর্ক ছিলো তার সর্বজণনি মনমানসিকতার কারনে। উল্লেখ্য, বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ মরহুম এম সাইফুর রহমান ১৯৩২ সালের ৬ অক্টোবর মৌলভীবাজারে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠা সদস্য ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজারের নিজ বাড়ি বাহারমর্দন থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। এম সাইফুর রহমান দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদন্ড : প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের আনন্দ সমাবেশ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান করে মন্ত্রিসভায় সংশোধিত 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' আইন এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সকোরের উক্ত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নিউইয়র্কে আনন্দ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা। গত ১৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্ল াজা প্রাঙ্গণে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী সহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। সবাবেশকারীরা ধর্ষণের বিরুদ্ধে এবং সরকারের সমর্থনে লেখা নানা পোষ্টার বহন করে। খবর ইউএনএ'র।

আনন্দ সমাবেশে প্রধান অথিতি হিসেবে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও আব্দুল হাছিব মামুন, প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম ও কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান। সমাবেশ পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল হক রাসেল।

উপরোক্ত সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিক, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা শাখাওয়াত বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা গণেষ কীর্তনীয়া, কুইন্স যুবলীগের সভাপতি নান্টু মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন জয়, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে জায়গা পেল না সৌদি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সৌদি আরবকে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের আসন দেয়া হয়নি। সৌদি আরব মারাত্মকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে- এমন অভিযোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সৌদি আরবকে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের আসন না দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানানোর পর সৌদি আরবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো। গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার আহবান জানিয়েছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছিল, সৌদি আরব মানবাধিকার লংঘন করে এবং মানবাধিকার কর্মী ও দেশটির রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের রিরুদ্ধে মারাত্মক দমন পীড়ন চালানো হয়। ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ থেকে সৌদি আরব ইয়েমেনে সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং তাতে এ পর্যন্ত ৭,২০০ শিশু নিহত কিংবা আহত হয়েছে। এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জাতিসংঘ বিষয়ক পরিচালক লুইস চার্বোনিউ বলেছেন, শিশু হত্যাকারীরা মানবাধিকার পরিষদের সদস্য হতে পারে না।



নিউইয়র্ক প্রবাসী টাঙ্গাইলের মায়া'র ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলের হামিদা আক্তার মায়া (৫৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। নিউইয়র্ক সময় সোমবার (১২ অক্টোবর) বিকাল ৫টা ৫৩ মিনিটে তিনি নিউইয়র্কের বেলভ্যু হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগ সহ ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং এক পুত্রকে নিয়ে নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা, এক পুত্র সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, মরহুমা হামিদা আক্তার মায়া'র দেশের বাড়ী টাঙ্গাইল শহরের দিঘুলিয়া। তার বাবার নাম মোহাম্মদ মুছা তালুকদার। তিনি তাদের ৪ বোন, ২ ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। তার এক কন্যা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এবং অপর কন্যা বাংলাদেশে বসবাস করেন। তার এক ভাই বাংলাদেশে এবং অপর ভাই-বোন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন নাসির নামের তার এক ভাই বস্টন প্রবাসী। তিনিও এক সময় বস্টনে বসবাস করতেন। মরহুমা মায়া প্রবাসের সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজ আহমেদের খালাতো বোন। **নামাজে জানাজা:** মরহুমা হামিদা আক্তার মায়া'র নামাজে জানাজা মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন জেএমসি'র পেশ ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। এর আগে মরহুমার ছোট ভাই বোস্টনবাসী মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন নাসির উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং তার বোনের কাছে কোন দেনা-পাওনা থাকলে তার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। এতে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান খান আপেল সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সহ মুসল্লীরা অংশ নেন। জানাজা শেষে মরহুমার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: টাঙ্গাইলের সন্তান হামিদা আক্তার মায়ার মৃত্যুতে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ এবং টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়েছে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

পি-ইভিটি কার্ড চালু থাকবে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

এমদাদ চৌধুরী দীপু: ইউএস ফেডারেল এর পক্ষ থেকে পি-ইভিটি বা পেন্ডামিক ইভিটির জন্য ৮বিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেসে পাশ হওয়া এই বিলে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউএসডিএ, বা ইউনাইটেড স্টেইট ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এর মাধ্যমে ষ্টেটগুলো ফান্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। পিইভিটি



কার্ড এর মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই বরাদ্দের ফলে যারা এখন স্কুল পড়ুয়া সন্তানদের জন্য ৪২০ ডলারের কার্ড পাচ্ছেন তারা পুরো বছর এই কার্ড এর মাধ্যমে সহায়তা পাবেন। ইতিমধ্যে যারা পিইভিটি কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে কার্ড সংরক্ষই করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। যারা এখনো (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলো মেলো ভাবনা

কি করছো, বলো। অসময়ে ফোন করিনি তো? -তেমন কিছুনা, আজকের কাগজগুলো দেখছি। আর অসময়। সৃষ্টিকর্তার অপার দয়ায় এমন সময় এখনো আসেনি। তাই পত্র (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

সিটি কাউন্সিল নির্বাচন-২০২১

মৌমিতার প্রার্থীতা ঘোষণা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

আমেরিকার নির্বাচন এবারও ল্যাংড়া ঘোড়াই!



দিন যত এগিয়ে আসছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার প্রচারনাও ফর্মে চলে আসছে। প্রথম বিতর্কে শোচনীয় পরাজয়ের পর কিছুটা উন্মাদদশা দেখা দিলেও মনে হচ্ছে ট্রাম্প (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে

আনসার আহমদের চির বিদায়



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউজার্সীর প্যাটারসন সিটিতে বসবাসরত, কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, প্রবীন প্রবাসী আলহাজ আনসার আহমদ আর নেই। তিনি সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চির বিদায় নিলেন। গত ১৬ অক্টোবর, শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে স্থানীয় আলবিয়ন(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

রোববার নিউইয়র্কে সীরাত কনভেনশন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ২৫ অক্টোবর রোববার, বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টারে (৮৯-১৪ ১৫০ স্ট্রিট) 'ইন্টারনেশনাল ইউনাইটেড সীরাহ কনভেনশন-২০২০' এর আয়োজন করা হয়েছে। এই কনভেনশনে থাকবে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় আলোচনা পর্ব এবং আরো থাকবে কেরাত, গজল সহ সীরাত সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য আয়োজন। এবারের সীরাহ কনভেনশন, সীরাত (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নানের আরোগ্য কামনায় দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী আলহাজ্ব এম এ মান্নানের আরোগ্য কামনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র অওয়ামী লীগ। অপরদিকে মন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় নিউইয়র্কে (বাকি অংশ ২১ পাতায়)



চট্টগ্রাম সমিতির সদস্য সংগ্রহ নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক' এর আসন্ন নির্বাচন (২০২১-২০২২) উপলক্ষে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন শুরু হয়েছে। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে দেশী ওয়ার্স ইনক'র গ্র্যান্ড ওপেনিং

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গ্র্যান্ড ওপেনিং হলো দুই বাংলাদেশীর মালিকানায় দেশী ওয়ার্স ইনক। বাহারী (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

আল মানসুর কালচারারল সেন্টারে দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক-এর জামাইকায় অবস্থিত আল মানসুর কালচারাল সেন্টারে শনিবার (১৭ অক্টোবর) নতুন হাফিজদের নজরানা থেকে হিফজ শাখায় উন্নীত হওয়া উপলক্ষে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সিরাজী'র ইন্তেকাল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিলেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সিরাজী যুক্তরাষ্ট্রের শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মিশিগানে ইন্তেকাল (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



যে তিন সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ

মো. আবু তালহা তারীফ

ইমানের পর ইসলামের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আমল হল সালাত বা নামাজ। নামাজ ইসলামের প্রাণ। মুমিন এবং কাফেরের মাঝে বড় পার্থক্য হল নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

আবিদুর রহীম-এর কলাম

৭১ এর 'সংবাদ নয় সংযোগ'



প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ওয়্যার ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সংবাদ মাধ্যমকে এক কথায় 'মিডিয়া' বলা হয়। আবার একই স্বার্থ বা কমন ইন্টারেস্টে কাজ করা বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটিকে আরেকটির সাথে যিনি বা যারা 'সংযোগ' (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

ঘরে বসে দেশে টাকা পাঠান কোন ধরনের ফি ছাড়া
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে
নিমেষেই মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনের
বিকাশ একাউন্টে
sendwave bKash
SIGN UP TODAY GET $5 CREDIT PROMO CODE: POTRIKA
sendwave App Store Google Play sendwave
24 ঘন্টা দেশে টাকা পাঠান যখন প্রয়োজন তখন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance MassMutual
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক ৬৪৯+Tax
জনরাত
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com